পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1695, Saturday, August 29, 2026 FREE www.parichoy.com

শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণায় সহিংসতার আশঙ্কা, সতর্ক পুলিশ

বিস্তারিত ১২ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশে তিন সাংবাদিককে মারধর, অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে - ৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ শীর্ষ গবেষক পাড়ি জমালেন কানাডায়- ৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, নাসা, সিনেট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চীনা হ্যাকারদের হামলা - ৬ষ্ঠ পাতায়
- এবার ট্রাম্পের নামে রাখা সড়কের নাম বদলে ‘টাকো অ্যাভিনিউ’ রাখতে চায় কানাডা- ৭ম পাতায়
- শুধু ইমিগ্র্যান্ট ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র -৮ম পাতায়
- বৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে আসার দরজাও কি বন্ধের পথে? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন অভিবাসন কড়াকড়ি -৯ পাতায়
- রংপুরে ৪ খুন: মিলছে না কিছু প্রশ্নের উত্তর -১২তম পাতায়
- বিনা খরচে ১০ হাজার কর্মীকে মালয়েশিয়া পাঠাবে বাংলাদেশ সরকার -১৩ পাতায়
- ‘পরাশক্তিগুলো নিজেদের সীমাবদ্ধতা টের পাচ্ছে’ -১৪ পাতায়

ভেনেজুয়েলার তেলের মজুতের এক-পঞ্চমাংশ “দখলে” নেয়ার ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

তারেক রহমানকে কেন দিল্লিতে চায় ভারত, প্রশ্ন বিবিসি-র

বিস্তারিত ১৩ পৃষ্ঠায়

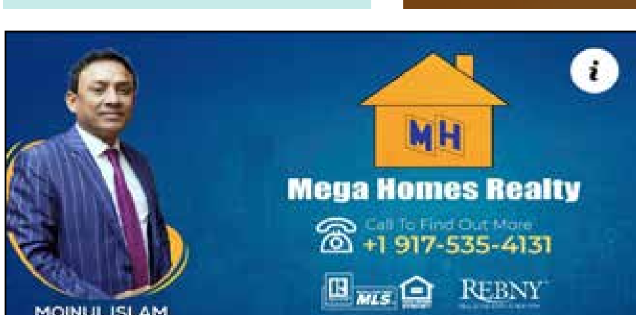

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান কে
উৎসর্গ করে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন
Federation of Bangladeshi Associations in North America
Established in 1987
FOBANA®
৪০তম
ফোবানা
সম্মেলন ২০২৬
নিউ ইয়র্ক
SEPTEMBER 4.5 & 6TH 2026
(FRIDAY, SATURDAY & SUNDAY)
FREE ENTRY
প্রবেশ উন্মুক্ত
FREE ENTRY
চেতনায় হৃদয়ে ৭১
বাংলাদেশ
VENUE: EVANGEL CHRISTIAN CENTER
ADD: 3920 27TH ST, LIC, NY 11101
দেশের ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের
অংশগ্রহনে তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা
FOBANA CENTRAL COMMITTEE
ZAKARIA CHOWDHURY
CHAIRMAN
646-226-7144
Dewan Maniruzzaman
Executive Secretary
514-691-9779
40TH FOBANA HOST COMMITTEE
Nurul Amin Babu
Convenor
347-679-5525
Manzur Kader
Member Secretary
929-551-9534
CHIEF PATRON
Shafiqul Alam
Hosted By:
NRBA
NRB ASSOCIATION USA

কে কি বললেন

● কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট না হয়েও স্টেটের মতো সব সুবিধা ভোগ করতে চায়!!!'- **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● 'তারা কি আমাকে মেরে ফেলতে চায় বলে আমি মনে করি? অবশ্যই, - ট্রাম্প প্রশাসন তাঁকে মেরে ফেলতে চায় দাবী করে টক শোতে টাকার কার্লসনকে ট্রাম্প প্রশাসনেরই সাবেক বর্ডার প্যাট্রোল কমান্ডার-অ্যাট-লার্জ **গ্রেগরি বোভিনো**

● বাংলাদেশ যদি মক্কা চুক্তিতে যোগ দেয়, সেটি বাংলাদেশের নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং এতে অন্য কোনো দেশের অস্বস্তির কারণ হওয়া উচিত নয়। তবে ভারতের নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে-এমন সব উন্নয়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। - ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র **রণধীর জয়সওয়াল**

● ভারত চলবে ভারতের মতো, বাংলাদেশ বাংলাদেশের মতো: মক্কা চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী **মো. আসাদুজ্জামান**।

● 'বন্ধু দেশের সাথে সম্পর্ক কতোটুকু ইতিবাচক হওয়া উচিত তা ভারতকে চিন্তা করতে হবে' - বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী **মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি**

● বর্তমানে বাংলাদেশে বিরোধী দলের সাথে সরকার যে আচরণ করছে, তা আওয়ামী লীগও করেনি। বিরোধীদেরকে উন্নয়ন বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না অভিযোগ করে জামায়াতের সিনিয়র নেতা ও সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা **সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের**

● ''তখন তার (প্রয়াত স্বামী তৌফিক নেওয়াজ) কাছে যাওয়ার জন্য জামিন আবেদন করেছিলাম। ৩৯ বছরের জীবনসঙ্গীর শেষ সময়ে কাছে থাকতে পারিনি। এখন আমার বাসায় যাওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে৷- জামিন প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রী **দীপু মনি**

ভেনেজুয়েলার তেলের মজুতের এক-পঞ্চমাংশ "দখলে" নেয়ার ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলার বিশাল তেল সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই নজিরবিহীন ঘোষণা দেন। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে ওপেকভুক্ত দেশটির ক্ষতিগ্রস্ত জ্বালানি খাত পুনরুজ্জীবিত করা এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমাতে নতুন ক্রুড অয়েলের উৎস নিশ্চিত করতেই এ পদক্ষেপ নিয়েছে ওয়াশিংটন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ব্যারেলেরও বেশি তেলের নিয়ন্ত্রণ এখন মার্কিনিদের হাতে। তবে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেননি তিনি। *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে তিন সাংবাদিককে মারধর, অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে

পরিচয় ডেস্ক: শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে তিন সাংবাদিককে মারধর করা হয়েছে। জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আরিফুজ্জামান মোল্লার নেতৃত্বে তার সমর্থকেরা মারধর করেছেন বলে অভিযোগ করেন আক্রান্ত সাংবাদিকেরা। হামলার শিকার সাংবাদিকেরা হলেন ডেইলি স্টারের সাংবাদিক জাহিদ হাসান, নিউজ টুয়েন্টিফোর টেলিভিশন ও জাগো নিউজের জেলা প্রতিনিধি বিধান মজুমদার ও মানবকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি বরকত মোল্লা।

গত মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সকালে ওই তিন সাংবাদিক জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে গেলে তাদের মারধর করা হয়। শরীয়তপুরের বিএনপির নেতারা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ইরানের হিট লিস্টে নাম: ভয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছেলে ব্যারন, যান না বাইরেও

পরিচয় ডেস্ক: দুই বছরে বাবার ওপর তিনটি হত্যাচেষ্টার পর নিরাপত্তা শঙ্কায় 'একাকী' জীবন কাটাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ বছর বয়সী ছেলে ব্যারন ট্রাম্প। নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

বর্তমানে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে তার দ্বিতীয় বর্ষের পড়াশোনা শেষ করার পাশাপাশি ট্রাম্পের কনিষ্ঠ সন্তান নিজেকে খুব আড়ালে রাখছেন। নিউইয়র্ক পোস্টের উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যারন তার গ্রীষ্মকালীন ছুটির বেশিরভাগ সময় মা ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের সঙ্গে নিউ জার্সির 'ট্রাম্প ন্যাশনাল গলফ ক্লাব বেডমিনস্টার'-এ কাটিয়েছেন।

ট্রাম্প পরিবারের ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানান, 'সে বাইরে বের হয় না।' অপর এক সূত্র জানান, 'ছেলেটি বেশ একাকী বা আত্মকেন্দ্রিক।' ব্যারন সবার নজরকাড়া পছন্দ করেন না এবং তা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। তিনি দ্রুত তার ব্যক্তিগত বাসস্থানে চলে যান বলে জানা গেছে। সূত্র আরও জানান, 'তাকে আশেপাশে কোথাও ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় না।' নিউ ইয়র্ক পোস্টের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ শীর্ষ গবেষক পাড়ি জমালেন কানাডায়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি ও গবেষণাবান্ধব পরিবেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমিক অঙ্গনে অস্থিরতার মধ্যে হার্ভার্ড, ইয়েল ও এমআইটির মতো শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৮ গবেষককে নিয়োগ দিয়েছে কানাডার ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মোট ৬৪ জন নতুন গবেষক নিয়োগের ঘোষণা দেয়। তাদের মধ্যে ৪৮ জন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কানাডায় যাচ্ছেন। বাকিরা ইউরোপ, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আসছেন। কানাডা সরকার গবেষণার জন্য ৫০ কোটি কানাডীয় ডলারের বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে এ নিয়োগের অর্থায়ন করছে। জলবায়ু পরিবর্তন থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন গবেষণা ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। এটি কানাডার উদ্ভাবনী প্রকল্পে ১২০ কোটি কানাডীয় *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

হরমুজে আটকা ৬ হাজার নাবিক, ৪০০ জাহাজ

পরিচয় ডেস্ক: চলমান যুদ্ধের কারণে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহনপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সেখানে প্রায় ৬ হাজার নাবিকসহ ৪০০টি জাহাজ আটকা পড়েছে। সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (আইএমও)।

এক সাক্ষাৎকারে আইএমওর মহাসচিব আর্সেনিও ডমিঙ্গেস বলেন, সংঘাতের কারণে গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহব্যবস্থায় ব্যাপক বিঘ্ন ঘটছে। এর প্রভাব শুধু ওই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তা অনুভূত হচ্ছে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলে দীর্ঘস্থায়ী বিঘ্ন দেখা দিলে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, নাসা, সিনেট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চীনা হ্যাকারদের হামলা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ এবং সিনেটসহ অত্যন্ত সংবেদনশীল একাধিক সরকারি সংস্থায় চীনা হ্যাকারদের অনুপ্রবেশ ও সাইবার হামলার তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তারা চীনা হ্যাকারদের একটি বিশাল সাইবার অভিযান সফলভাবে নস্যাৎ করেছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র বুধবার (২৬ আগস্ট) জানিয়েছে, তারা চীনের একটি হ্যাকিং অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছে, যেটি বিচার বিভাগ, নাসা, ফেডারেল রিজার্ভ, সিনেট এবং অন্যান্য সংবেদনশীল সরকারি সংস্থাগুলোতে অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের চেষ্টার জন্য দায়ী ছিল।

মার্কিন বিচার বিভাগের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হ্যাকিং কার্যক্রমে ব্যবহৃত 'কিউস্ক্যান' এবং 'কিউটিরউটার' নামের দুটি প্ল্যাটফর্মের ডোমেইন তারা জব্দ করেছে। আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, হ্যাকারদের লক্ষ্যবস্তুর তালিকায় ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জি, ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ (এনআইএইচ) ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার চারটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল।

মার্কিন বিচার বিভাগের দাবি অনুযায়ী, এই হ্যাকিং প্ল্যাটফর্মগুলো মূলত চীনের নানজিংভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ওনানজিং শিনজিউওয়েই নেটওয়ার্ক টেকনোলজি কোম্পান্হি পরিচালনা করত। এই টেক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক তালিকায় চীনের বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ওমিনিস্ট্রি অব স্টেট সিকিউরিটি এবং সামরিক বাহিনী পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) যুক্ত রয়েছে।

তবে চীনা কর্তৃপক্ষ সবসময়ই হ্যাকিংয়ের এমন অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত চীনা দূতাবাস এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।

তদন্ত নথির তথ্য অনুযায়ী, এই হ্যাকার চক্রটি অন্তত ২০১৮ সাল থেকে নিজস্ব প্রযুক্তির টুলস ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও সংবেদনশীল নেটওয়ার্কে আঘাত হেনে আসছে। ২০১৯ সালের আগস্টে ভিপিএনের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে নাসার নেটওয়ার্কে প্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল তারা।

পরবর্তীতে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে এনার্জি ডিপার্টমেন্টের তিনটি ল্যাবরেটরি, এনআইএইচ, স্বাস্থ্য বিভাগের একটি সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রের একটি সিকিউরিটি ডিভাইস প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করতে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

আদালত বাধা দিলে ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টার ভেঙে ফেলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক : ওয়াশিংটন ডিসির ঐতিহাসিক জন এফ. কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টসের সংস্কার পরিকল্পনা আদালত আটকে দিলে ভবনটি শেষ পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। গত ২৫ আগস্ট ডমঙ্গলবার আদালতে জমা দেওয়া এক নথিতে মার্কিন বিচার বিভাগ বলেছে, সংস্কার ও অর্থায়নের উদ্যোগ থেমে গেলে কেন্দ্রটি আরও জরাজীর্ণ ও অনিরাপদ হয়ে পড়তে পারে।

বিষয়টি সামনে এসেছে কেনেডি সেন্টার নিয়ে চলমান আইনি বিরোধের মধ্যে। ট্রাম্প প্রশাসন কেন্দ্রটিতে বড় ধরনের সংস্কার করতে চায়। একই সঙ্গে ভবনের সঙ্গে ট্রাম্পের নাম যুক্ত করার উদ্যোগও নিয়েছে কেন্দ্রটির পরিচালনা পর্ষদ। তবে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কেনেডি সেন্টারের নাম পরিবর্তনের এখতিয়ার নেই বলে এর আগে একটি ফেডারেল আদালত রায় দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগের সাম্প্রতিক আদালত নথিতে বলা হয়েছে, সংস্কার পরিকল্পনা স্থায়ীভাবে আটকে গেলে কেন্দ্রটি আর্থিক ও অবকাঠামোগত সংকটে পড়তে পারে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ভবনটি ভেঙে সেখানে পটোম্যাক নদীর তীরে একটি বড় উন্মুক্ত অ্যাম্ফিথিয়েটার নির্মাণের মতো বিকল্প বিবেচনা করা হতে পারে বলেও নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, কেন্দ্রটির বর্তমান *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

৯/১১ হামলার বিচার শুরু ২০২৮ সালে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিচার শুরু হতে যাচ্ছে ২০২৮ সালে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার 'মাস্টারমাইন্ড' হিসেবে অভিযুক্ত খালিদ শেখ মোহাম্মদ ও তার তিন সহযোগীর বিচার প্রায় ২৭ বছর পর ২০২৮ সালের জুনে শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন বিমান বাহিনীর একজন বিচারক। রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বুধবার (২৬ আগস্ট) মার্কিন বিমান বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাইকেল শ্রামার জারি করা বিচার-সময়সূচি নির্ধারণের আদেশে বলা হয়, খালিদ শেখ মোহাম্মদ এবং তার তিন সহযোগীর সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হবে ২০২৮ সালের ৫ জুন। এর আগে প্রসিকিউটররা ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে বিচার শুরুর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে বিচারপূর্ব আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি এবং কোন কোন তথ্য-প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা যাবে, তা নির্ধারণে আরও সময় প্রয়োজন বলে বিচারক সময়সীমা পিছিয়ে দিয়েছেন। মামলার প্রধান আসামি খালিদ শেখ মোহাম্মদের সঙ্গে ওয়ালিদ বিন আত্তাশ, আলী আব্দুল আজিজ আলী ও মুস্তফা আল-হাউসাভিও বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন। তাঁরা কিউবার গুয়ান্তানামো বে-তে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে আটক রয়েছেন।

তবে ২০২৮ সালের নির্ধারিত তারিখেই বিচার শুরু হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। কারণ এর আগে একাধিকবার বিচার শুরুর সময় নির্ধারণ করা হলেও বিভিন্ন আইনি জটিলতায় তা পিছিয়ে গেছে। ২০২১ সালেও বিচার শুরুর একটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরে বাতিল হয়ে যায়। খালিদ শেখ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে ২০০১ সালের ৯/১১ হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার অভিযোগ রয়েছে। ওই হামলায় চারটি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মন্টানা স্টেটের বিলিংসে বাড়ি ছাড়তে বলার পর চার শিশুসহ ৮ স্বজনকে হত্যা

নজরুল ইসলাম মিন্টু: ২৩ আগস্ট রোববার সন্ধ্যায় বাড়িটিতে জড়ো হয়েছিলেন একই পরিবারের সদস্যরা। সাপ্তাহিক নৈশভোজে ছিলেন ৯২ বছরের বৃদ্ধা থেকে সাত বছরের শিশুও। কয়েক সপ্তাহ আগেও এই বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতেন ৪৪ বছর বয়সী অ্যালান স্মিথ। পরে তাকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতে বলা হয়। ২৩ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি হঠাৎ সেখানে ফিরে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুলির শব্দে ভেঙে যায় পারিবারিক জমায়েত। এরপর আগুন গ্রাস করে পুরো বাড়ি। রাত শেষ হওয়ার আগেই একই পরিবারের আটজনের মৃত্যু হয়। মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সন্দেহভাজন অ্যালান স্মিথকেও।

ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানা স্টেটের বিলিংসের পশ্চিম প্রান্তে, শহরসীমার বাইরে হোয়াইট স্টার সার্কেলের একটি বাড়িতে। ২৬ আগস্ট, বুধবার ইয়েলোস্টোন কাউন্টির শেরিফ কেন্ট ও'ডনেল নিহতদের পরিচয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। তারা হলেন ৭৩ বছর বয়সী ডানা স্মিথ, তার স্ত্রী ৭২ বছরের বারবারা স্মিথ, ডানার ৯২ বছর বয়সী মা এভলিন স্মিথ এবং তাদের ৩৯ বছর বয়সী মেয়ে মেগান আয়ারল্যান্ড-ঘেকিয়ের। নিহত চার শিশু হলো ১৫ বছরের ল্যান্ডন ঘেকিয়ের, ১৩ বছরের ওউয়েন আয়ারল্যান্ড, ১২ বছরের শার্লট ঘেকিয়ের এবং ৭ বছরের ক্লোয়ি আয়ারল্যান্ড।

নিহতদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল এমন: ডানা ও বারবারা ছিলেন অ্যালান ও মেগানের বাবা-মা এবং এভলিন ছিলেন তাদের দাদি। মেগানের আগের সংসারের দুই সন্তান ওউয়েন ও ক্লোয়ি এবং বর্তমান স্বামী অ্যাডাম ঘেকিয়েরের দুই সন্তান ল্যান্ডন ও শার্লটও সেদিন বাড়িটিতে ছিল। অর্থাৎ ল্যান্ডন ও শার্লট ছিলেন অ্যাডামের নিজের সন্তান, আর ওউয়েন ও ক্লোয়ি তার সৎ সন্তান। এভাবে একই পরিবারের চার প্রজন্মের আটজন এক সন্ধ্যায় প্রাণ হারান।

পুলিশের সর্বশেষ সময়রেখা অনুযায়ী, অ্যালান বিকেল ৫টা ৪৯ মিনিটে ওই এলাকায় *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

হরমুজ প্রণালি উন্মুক্তের বিনিময়ে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা অর্থনৈতিক চাপ প্রত্যাহারের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের, অনড় অবস্থানে ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যদি হরমুজ প্রণালি পুনরায় উন্মুক্ত করে দেয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোর হামলা বন্ধ নিশ্চিত করে, তবে ইরানের ওপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং সদ্যঘোষিত অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট বাতিল করার প্রস্তাব দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন । যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ এক সূত্রের বরাতে চ্যানেল আল এরাবিয়ার এক প্রতিবেদনে একথা জানানো হয়।

সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির সম্প্রতি তেহরান সফরকালে ওয়াশিংটনের এই প্রস্তাবটি ইরানি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেন। তেহরান সফরকালে ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব মহসেন রেজাইয়ের সাথে এক বৈঠকে অংশ নেন। ওই বৈঠকের আলোচনাকে স্পষ্ট ও নির্ণায়ক বলে অভিহিত করে সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন চ্যানেলটি।

এই নতুন প্রস্তাবটিকে চলতি বছরের জুনে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) উপাদানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি পৃথক কূটনৈতিক উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ওই সমঝোতা স্মারকের মূল লক্ষ্য ছিলড়দুই দেশের বৈরিতা অবসান এবং আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করা।

হরমুজ দিয়ে জাহাজ চলাচল ও যুক্তরাষ্ট্রের শর্ত

প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের মূল শর্ত হলোড়বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জ্বালানি তেল পরিবহনের প্রধান জলপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে অবাধ জাহাজ চলাচলের নিশ্চয়তা দিতে হবে তেহরানকে।

একইসঙ্গে ইরানের আঞ্চলিক প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। এর বিনিময়ে, যুক্তরাষ্ট্র গত ২৪ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সচিব স্কট বেসেন্টের ঘোষিত অর্থনৈতিক অবরোধের অভিযান স্থগিত বা বাতিল করবে, ইরানের ওপর থেকে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে এবং ইরানি সমুদ্রবন্দরগুলোর ওপর থেকে চলমান নৌ-অবরোধ তুলে নেবে। অনড় অবস্থানে ইরান *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কানাডার সাথে বাণিজ্য যুদ্ধের জেরে ‘লেক ওন্টারিও’র নাম ‘লেক আমেরিকা’ রাখলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার সঙ্গে চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের জেরে দুই দেশের সীমান্তে অবস্থিত পাঁচটি গ্রেট লেকস বা হ্রদের একটির নাম পরিবর্তন করার এক নির্বাহী আদেশে সই করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

গত বৃহস্পতিবার ২৭ আগস্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুবসব সরকারি সংস্থাকে নির্দেশ দিয়ে এই আদেশে সই করেন যে, এখন থেকে সব ধরনের অফিশিয়াল নথিপত্র ও নথিতে কানাডার লেক ওন্টারিও-কে লেক আমেরিকা হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। এর আগে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতে তিনি একতরফাভাবে মেক্সিকো উপসাগর-এর নাম পরিবর্তন করে আমেরিকা উপসাগর রাখার একই ধরনের চেষ্টা করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ভেবে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ না থাকায় নিউ ইয়র্কে এবছরের ৯/১১-এর অনুষ্ঠান এড়িয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার ২৫তম বার্ষিকী। তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টড়যিনি জন্মসূত্রে নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা এবং ৯/১১-এর দিনটিতে এই শহরেই উপস্থিত ছিলেন তিনি নিশ্চয়ই ‘ন্যাশনাল সেপ্টেম্বর ১১ মেমোরিয়াল অ্যান্ড মিউজিয়াম’-এ আয়োজিত এবারের স্মরণানুষ্ঠানে যোগ দেবেন।আসলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবারও ‘গ্রাউন্ড জিরো’-র সেই বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন ড়কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা বাতিল করেন যখন জানতে পারেন যে তাঁকে সেখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হবে না। ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, হোয়াইট হাউস নিউ ইয়র্কের ওই অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের উপস্থিতির প্রস্তুতিও শুরু করেছিল; উল্লেখ্য, এর আগে তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে সেখানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন:”

এবার পেন্টাগনেই সন্ত্রাসী হামলার ২৫তম বার্ষিকী পালন করবেন তিনি। দ্য পোস্ট-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আগামী মাসে পেন্টাগনে ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এ বিষয়ে অবগত একটি সূত্রের মতে, নিউ ইয়র্কে সিটির ম্যানহাটনের ওগ্রাউন্ড জিরো-তে প্রতি বছর যে স্মরণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এবছর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা নেই। উল্লেখ্য, ছিনতাই করা দুটি বিমানের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ার দুটি এখানেই অবস্থিত ছিল। এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে হোয়াইট হাউস তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া দেয়নি।

এবার ট্রাম্পের নামে রাখা সড়কের নাম বদলে ‘টাকো অ্যাভিনিউ’ রাখতে চায় কানাডা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাখা একটি সড়কের নাম পরিবর্তনের কথা ভাবছে কানাডার রাজধানী অটোয়ার সিটি কাউন্সিল। নতুন প্রস্তাবিট নামগুলোর মধ্যে রয়েছে ওবামা অ্যাভিনিউ, কানাডা অ্যাভিনিউ এমনকি টাকো অ্যাভিনিউও।

বুধবার সর্বসম্মত ভোটে অটোয়া সিটি কাউন্সিল প্রায় ২৫ বছর ধরে ট্রাম্প অ্যাভিনিউ নামে পরিচিত সড়কটির নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ নেয়।

অটোয়ার সেন্ট্রাল পার্ক এলাকার আবাসিক সড়কটি নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানের নামে রাখা এলাকার অন্যান্য সড়কের সঙ্গে মিল রেখে নামকরণ করা হয়েছিল। এলাকাটিতে স্ট্যাটেন ওয়ে, ম্যাডিসন পার্ক ও গথাম প্রাইভেট নামের স্থানও রয়েছে।

তবে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনা এবং ট্রাম্পের কানাডাবিরোধী বিভিন্ন মন্তব্যের পর স্থানীয় কয়েকজন কাউন্সিলর ট্রাম্পের নামে সড়কটির নাম রাখাকে বিব্রতকর বলে মনে করছেন।

সিটি কাউন্সিলের এই ভোটের এক দিন পরই ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নথিতে লেক অন্টারিওকে লেক আমেরিকা নামে উল্লেখ করার নির্দেশ দেন। এর আগে তিনি মেক্সিকো উপসাগরের নাম পরিবর্তন করেওগালফ অব আমেরিকা করেছিলেন।

অটোয়া সিটি কাউন্সিলর টিম টিয়ার্নি বলেন, নতুন নাম হিসেবে ওবামা অ্যাভিনিউ, অন্টারিও অ্যাভিনিউ, কানাডা অ্যাভিনিউ, বিভার অ্যাভিনিউ, গালফ অব মেক্সিকো অ্যাভিনিউ, কানাডা গুজ অ্যাভিনিউ, পেলোসি অ্যাভিনিউ এবং টাকো অ্যাভিনিউসহ বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে টাকো নামটি এসেছে Trump *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশনে জালিয়াতি ঠেকাতে ১০০ মিলিয়ন ডলারের নতুন প্রযুক্তি আনছে ইউএসসিআইএস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় আবেদনকারীদের পরিচয় যাচাই ও শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া আরও নির্ভুল, গতিশীল ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক করতে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয়ের একটি বৃহৎ প্রযুক্তি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS)।

ইমিগ্রেশন বায়োমেট্রিকস অ্যান্ড আইডেন্টিটি সার্ভিসেস বা আইবিআইএস (IBIS) নামের এই প্রকল্পের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং, ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন, উন্নত ডেটা অ্যানালিটিকস এবং এনটিটি রেজোলিউশন প্রযুক্তির একটি শক্তিশালী অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (DHS) অধিগ্রহণ পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী ২২ অক্টোবর এ সংক্রান্ত দরপত্র প্রকাশ করা হতে পারে এবং ২০২৭ অর্থবছরের তৃতীয়

প্রান্তিকে চুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্য রয়েছে। এই চুক্তির মেয়াদ ২০৩২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইউএসসিআইএস আইবিআইএস (IBIS)-কে সম্পূর্ণ নতুন কোনো বায়োমেট্রিক ডেটাবেজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেনি, বরং এটিকে সংস্থাটির পরিচয় ব্যবস্থাপনা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং ও তথ্য বিশ্লেষণের একটি সমন্বিত ক্লাউডভিত্তিক আধুনিক আইটি সমাধান হিসেবে তুলে ধরেছে।

এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ‘এনটিটি রেজোলিউশন’ প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে নামের বানান, জন্মতারিখ বা অন্যান্য তথ্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও সরকারি বিভিন্ন নথি বিশ্লেষণ করে একই আবেদনকারীকে নিখুঁতভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হবে। আধুনিক এই ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা, তথ্যপ্রযুক্তিগত নিরাপত্তা এবং সিস্টেমের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

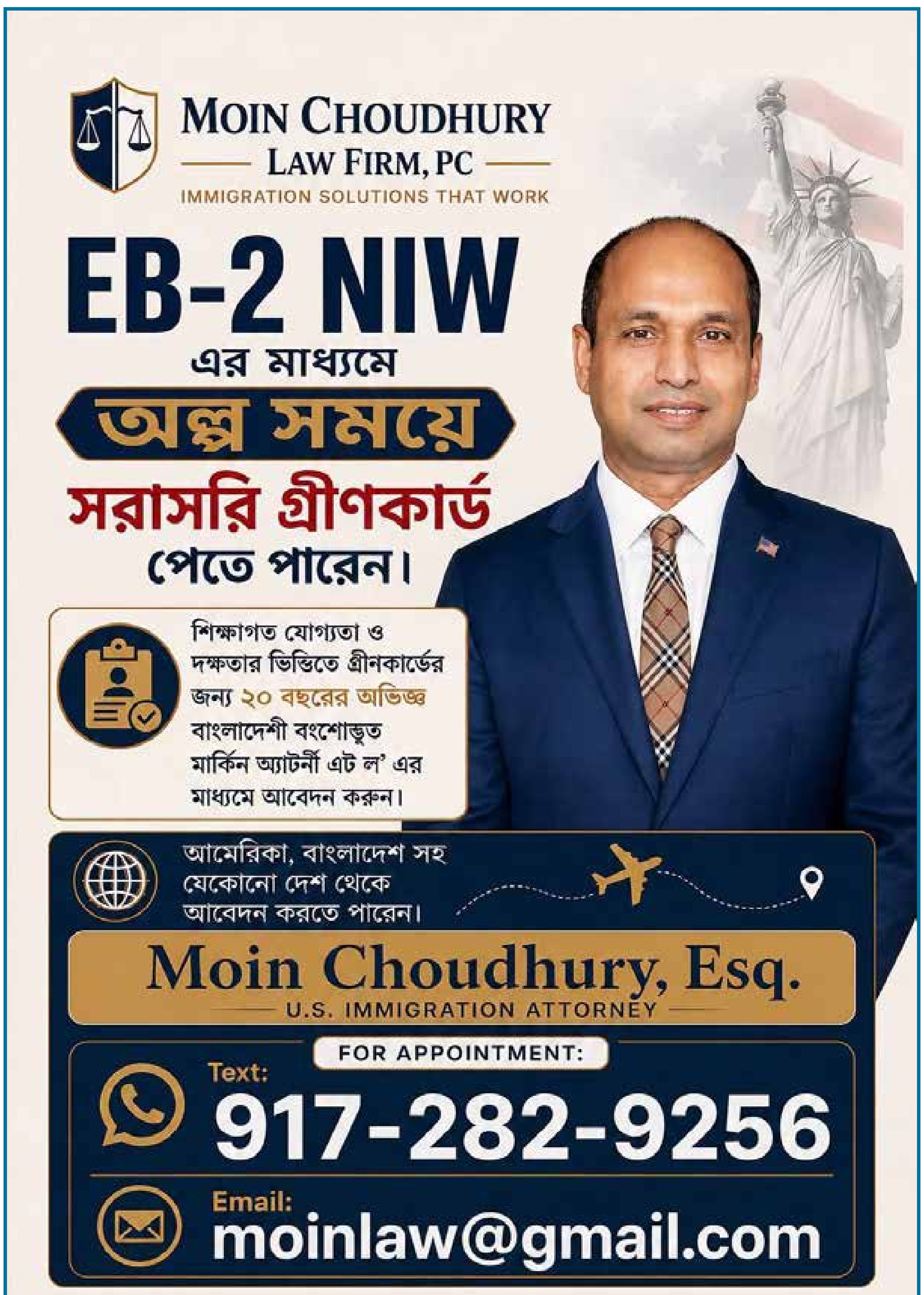

সব ধরনের ভিসা নয়, শুধু ইমিগ্র্যান্ট ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্র্যান্ট বা অভিবাসী ভিসাপ্রার্থীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসার পর কঠোর অভিবাসনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযান চলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র গত মঙ্গলবার বলেছিলেন , বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সব দূতাবাস ও কনস্যুলেটে একটি বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ভিসাসেবা সংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আগ্রাসীভাবে অভিবাসীদের বহিষ্কার ও অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আওতায় ভিন্ন রাজনৈতিক মতামত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইসরায়েলের গাজায় হামলার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার মতো নানা কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা ও গ্রিন কার্ড বাতিল করা হচ্ছে। আবেদনও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর এ কঠোর অভিযানের লক্ষ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনকে অভিবাসনবিরোধী অভিযানে কিছু আইনি বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে। গত ২১ আগস্ট শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের একজন ফেডারেল বিচারক প্রশাসনের এমন একটি নীতি বাতিল করেছেন, যার অধীন বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের আবেদনকারীদের ইমিগ্র্যান্ট বা অভিবাসী ভিসা দেওয়া স্থগিত করা হয়েছিল।

উক্ত ফেডারেল বিচারক প্রদত্ত রায়ে বলেন, ওই নীতির মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তাঁর আইনি ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর প্রশিক্ষণটির বিস্তারিত বা এর সময়সূচি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানায়নি। তবে বলেছে, এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো কনস্যুলার কর্মকর্তাদের এমন আবেদনকারীদের শনাক্ত করতে সহায়তা করা, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি জনকল্যাণমূলক সুযোগসুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন বলে মনে করা হয়। পাশাপাশি ভিসাপ্রার্থীদের মূল্যায়ন যেন সামগ্রিকভাবে ও ধারাবাহিকভাবে করা হয়, তা নিশ্চিত করাও এর লক্ষ্য।

ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করার খবরটি প্রথম প্রকাশ করে ইংল্যান্ড এর ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস। পত্রিকাটি জানায়, *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে আসার দরজাও কি বন্ধের পথে?

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন অভিবাসন কড়াকড়ি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে অভিবাসনের পথ আরও কঠিন হয়ে উঠছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ও তা নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি এবার বৈধ অভিবাসনের বিভিন্ন পথেও নতুন বিধিনিষেধ ও বাড়তি যাচাই-বাছাই চালু করছে। সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্বজুড়ে অভিবাসী ভিসার সাক্ষাৎকার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, কনস্যুলার কর্মকর্তাদের নতুন নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী অভিবাসী ভিসার সাক্ষাৎকারে এই সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় আবেদনকারীরা ভবিষ্যতে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন কি না, তা আরও কঠোরভাবে যাচাই করা হবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারভিত্তিক ভিসায় যেতে আগ্রহী অনেক আবেদনকারী অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। মার্কিন নাগরিকদের স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসহ বিভিন্ন পারিবারিক অভিবাসী ভিসার আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে। তবে পর্যটক ও শিক্ষার্থীসহ সব ধরনের অ-অভিবাসী ভিসা এই সাময়িক স্থগিতাদেশের আওতায় পড়ছে না।

নতুন কড়াকড়ির বড় একটি বিষয় হলো তথাকথিত 'পাবলিক চার্জ' নীতি। এর আওতায় কোনো আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সরকারি সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন কি না, সেটি বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। আবেদনকারীর আর্থিক সক্ষমতা, শিক্ষা, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য পরিস্থিতিও যাচাইয়ের আওতায় আসতে পারে। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অনেক গ্রিন কার্ডপ্রত্যাশীর ক্ষেত্রেও কঠোরতা বাড়িয়েছে। নতুন নির্দেশনার কারণে কিছু আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে নিজ দেশে গিয়ে স্থায়ী বসবাসের আবেদন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হতে পারে। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে আবেদন দীর্ঘায়িত হওয়ার পাশাপাশি পরিবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে।

শুধু পরিবারভিত্তিক অভিবাসন নয়, কর্মসংস্থানভিত্তিক অভিবাসনও বাড়তি চাপের মুখে পড়েছে। বিভিন্ন কর্মভিসা, গ্রিন কার্ড এবং উচ্চ দক্ষতার কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে আসার পথেও প্রশাসনিক যাচাই, ফি ও নীতিগত পরিবর্তন বাড়ানো হয়েছে। গবেষকরা বলছেন, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ দক্ষতার কর্মী পাওয়ার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এদিকে এই কঠোর অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে আদালতেও চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। চলতি মাসে নিউইয়র্কের এক ফেডারেল বিচারক ৭৫টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার আগের একটি নীতি বাতিল করে দেন। বিচারকের মতে, শুধু কোনো দেশের নাগরিক হওয়ার কারণে ভিসা প্রক্রিয়া বন্ধ করা অভিবাসন আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

তবে আদালতের এই সিদ্ধান্তের পরও প্রশাসনের নতুন বৈশ্বিক ভিসা সাক্ষাৎকার স্থগিতাদেশ দেখিয়ে দিচ্ছে যে বৈধ অভিবাসনের ওপর কড়াকড়ি কমছে না। বরং নতুন প্রশিক্ষণ ও যাচাইয়ের মাধ্যমে ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও কঠোর করার চেষ্টা চলছে।

এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে আগে বৈধভাবে প্রবেশ করা কিছু বিদেশির ভিসা বাতিলের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন এমন প্রায় ২ লাখ মানুষের ব্যবসা ও পর্যটন ভিসা বাতিলের পরিকল্পনা করছে, যারা ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর আশ্রয়ের আবেদন করেছেন বা করছেন। প্রশাসনের যুক্তি, অস্থায়ী

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলেও পাওয়া যেতে পারে গ্রিন কার্ড, তবে মানতে হবে কয়েকটি শর্ত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলেও গ্রিন কার্ডের সুযোগ, তবে বিয়ে, পুনর্বিবাহ ও আবেদনের সময়সীমার শর্ত মানতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলেও জীবিত স্বামী বা স্ত্রী নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন। এ জন্য সাধারণ পারিবারিক ভিসার পরিবর্তে বিশেষ একটি অভিবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থার (ইউএসসিআইএস) নিয়ম অনুযায়ী, যোগ্য ব্যক্তি নিজেই ফর্ম আই-৩৬০ জমা দিতে পারেন।

এই সুবিধাটি মূলত সেইসব মানুষের জন্য, যাদের স্বামী বা স্ত্রী জীবিত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন এবং মৃত্যুর পর তারা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নিতে চান।

এ বিষয়ে একটি ভুল তথ্য অনেক জায়গায় দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে অন্তত দুই বছর বিবাহিত থাকতেই হবে। তবে বর্তমান আইনে এই দুই বছরের বৈবাহিক শর্ত আর নেই। ২০০৯ সালের আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে বিধবা বা বিপত্নীক স্বামী-স্ত্রীর গ্রিন কার্ডের ক্ষেত্রে আগের দুই বছরের বিবাহের বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া হয়। তবে যেকোনো বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলেই গ্রিন কার্ড নিশ্চিত হবে না। বিয়েটি বৈধ হতে হবে এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলেও জীবিত স্বামী বা স্ত্রী নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন। এ জন্য সাধারণ পারিবারিক ভিসার পরিবর্তে বিশেষ একটি অভিবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থার (ইউএসসিআইএস) নিয়ম অনুযায়ী, যোগ্য ব্যক্তি নিজেই ফর্ম আই-৩৬০ জমা

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

এইচ-১বি ভিসা ফি বাড়িয়ে ১ লাখ ডলারের বেশি করছে যুক্তরাষ্ট্র, সবচেয়ে চাপে পড়বেন ভারতীয়রা

যুক্তরাষ্ট্রে চাকরির সুযোগ গ্রহণে দক্ষ বিদেশি কর্মীদের জন্য এইচ-১বি ভিসার ফি ১ লাখ ডলারের বেশি নির্ধারণ করে তা স্থায়ী করার প্রস্তাব দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর আগে আদালত এ ফি অবৈধ ঘোষণা করে সেটি আদায় স্থগিত করলেও নতুন একটি প্রস্তাবিত বিধিমালার মাধ্যমে ফি পুনরায় চালুর চেষ্টা করছে ট্রাম্প প্রশাসন।

সোমবার (২৪ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এ-সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিধিমালা ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশ করে। এতে নতুন এইচ-১বি ভিসার জন্য এক লাখ তিন হাজার ২৬৫ ডলার ফি স্থায়ী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বছরের শেষ নাগাদ এটি চূড়ান্ত হতে পারে।

প্রস্তাবিত নতুন নিয়ম কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে বিদেশিদের খরচ বাড়তে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে চাকরিতে যোগ দেওয়া শিক্ষার্থী এবং এইচ-১বি কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া প্রতিষ্ঠানকেও বেশি খরচ করতে হতে পারে। এমনটাই জানিয়েছে করপোরেট অভিবাসন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ফ্রাগোমেন।

গত সোমবার (২৪ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এ-সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিধিমালা ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশ করে। এতে নতুন এইচ-১বি ভিসার জন্য এক লাখ তিন হাজার ২৬৫ ডলার ফি স্থায়ী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বছরের শেষ নাগাদ এটি চূড়ান্ত হতে পারে।

প্রস্তাবিত নতুন নিয়ম কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে বিদেশিদের খরচ বাড়তে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে চাকরিতে যোগ দেওয়া শিক্ষার্থী এবং এইচ-১বি কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া প্রতিষ্ঠানকেও বেশি খরচ করতে হতে পারে। এমনটাই জানিয়েছে করপোরেট অভিবাসন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ফ্রাগোমেন।

ভারতীয়দের জন্য এ পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এইচ-১বি ভিসার সুবিধাভোগীদের ৭০ শতাংশের বেশি ভারতীয়। যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) ২০২৪ সালে তিন লাখ ৯৯ হাজার ৪০২টি এইচ-১বি আবেদন অনুমোদন করে। এর মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৭১ শতাংশ।

ট্রাম্প গত বছর প্রথমবারের মতো অস্থায়ীভাবে এ ফি আরোপ করেছিলেন। এতে প্রযুক্তি, শিক্ষা ও গবেষণাসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই ভিসার খরচ অনেক বেড়ে যায়।

গত জুনে একজন ফেডারেল বিচারক এ ফি অবৈধ ঘোষণা করে ট্রাম্প প্রশাসনকে তা আদায় থেকে বিরত রাখেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল আদালতে শুনানি চলছে। অন্য একটি আদালতেও এ ফি নিয়ে আইনি চ্যালেঞ্জ বিচারাধীন রয়েছে।

ট্রাম্পের জারি করা অস্থায়ী ফি বৃদ্ধির মেয়াদ সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়ার কথা। নতুন প্রস্তাব চূড়ান্ত হলে এক লাখ তিন হাজার ২৬৫ ডলারের ফি স্থায়ী হবে।

এইচ-১বি কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকর্তারা বিশেষায়িত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিদেশি কর্মী নিয়োগ দিতে পারেন। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর ৬৫ হাজার ভিসা দেওয়া হয়। উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের জন্য রয়েছে আরও ২০ হাজার ভিসা।

সাধারণত এসব ভিসার মেয়াদ তিন থেকে ছয় বছর। ট্রাম্পের আদেশের আগে এ ভিসার ফি ছিল সাধারণত দুই হাজার থেকে পাঁচ হাজার ডলারের মধ্যে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে আগে থেকেই শিক্ষার্থী ভিসায় থাকা বিদেশি নাগরিকদের নতুন এইচ-১বি ভিসার ক্ষেত্রে এ ফি প্রযোজ্য হবে না। বর্তমান ভিসা নবায়নের ক্ষেত্রেও এটি কার্যকর হবে না।

ভিসা কর্মসূচি নিয়ে বিতর্ক

ট্রাম্প ও এইচ-১বি কর্মসূচির সমালোচকদের দাবি, অনেক প্রতিষ্ঠান কম খরচে বিদেশি কর্মী নিয়োগ দিয়ে মার্কিন কর্মীদের চাকরি থেকে সরিয়ে দেয়।

অন্যদিকে ব্যবসায়ী সংগঠন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বলছে, কিছু ক্ষেত্রে যোগ্য মার্কিন কর্মীর অভাব রয়েছে। তাই শীর্ষস্থানীয় মেধাবীদের নিয়োগে এই কর্মসূচি প্রয়োজন।

আদালতে জমা দেওয়া নথি অনুযায়ী, গত ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত প্রায় ৭০ নিয়োগকর্তা মোট ৮৫টি ভিসা আবেদনের জন্য এক লাখ ডলারের ফি পরিশোধ করেছিলেন।

এ ফি আরোপের সময় ট্রাম্প অভিবাসন আইনের অধীনে প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। এই ক্ষমতাবলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত বিদেশি নাগরিকদের প্রবেশ সীমিত করা যায়।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী লবিং সংগঠন ইউএস চেম্বার অব কমার্স, ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি অঙ্গরাজ্য এবং শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের একটি জোট এ ফি নিয়ে মামলা করেছে। নতুন বিধিমালা চূড়ান্ত হলে এসব মামলায় নতুন করে এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো হতে পারে।

আইনি চ্যালেঞ্জ বাড়ছে

মামলাকারীদের দাবি, বিদেশি নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ সীমিত করার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচি তৈরির আইনকে বাতিল বা অগ্রাহ্য করার সুযোগ দেয় না।

তাদের আরও দাবি, কংগ্রেসের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

TASTE OF BANGLADESH 2026
40TH FIFA FOBANA CONVENTION
FOBANA
The TASTE OF Bangladesh TORONTO
150+Vendors
Free Entry
CANADA'S BIGGEST
BANGLADESH STREET FESTIVAL
RUSSELL RAHMAN
416-474-3326,
647-886-6427
Supported by City of Toronto
TORONTO
FOBANA
Friday
SEPTEMBER 4TH 2026
8:00PM To 3:00AM
FOBANA & TASTE OF BANGLADESH
Saturday & Sunday
SEPTEMBER 5TH & 6TH 2026
1:00PM To 11:00PM
VENUE
TORONTO DON VALLEY
Hotel & Suites
info@tasteofbangladesh.ca
www.tasteofbangladesh.ca
VENUE
ON DANFORTH AVE
(From Birchmount Road to Kingston Road)
Host Organization
Taste Of Bangladesh & Bangladesh Society SC
Platinum & Grand
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER

রংপুরে ৪ খুন: মিলছে না কিছু প্রশ্নের উত্তর

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের রংপুর জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী, তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার ঘটনায় পুলিশ তদন্ত প্রায় শেষ করলেও মিলছে না কিছু প্রশ্নের উত্তর।

এদিকে, এই ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই আসামির মাদকাসক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হতে ডোপ টেস্টের উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

গত শনিবার ২২ আগস্ট রাতে রংপুর শহরের দাসপাড়া মাছুয়াপাড়া এলাকার বাসা থেকে গণপতি চক্রবর্তী জুয়েল (৬৫), তার স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী (৫২), সদ্য স্নাতকোত্তর পাস করা মেয়ে আগামী চক্রবর্তী প্রার্থী (২৫) এবং পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া ছেলে আয়ুস চক্রবর্তী প্রিয়মের (১২) মরদেহ তালা ভেঙে উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের সবাইকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এই ঘটনায় গণপতির বড় ভাই গোপীনাথ চক্রবর্তী কোতয়ালি থানায় একটি মামলা করেছেন।

২৩ আগস্ট রোববার ভোরে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা হলেন গণপতির প্রতিবেশী মৃত কানুদাসের ছেলে মুগ্ধ দাস (২৩) ও বিনয় চন্দ্র দাসের ছেলে সিদ্ধার্থ দাস (১৯)। এরপর তারা আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

এই দুজনের বন্ধু সীমান্ত দাসও মঙ্গলবার ২৫ আগস্ট আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন বলে ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন এই মামলার নতুন

তদন্ত কর্মকর্তা রংপুর মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক জিন্নাত আলী।

তিনি জানান, সীমান্ত আদালতে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা গ্রেপ্তার দুই আসামি মুগ্ধ ও সিদ্ধার্থের দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। আসামিরা ঘটনার রাতে সীমান্তের বাসায় গিয়ে ইয়াবা সেবন করার যে তথ্য দিয়েছিলেন, সীমান্তও আদালতে একই কথা বলেছেন বলে জানান তিনি।

এদিকে গ্রেপ্তার দুই আসামির মাদকাসক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হতে ডোপ টেস্টের উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। তদন্ত কর্মকর্তা জিন্নাত আলী জানান, গত সোমবার ২৫ আগস্ট সকালে এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে ডোপ টেস্টের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন করা হয়েছে। বুধবার ২৬ আগস্ট তাঁদের ডোপ টেস্টের জন্য পাঠানো হয়।

পুলিশের তদন্তে আস্থার সংকট

মামলার বাদী গণপতির ভাই গোপীনাথ চক্রবর্তী মঙ্গলবার তার বাড়িতে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘‘বাড়িতে ঢুকে একই পরিবারের চারজনকে মাত্র দুজনের পক্ষে হত্যা করা সম্ভব নয়। আমার ধারণা, হত্যাকাণ্ডের পেছনে বড় কোনো শক্তি ও নেপথ্য কাহিনি রয়েছে। সন্দেহটা ওই জায়গায় যে দুইটা লোকের পক্ষে এই হত্যাকাণ্ড করা সম্ভব নয়। চারটে মানুষকে দুইটা লোকে মারবে এবং তারা সুস্থভাবে বাড়িতে ঘুমাবে, এটা কখনোই সম্ভব নয়। একটা মানুষ খুন করা চাট্টিখানি কথা নয়। এর পিছনে কোনো বড় শক্তি আছে অলক্ষ্যে, আড়ালে। হত্যাকাণ্ডে অন্য কেউ জড়িত আছে’’

তদন্ত নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘‘লোকজন তো বলছে, বিদ্যুৎ আগে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন কী যে হবে যেটা হবে সেটা তো মেনে নিতে হবে। আমরা তো তদন্ত করার কেউ না। প্রশাসন একটার পর একটা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তো করার কী আছে’’

হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নির্দিষ্ট কারও বিরুদ্ধে সন্দেহ রয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে গোপীনাথ বলেন, ‘‘না, সেটা আমার নাই। কারণ আমি তো কাউকে চিনি না। আমি তো দূরে থাকি’’

গোপীনাথ চক্রবর্তীর মেয়ে বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ইয়াবা, রংপুরে হত্যাকাণ্ড এবং হাজারো প্রশ্ন

ফারজানা হুসাইন: রংপুরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রকে হত্যার ঘটনা নিয়ে প্রতিদিন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা চলছে। পুলিশ ইতোমধ্যে সিদ্ধার্থ দাস ও মুগ্ধ দাস নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছেন।

দ্রুতগতিতে দুজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতারের ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের প্রশংসা হওয়ার কথা। কিন্তু ঘটছে উল্টোটা। সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও পুলিশের বর্ণনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেউ কেউ এমনকি পুলিশের পুরো ঘটনার বিবরণকে ‘সাজানো নাটক’ বলেও অভিহিত করছেন।

ফেসবুকে চোখ রাখলেই দেখা যাচ্ছে অসংখ্য প্রশ্ন। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওঠা প্রশ্ন এবং নিজের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কিছু প্রশ্ন ও মতামত তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।

ইয়াবা সেবনের জন্যই কি ছাদে গিয়েছিলেন

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ একই এলাকার বাসিন্দা এবং গণপতি চক্রবর্তীর প্রতিবেশী। ঘটনার রাতে তারা ইয়াবা সেবনের জন্য গণপতি চক্রবর্তীর নির্মাণাধীন বাড়ির ছাদে যান। শেষ রাতে বা ভোরে গণপতি চক্রবর্তী ছাদে উঠে তাদের দেখতে পান। এত সকালে তারা সেখানে কী করছেন; এ নিয়ে প্রশ্ন করলে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে গণপতি চক্রবর্তীর গলায় থাকা গামছা দিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।

ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে তার স্ত্রী ও মেয়ে ছাদে এলে তাদেরও শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় বলে আসামিদের জবানবন্দির বরাতে জানিয়েছে পুলিশ। পরে গণপতি চক্রবর্তীর মরদেহ টিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয় এবং তার স্ত্রী ও মেয়ের মরদেহ সিঁড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর তারা বাড়ির ভেতরে ঢোকেন। গণপতি চক্রবর্তীর ১২ বছর বয়সী ছেলে ঘুম থেকে উঠে সিদ্ধার্থকে চিনে ফেলায় তাকেও শ্বাসরোধে হত্যা করা হয় বলে পুলিশের বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণায় সহিংসতার আশঙ্কা, সতর্ক পুলিশ

পরিচয় ডেস্ক: শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা দেওয়ার পর সম্ভাব্য রাজনৈতিক সহিংসতার আশঙ্কায় সতর্ক অবস্থান নিয়েছে পুলিশ। ঝুঁকি মোকাবিলায় পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটকে আগাম তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন ইউনিটকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সংঘাতের বিষয়টি মাথায় রেখে মাঠপর্যায়ে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। বিভিন্ন পক্ষের কর্মসূচিকে ঘিরে সংঘর্ষ, ভাঙচুর বা সহিংসতা যাতে না ঘটে, সে জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তবে পুলিশ যে সহিংসতা নিশ্চিতভাবে ঘটবে এমন কোনো কথা বলেনি; বিষয়টি সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরার কথা বলেছেন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও তাঁর এই ঘোষণার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ভারতে অবস্থান করছেন। তাঁর দেশে ফেরার বিষয়টি বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগও চলছে। বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

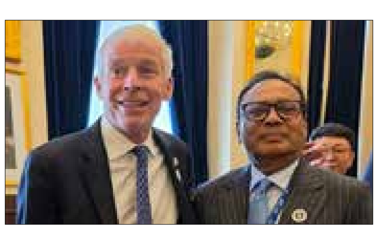

শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক সহযোগিতা জোরদারে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা

পরিচয় ডেস্ক: শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক প্রযুক্তির ব্যবহার, স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর (এসএমআর), জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জ্বালানি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৬ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে হিন্দু ‘পরিবার লক্ষ্য করে হামলা’য় ভারতের উদ্বেগ

পরিচয় ডেস্ক: সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ‘হিন্দু পরিবারকে’ লক্ষ্য করে হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে ভারত। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়টি তারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

শুক্রবারের ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রকে বাংলাদেশে ‘হিন্দু পরিবারকে ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু’ করার অভিযোগ এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশের সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়া এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের সরকারের দায়িত্ব। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে আরো কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এর আগে ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে মানবিক সংকটের পাশাপাশি ‘হিন্দু পরিবারকে ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্য’ করে হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং এসব ঘটনায় বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। জবাবে জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর ভারত নজর রাখছে। বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

তারেক রহমানকে কেন দিল্লিতে চায় ভারত, প্রশ্ন বিবিসি-র

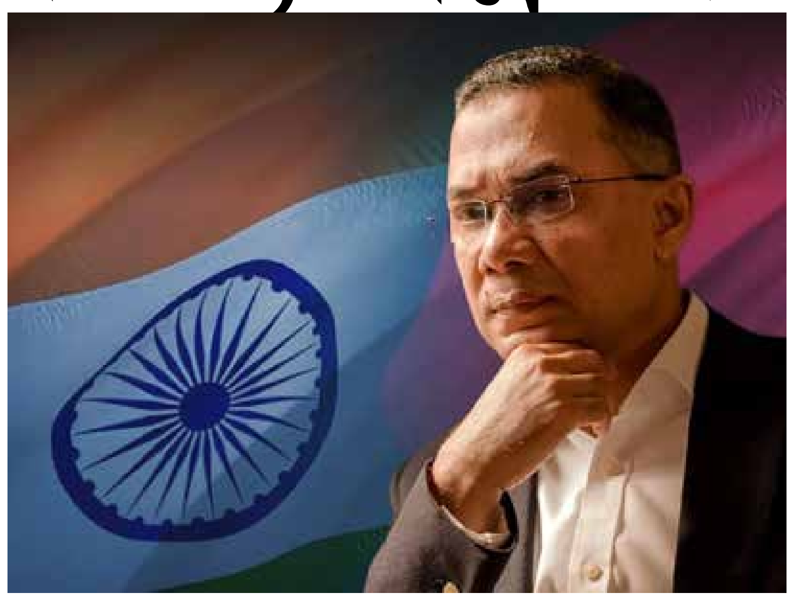

পরিচয় ডেস্ক: চলতি মাসের শুরুর দিকে ভারতের রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে পাঠানো একটি ইমেইল বার্তা দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের বিশেষ চিত্র তুলে ধরেছে যা কূটনৈতিক ও সাংবাদিকদের নজর কেড়েছে।

বার্তায় জানানো হয়, ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে সপ্তাহান্তের নিয়মিত ওচেঞ্জ অব গার্ড্ব অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে। কারণ সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানোর মহড়া চলছে।

তবে এমন কোনো সফরের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে কখনো ঘোষণাই করা হয়নি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য ইমেইলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তবে এটি তারেক রহমানের সম্ভাব্য সফর নিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহের গুঞ্জনকে আরও উসকে দিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে দিল্লিতে নেয়ার ক্ষেত্রে ভারতের প্রচেষ্টাকে স্পষ্ট করে তোলে।

তবে তারেক রহমান এখনও সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এ এ এম সালেহ বিবিসিকে বলেন,ওসফরের বিষয়ে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি্ব

ভারত তার প্রতিবেশী দেশের নেতাকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে অত্যন্ত মুখিয়ে রয়েছে এবং এই সফরের সময়কাল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গত ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জয়ী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটিই হবে তারেক রহমানের প্রথম ভারত সফর।

২০২৪ সালের আগস্টে শত শত মানুষের প্রাণহানির বিনিময়ে ঘটে যাওয়া এক গণঅভ্যুত্থানে দীর্ঘদিনের শাসক শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশে এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। ক্ষমতা হারানোর পর তিনি ভারতে পালিয়ে যান এবং তখন থেকেই সেখানে অবস্থান করছেন।

হাসিনার পতনের পর দায়িত্ব নেওয়া ড.মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বতীকালীন সরকারের সময়ে দুই দেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে।

এখন, দিল্লি আশা করছে তারেক রহমানের সরকারের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটি পুনর্গঠনের একটি সুযোগ তৈরি হবেড় তবে ভারতের মাটিতে শেখ হাসিনার উপস্থিতি বিষয়টিকে আরও কঠিন করে তুলছে।

গণঅভ্যুত্থানের সময় আন্দোলনকারীদের ওপর প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে এক বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। এরপর ভারতের কাছে তাকে হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ । যদিও তিনি বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বন্ধু দেশের সাথে সম্পর্ক কতোটুকু ইতিবাচক হওয়া উচিত তা ভারতকে চিন্তা করতে হবে'

বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি

পরিচয় ডেস্কঃ বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ভারত থেকে বাংলাদেশে পানি আসা, এটা দীর্ঘদিনের একটা ট্রেন্ড ছিলো, এ ব্যাপারে আমরা সজাগ ও সতর্ক আছি। ভারতকেও চিন্তা করতে হবে পাশ্ববর্তী বাংলাদেশ বন্ধু দেশ, বন্ধুত্বের সম্পর্কটা কতোটুকু থাকা উচিত। আমরা আশা করছি ভারত এ ব্যাপারে সজাগ থ াকবে। ভারত বন্ধুপ্রতীম দেশ হিসেবে সম্পর্ক বজায় রাখবে। কোনও ধরনের আগ্রাসনের শিকার যেন না হতে পারে, সে ব্যাপারে আমরা আরও সজাগ থাকবো।

ভারত কোনও সতর্কতা ছাড়া বাংলাদেশের দিকে পানি ছাড়া নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। ২৫ আগস্ট দুপুরে ফেনীর পরশুরামের মির্জানগর ইউনিয়নের মুহুরী ব্রীজ এলাকায় মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য রফিকুল আলম মজনু, রেহানা আক্তার রানু, জেলা প্রশাসক মনিরা হক ও পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার ও ফেনী পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ফেনী সার্কিট হাউজ পৌঁছালে জেলা প্রশাসক মনিরা হক ও পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় স্থানীয় নেতাকর্মীরাও মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। এরপর পরশুরামের মুরুরী নদীর বাঁধ নির্মানের বিষয়ে কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন।

বিনা খরচে ১০ হাজার কর্মীকে মালয়েশিয়া পাঠাবে বাংলাদেশ সরকার

পরিচয় ডেস্ক: সরকারিভাবে কোনো খরচ ছাড়াই ১০ হাজার কর্মীকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। বিদেশ যাওয়ার আগে কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) বিকালে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নিরাপদ অভিবাসন ও অবৈধভাবে বিদেশযাত্রা ঠেকাতে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী আরো বলেন, শুধু বিদেশে কর্মী পাঠালেই হবে না, তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে সুনামগঞ্জের পাঁচটি নির্বাচনি এলাকায় পাঁচটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব কেন্দ্রে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী নিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধি ও বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাল্টা প্রশ্নকে 'শুট দ্য মেসেঞ্জার' প্রবণতা বলেছে টিআইবি

পরিচয় ডেস্ক: দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের পাল্টা প্রশ্ন করাকেওশুট দ্য মেসেঞ্জার্ব চর্চার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

সংস্থাটি বলেছে, এ ধরনের আচরণ মুক্ত গণমাধ্যম, স্বাধীন সাংবাদিকতা, বাক্স্বাধীনতা ও জনগণের তথ্য জানার অধিকারের প্রতি সরাসরি হুমকি। একইসঙ্গে, এমন আত্মঘাতী প্রয়াস পরিহারের আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি।

গত মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন,ওটেকনোক্র্যাট কোটায় দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়া সংবিধানসম্মত নয়। এ বিষয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে অবস্থান ব্যাখ্যা না করে পদ গ্রহণ করাও প্রশ্নবিদ্ধ। অথচ জনস্বার্থে সংবাদকর্মীরা যখন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন, প্রতিমন্ত্রী তার উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন তুলেছেন্ব

টিআইবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বিদেশি নাগরিকত্ব ও সংশ্লিষ্ট দেশের সক্রিয় রাজনীতিতে তার সম্পৃক্ততার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ওসংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ সদস্য ননড়এমন ব্যক্তিকে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হতে হলে তাকে সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য হতে হবে। আবার ৬৬(২)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনকারী বা আনুগত্য স্বীকারকারী ব্যক্তি সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য। একইসঙ্গে ৬৬(২ক) অনুচ্ছেদে দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগের বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

এবার ফ্রান্সের সঙ্গে সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা চুক্তি সই

পরিচয় ডেস্ক: প্রতিরক্ষা অংশীদারত্ব জোরদার করতে একটি ডিক্লারেশন অব ইনটেন্ট চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সৌদি আরব ও ফ্রান্স। সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ফরাসি সশস্ত্র বাহিনী ও ভেটেরান বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর উপস্থিতিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান এবং ফরাসি সশস্ত্র বাহিনী ও ভেটেরান বিষয়ক মন্ত্রী ক্যাথরিন ভোত্রাঁ নিজ নিজ দেশের পক্ষে এই সমঝোতা পত্রে সই করেন।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যৌথ উন্নয়নই এই ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য। এর আওতায় আধুনিক প্রযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলা এবং সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সামরিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোতে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন দুই দেশের কর্মকর্তারা।

সৌদি আরব ও ফ্রান্সের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সৌদি গ্যাজেট। উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিরক্ষা খাতে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সক্ষমতা বাড়াতে চুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সম্প্রতি তুরস্ক এবং পাকিস্তানের সঙ্গে একটি 'ন্যাটো স্টাইলের' ত্রিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সৌদি আরব। সেই চুক্তির আওতায় চুক্তি সই করা দেশগুলোর মধ্যে একটি আক্রান্ত হলে তা তিন দেশের ওপর হামলা বলে গণ্য করা হবে। এর আগে গত জুলাইয়ে সৌদি আরবের নেতৃত্বে ১৪ দেশ মিলে একটি সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠন করে।

ভৌগোলিক কারণেই দুর্যোগের ঘনঘটা নেপালে! ঠিক কী কী কারণে বার বার প্রকৃতির রোষে পড়ে ভারতের এই পড়শি দেশ?

পরিচয় ডেস্ক: তুষারধসের কারণে হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিমবাহ ভেঙে হড়পা বান নেমে আসা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এর আগেও এই বিষয়ে বিপদসঙ্কেত দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা।

হিমালয়ের কোলে থাকা ছোট দেশ। অথচ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে একাধিক বার সংবাদ শিরোনামে থেকেছে নেপাল। ভোটেকোশী নদীতে হড়পা বানের কারণে ঠিক এখনও যেমন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নেপাল। কিন্তু ঠিক কোন কারণে বার বার প্রকৃতির রোষে পড়ে ভারতের প্রতিবেশী এই দেশ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে প্রথমেই নেপালের ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে নজর রাখতে হবে। ভারতীয় এবং ইউরেশীয় পাতের সংযোগস্থলে অবস্থিত নেপাল ভূতাত্ত্বিক গঠনের কারণেই ভূমিকম্পপ্রবণ। এই দুই পাতের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলছে। প্রতি বছর ভারতীয় পাত গড়ে ৫ সেন্টিমিটার করে ইউরেশীয় পাতের নীচে ঢুকে যাচ্ছে। নেপালেই রয়েছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট। হিমালয় পৃথিবীর অন্যতম নবীন পর্বতশৃঙ্গ। তার ভূতাত্ত্বিক গঠন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। দুই পাতের সংঘর্ষের ফলে হিমালয়ে এখনও ভূ-উত্থান চলছে; অঞ্চলভেদে এই উত্থানের হার আলাদা। দুই পাতের ঘর্ষণের জেরে প্রতি বছর এভারেস্টের উচ্চতা ৫ মিলিমিটার করে বাড়ছে। ওই দুই পাতের সংঘর্ষে ভূত্বকে বিপুল টেকটনিক চাপ সঞ্চিত হয়। কোনও ভূত্বকের শিলা স্তরের ফাটল বরাবর সেই চাপ হঠাৎ মুক্ত হলে ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের ফলে সেই শক্তিই বাইরে বেরিয়ে আসছে।

হিমবাহধসের কারণে হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিমবাহ ভেঙে হড়পা বান নেমে আসা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এর আগেও এই বিষয়ে বিপদসঙ্কেত দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাতে বলা হয়েছিল, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এই শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু করে প্রতি বছর দেড় ফুটেরও বেশি উচ্চতার বরফ গলে যাচ্ছে হিমালয়ের হিমবাহগুলিতে। ভারত, চিন, নেপাল, ভুটান, চিন-অধিকৃত তিব্বতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ৪০ বছর ধরে উপগ্রহের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরি *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বিশেষ সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘ মহাসচিব

'পরাশক্তিগুলো নিজেদের সীমাবদ্ধতা টের পাচ্ছে'

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অচলাবস্থা এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার স্থবির হয়ে পড়া আগ্রাসনড়র্বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচিত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। একই সঙ্গে বহুকেন্দ্রিক (মাল্টি-পোলার) বিশ্বে জাতিসংঘের গুরুত্ব হারিয়ে যাওয়ার ধারণাও পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন তিনি।

জাতিসংঘের শীর্ষ পদে প্রায় এক দশক দায়িত্ব পালনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেওয়া এক বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে গুতেরেস বলেছেন, মার্কিন আধিপত্যের পতন, নতুন শক্তির উত্থান এবং স্নায়ুযুদ্ধের পরাশক্তিগুলোর নিজেদের পছন্দমতো যুদ্ধে নেমে নির্ণায়ক জয় পেতে ব্যর্থ হওয়ার শিক্ষাড়র্বর্তমান বিশ্বকে নতুন রূপ দিচ্ছে।

বর্তমানে আর্থিক সংকট, কর্মীদের মনোবল হ্রাস এবং বিশ্ব পরাশক্তিগুলোর বিভাজনে জর্জরিত জাতিসংঘ। এমন প্রেক্ষাপটে, বিশ্বসংস্থাটির মহাসচিব সতর্ক করে বলেছেন, বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারে, তবে এই বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা চরম সংঘাতের দিকে ধাবিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের ৩৮ তলায় নিজ কার্যালয়ে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে (এফটি) দেওয়া সাক্ষাৎকারে গুতেরেস বলেন, "পরাশক্তিগুলোর এখন নিজেদের ক্ষমতার সীমা বোঝার *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তানের হুমকি সত্ত্বেও খেলার মাঝেই ইমরান খানের দুই ছেলের সাক্ষাৎকার প্রচার

পরিচয় ডেস্ক: ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের মধ্যকার ঐতিহাসিক লর্ডস টেস্ট চলাকালে পাকিস্তানের কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও কিংবদন্তি ক্রিকেটার ইমরান খানের দুই ছেলের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে ব্রিটিশ সম্প্রচারমাধ্যম 'স্কাই স্পোর্টস'। ক্রিকেট ম্যাচের ফাঁকে এই রাজনৈতিক বিষয়বস্তু সম্প্রচারে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে স্কাই স্পোর্টসের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

ইএসপিএনক্রিকইনফো ও দ্য গার্ডিয়ানসহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে মধ্যাহ্নভোজের (লাঞ্চ) বিরতির সময় এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক ও প্রখ্যাত ধারাভাষ্যকার মাইকেল আথারটনের নেওয়া ১৮ মিনিটের ওই বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাওয়ালপিন্ডির *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় সামরিক জোট

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারে একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে। ৭ আগস্ট ২০২৬ সৌদি আরবের মক্কায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে তিন দেশের নেতারা ‘মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি’ স্বাক্ষর করেন।
চুক্তিতে সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ স্বাক্ষর করেন। চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো তিন দেশের সম্মিলিত নিরাপত্তা জোরদার করা, প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানো এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর করা।
চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলোড়তিন দেশের যেকোনো একটির ওপর সশস্ত্র হামলা হলে সেটিকে তিন দেশের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এর মাধ্যমে কোনো একটি দেশ আক্রান্ত হলে অন্য দুই দেশও তার পাশে দাঁড়ানোর একটি যৌথ প্রতিরক্ষা কাঠামো তৈরি হলো।
চুক্তির আওতায় সামরিক প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, সামরিক সরঞ্জাম ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে সহযোগিতা এবং তিন দেশের সামরিক বাহিনীর পারস্পরিক সমন্বয় বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যৌথ প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা সহযোগিতা, রসদ ব্যবস্থাপনা ও সামরিক সক্ষমতার সমন্বয় আরও বাড়ানো হতে পারে। তিন দেশের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে,

এই চুক্তি কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়। তুরস্ক বিশেষভাবে জানিয়েছে, চুক্তিতে কোনো অভিন্ন শত্রুর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে চুক্তিটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক কৌশলগত গুরুত্ব পেয়েছে।
এই চুক্তি মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা কাঠামোয় নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। সৌদি আরবের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাব, তুরস্কের সামরিক ও প্রতিরক্ষা শিল্প সক্ষমতা এবং পাকিস্তানের সামরিক অভিজ্ঞতাড়এই তিন দেশের শক্তিকে একই কাঠামোর আওতায় আনার ফলে জোটটি ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
তবে এটিকে সরাসরি ন্যাটোর সমতুল্য সামরিক জোট বলা এখনই যথাযথ নয়।
পারস্পরিক প্রতিরক্ষার নীতিটি ন্যাটোর ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের সঙ্গে তুলনীয় হলেও তিন দেশের যৌথ সামরিক কমান্ড, সমন্বিত বাজেট বা ন্যাটোর মতো পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনো তৈরি হয়নি।
তুরস্ক জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই প্রতিরক্ষা কাঠামো আরও বিস্তৃত করার সম্ভাবনা রয়েছে। মিসরসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হতে পারে। ফলে মক্কা চুক্তি শুধু তিন দেশের সামরিক সহযোগিতায় সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি ভবিষ্যতে বৃহত্তর আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামোর রূপ নেবে সেদিকেই এখন নজর আন্তর্জাতিক মহলের।

বাংলাদেশ ‘মক্কা চুক্তি’তে যোগ দিলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জটিল হতে পারে, খবর রয়টার্স এর

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরব, তুরস্ক এবং পাকিস্তানের মধ্যে চলতি মাসে স্বাক্ষরিত একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি ‘মক্কা চুক্তি’-তে যোগ দেওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ বিবেচনা করতে পারে বলে জানিয়েছেন এক মন্ত্রী। এই পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক, বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
২০২৪ সালের আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে অবস্থান করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত দেওয়ার দাবি এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক জোরপূর্বক বাংলাদেশে পুশ-ইনের (মানুষ ঠেলে দেওয়া) চেষ্টার অভিযোগের জেরে ঢাকা ও নতুন দিল্লির দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে।
এই পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, ওমধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যদি কোনো নিরাপত্তা সমঝোতা বা চুক্তি হয়, তবে আমাদের তাতে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখা হচ্ছে৶
তিনি আরও যোগ করেনও তারা বাংলাদেশের নেতৃত্বকে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সেখানে গিয়ে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে৶
বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে যে, সৌদি আরব ঢাকাকে এই জোটে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ

জানিয়েছে, তবে এই আমন্ত্রণ ঠিক কবে জানানো হয়েছে তা স্পষ্ট করা হয়নি। গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি না থাকায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে সূত্রটি এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ন্যাটোর যৌথ-প্রতিরক্ষা নীতির আদলে এই তিন সুন্নি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ চলতি মাসে সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে এই ঐতিহাসিক চুক্তি সই করে। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জেরে তৈরি হওয়া তীব্র আঞ্চলিক উত্তেজনার মধ্যে তারা অঙ্গীকার করেছে যেড়যেকোনো এক সদস্য দেশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ হলে তা সবার ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তুরস্কের মতোই বাংলাদেশও একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র, যদিও এদেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি জনসংখ্যা সুন্নি মুসলিম।
প্রতিমন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিষয়ে মন্তব্যের জন্য ঢাকায় অবস্থিত সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক বাহিনীর দেশ তুরস্ক জানিয়েছেড়পারমাণবিক অস্ত্রধারী পাকিস্তান এবং শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরবের এই জোটের পরিধি আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদী পররাষ্ট্রনীতির বড় পরীক্ষা
বিশ্লেষকদের মতে, *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মক্কা চুক্তি আসলে কাদের স্বার্থের পক্ষে যাবে

জোসেফ মাসাদ : সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ‘মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি’ যুক্তরাষ্ট্রের বহু পুরোনো এক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পুনরায় চাঙা করে তুলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের আঞ্চলিক নিরাপত্তা স্বার্থ হাসিল করতে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই এমন সাবকন্ট্রাক্টেড ‘মধ্যপ্রাচ্যীয়’, ‘আরব’ কিংবা ‘মুসলিম’ ন্যাটো গঠনের স্বপ্ন দেখে আসছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলপন্থী কিছু বিশ্লেষক এই চুক্তিকে ইসরায়েলবিরোধী জোট হিসেবে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অন্য অনেকে মনে করছেন, নিজের ও আরব প্রতিবেশীদের পূর্ণ সুরক্ষা দিতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা দেখে সৌদি আরব হয়তো নতুন কোনো নিরাপত্তা নিশ্চিতকারীর সন্ধান করছে। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইসলামীয় নেটো’য় যোগ দিতে আগ্রহী বাংলাদেশ, কেন পাক-সৌদি-তুর্কির হাত ধরতে চাইছে ঢাকা? চিন্তায় দিল্লি? - রিপোর্ট আনন্দবাজার এর

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্কের ‘ইসলামীয় নেটো’য় এ বার যোগ দেবে বাংলাদেশ? ধীরে ধীরে ঢাকা সেই পথে পা বাড়াচ্ছে বলেই মনে করছেন সামরিক বিশ্লেষকদের একাংশ। যদিও সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি পদ্মাপারের প্রশাসন। তবে শেষপর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এতে সিলমোহর দিলে জাতীয় সুরক্ষার নিরিখে ভারতের যে চিন্তা বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।
চলতি বছরের ৭ অগস্ট সৌদি আরবের মক্কায় ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই করে ইসলামাবাদ, রিয়াধ ও আঙ্কারা। এর পোশাকি নাম ‘মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি’ (মক্কা জয়েন্ট ডিফেন্স এগ্রিমেন্ট)। সমঝোতা অনুযায়ী, তিন দেশের কোনও একটিতে সশস্ত্র আক্রমণ হলে, সেটিকে বাকিদের উপর হামলা হিসাবে গণ্য করা হবে। এ ছাড়া, সম্মিলিত প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে তাতে।
এই চুক্তিকেই ‘ইসলামীয় নেটো’ বলে উল্লেখ করছে পশ্চিমি গণমাধ্যমের একাংশ। সংশ্লিষ্ট সমঝোতার কিছু দিনের মধ্যেই এতে যোগদানের ব্যাপারে ‘ঢাকা আগ্রহী’ বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বসেন বাংলাদেশের দুই মন্ত্রী। শুধু তা-ই নয়, সৌদির *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে মাথাপিছু ৬ গুণ ও রাশিয়ার চেয়ে ১৯ গুণ বেশি অস্ত্র রপ্তানি করে ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২৫ সালে ইসরায়েলের মাথাপিছু অস্ত্র রপ্তানি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে প্রায় ৬ গুণ এবং রাশিয়ার চেয়ে ১৯ গুণ বেশি। জনসংখ্যার অনুপাতে ইসরায়েলের অস্ত্রশিল্পের অভাবনীয় বিশালত্বকে তুলে ধরেছে এই পরিসংখ্যান।

ফিলিস্তিনি-মার্কিন লেখিকা সুজান আবুলহাওয়ার পরিচালিত এই সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০২৫ সালে ইসরায়েল তার প্রতি নাগরিকের বিপরীতে প্রায় ২৬৩ মার্কিন ডলার সমমূল্যের অস্ত্র রপ্তানি করেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিমাণ ছিল জনপ্রতি ৪১ ডলার ও রাশিয়ায় ১৪ ডলার।

হিসাবটি যদি শুধু ইসরায়েলের ইহুদি জনসংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়, তবে এই পরিমাণ জনপ্রতি ৩৪০ ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়ড়্যা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে প্রায় আটগুণ এবং রাশিয়ার চেয়ে ২৫ গুণ বেশি।

এই গবেষণার মূলত ভিত্তি হলো স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (সিপরি) পরিসংখ্যান। এই সংস্থার আর্মস ট্রান্সফারস ডেটাবেস প্রধান প্রধান প্রথাগত অস্ত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। সামগ্রিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। তবে আবুলহাওয়া দেখেছেন, রপ্তানির হিসাব জনসংখ্যার অনুপাতে করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র ফুটে ওঠে।

২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে মোট অস্ত্র রপ্তানিতে ইজরায়েল ছিল সপ্তম স্থানে। তাদের আগে ছিল যুক্তরাষ্ট্র,

ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, চীন ও ইতালি। তবে সেই একই তথ্যকে যখন জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়, তখন ইসরায়েল বিশ্বের প্রতিটি শীর্ষ অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশকে অনেক পেছনে ফেলে দেয়।

ইসরায়েলের মাথাপিছু অস্ত্র রপ্তানি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নরওয়ের চেয়ে প্রায় ২.৫ গুণ ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ৩ গুণেরও বেশি ছিল।

গবেষণায় দেখা গেছে, এই আধিপত্য কেবল একটি নির্দিষ্ট বছরের ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা নয়। বিগত ২৫ বছরের প্রতিটি বছরেই ইসরায়েল মাথাপিছু অস্ত্র রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে (সাধারণত বিশাল ব্যবধানে) অথবা একেবারে ওপরের সারিতে থেকেছে।

তথ্যভান্ডারে অন্তর্ভুক্ত ১৯৬০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পুরো সময়কাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ সময়ে বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় ইসরায়েলের মাথাপিছু গড় অস্ত্র রপ্তানিও সর্বোচ্চ। এই ৬৫ বছরে তারা প্রতি বছর জনপ্রতি ৫৬ ডলার সমমূল্যের অস্ত্র রপ্তানি করেছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, গত এক দশকে প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্র রপ্তানিকারকদের সঙ্গে শীর্ষস্থানে থাকা ইসরায়েলের এই ব্যবধান আরও ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

জাতীয় অর্থনীতির আকারের বিপরীতে অস্ত্র রপ্তানির অনুপাতও পর্যালোচনা করেছেন আবুলহাওয়া। এতে উঠে এসেছে, ইসরায়েলের অর্থনৈতিক *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

নিজের জীবনের অজানা গল্প নিয়ে সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেসের নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইতালির একটি ছোট শহর থেকে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেও তার ব্যক্তিগত জীবন যেন এক ধোঁয়াশা। অবশেষে নিভৃতচারী সোনিয়া গান্ধীর অসাধারণ ব্যক্তিগত যাত্রার উপাখ্যানটি বই আকারে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে।

প্রকাশিতব্য এই স্মৃতিকথায় সোনিয়ার ব্যক্তিগত যাত্রার পাশাপাশি তার জীবনে প্রেম, স্বজন হারানোর বেদনা ও রাজনৈতিক দায়িত্বের প্রভাব উঠে আসবে।

মঙ্গলবার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আলফ্রেড এ. নফ জানিয়েছে, সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা ‘বিলংগিং: আ জার্নি অব লাভ’ আগামী ১০ নভেম্বর প্রকাশিত হবে। বুধবার এই তথ্য জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

নেহরু-গান্ধী রাজনৈতিক পরিবারে বিয়ে, শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধী ও স্বামী রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ড, রাজনীতিতে তার প্রবেশ এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে কাটানো বছরগুলো নিয়ে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

সোনিয়া গান্ধী (৭৯) বলেছেন, এই স্মৃতিকথায় ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারকে ঘিরে প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে পরিবারের মানুষগুলোর আসল চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

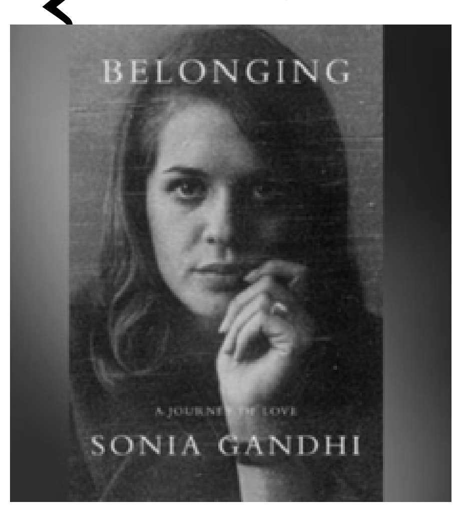

ইরানি রিয়ালের মানে সর্বনিম্ন পতন, প্রায় ২ কোটিতে মেলে ১ কেজি মাংস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কঠোরতম অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ধাক্কায় ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে ইরানের মুদ্রা রিয়ালের মান। সম্প্রতি ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে তেহরানের ওপর নজিরবিহীন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণার পরপরই দেশটির মুক্তবাজারে এই ধস নামে। বর্তমানে ইরানের উন্মুক্ত বাজারে ১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে রিয়ালের বিনিময় মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ লাখ ২১ হাজার ৯৫০ রিয়ালে।

দশকের পর দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের অর্থনীতি এমনিতেই চাপে রয়েছে। পারমাণবিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, দীর্ঘদিনের উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া যুদ্ধ দেশটির ৯ কোটি ২০ লাখ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা তেহরানের বাজারে খাদ্য, পোশাক ও ওষুধের দাম যুদ্ধের আগের সময়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছে- মাত্র ছয় মাসে অনেক নিত্যপণ্যের দাম দ্বিগুণ থেকে ছয় গুণ পর্যন্ত বেড়েছে।

২০ লাখ রিয়ালে আগে যা মিলত, এখন কতটুকু পাওয়া যায়

যুদ্ধের আগে ২০ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ভারী বৃষ্টির কবলে সৌদি আরবের মক্কা, ‘রেড এল্যার্ট’ জারি

পরিচয় ডেস্ক:সৌদি আরবের মক্কা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের প্রেক্ষাপটে আবহাওয়া দপ্তর ‘রেড এল্যার্ট’ জারি করেছে। বুধবার (২৬ আগস্ট) আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সৌদি সিভিল ডিফেন্সের প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তির বরাতে জানা গেছে, ওই অঞ্চলে চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংস্থাটি বাসিন্দাদের চরম সতর্কতা অবলম্বন, জলমগ্ন এলাকা, উপত্যকা ও বাঁধ থেকে দূরে থাকা এবং কর্তৃপক্ষের দেওয়া নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

লাল সতর্কতা হলো দেশটির আবহাওয়া *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর কানাডার পাল্টা শুল্ক আরোপ, কার্যকর সেপ্টেম্বরে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের জবাবে দেশটির পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে কানাডা। নতুন শুল্কের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের পণ্যের ওপর কার্যকর হবে এই নতুন শুল্ক।

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা প্রায় ৭০০ ধরনের পণ্যে ১৫, ২৫ ও ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক কার্যকর হবে। গত মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। নতুন শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, আসবাবপত্র ও পোশাকের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ শুল্ক বসবে। পনির, গৃহস্থালি সরঞ্জাম ও কিছু সামুদ্রিক খাবারে ২৫ শতাংশ এবং ইলেকট্রনিক পণ্য ও যন্ত্রপাতিতে ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। নতুন শুল্কের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যনীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও শিল্পখাতকে সহায়তায় ৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন

কানাডি ডলারের একটি নতুন ও বর্ধিত প্যাকেজ ঘোষণা করেছে কানাডা।

ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে প্রায় ৯০০ মার্কিন পণ্যে ৫০% পর্যন্ত পাল্টা শুল্ক আরোপ কানাডার

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা নতুন শুল্কের জবাবে মার্কিন পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। এতে ইস্পাত থেকে আসবাব, তাজা টুনা মাছ ও সুতির টি-শার্টসহ প্রায় ২৮ বিলিয়ন কানাডীয় ডলার মূল্যের মার্কিন পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কানাডার কর্মকর্তারা গত ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার এ ঘোষণা দেন। যুক্তরাষ্ট্র যেসব কানাডীয় পণ্যের ওপর শুল্ক বসিয়েছে, কানাডার তালিকাও সেগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে। নতুন এই শুল্ক আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা।

গত সপ্তাহের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বাণিজ্য আলোচনা ভেস্তে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

২০৩০ সালের মধ্যে অর্থনীতিতে মালয়েশিয়া-ভিয়েতনামকে ছাড়াবে বাংলাদেশ - আইএমএফ-এর পূর্বাভাস

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৬৭৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। এই সময়ের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকারে মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলোর অর্থনীতিকেও ছাড়িয়ে যাবে।

কানাডার সংবাদমাধ্যম ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্টের ‘দ্য ১৫০ ট্রিলিয়ন ডলার গ্লোবাল ইকোনমি ইন ২০৩০’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব বলা হয়েছে।

আইএমএফএর পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী চার বছরে বিশ্ব অর্থনীতির আকার আরো বড় হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনীতির আকার ১৫০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই প্রবৃদ্ধির বড় অংশ আসবে এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতিগুলো থেকে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক’-এর পূর্বাভাসের ভিত্তিতে এ তথ্য উঠে এসেছে।

পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৩০ সালেও বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতি থাকবে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির নামমাত্র মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ৩৭ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে চীন, দেশটির জিডিপি হতে পারে ২৬ ট্রিলিয়ন ডলার। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বেক্সিমকো এখন বেতন পরিশোধ ঋণের দায় মেটানো ও ঘুরে দাঁড়াতে হিমশিম খাচ্ছে

একসময় বাংলাদেশের করপোরেট অঙ্গনের অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান এবং দেশের অন্যতম প্রধান উৎপাদন হাব হিসেবে পরিচিত বেক্সিমকো গ্রুপড় বর্তমানে তাদের দৈনন্দিন মৌলিক কার্যক্রম পরিচালনায় তীব্র সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। গ্রুপটির শত শত প্রশাসনিক *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

বিদেশে কাজের সুযোগ: ৫০ হাজার কেয়ারগিভার তৈরিতে ৮৩৪ কোটি টাকার প্রকল্প নিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার

পরিচয় ডেস্ক: কোরিয়া, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের শ্রমবাজারকে গুরুত্ব দিয়ে ৫০ হাজার ১০০ জন যুবক ও যুব নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কেয়ারগিভার তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রায় ৮৩৪ কোটি ৪৫ লাখ টাকার একটি প্রস্তাব ইতোমধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে।

প্রস্তাবে প্রকল্পটির মেয়াদ ধরা হয়েছে চলতি বছর থেকে ২০৩১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ১ হাজার ৯৫০ জনকে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ভারতের বিদ্যুৎ আনতে বাংলাদেশকে এবার দিতে হবে নতুন চার্জ, নেপথ্যে কী

পরিচয় ডেস্ক: ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নতুন একটি চার্জ যুক্ত হতে যাচ্ছে। আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ বাণিজ্যের জন্য প্রতি ইউনিটে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

ছয় মাসে বাংলাদেশে প্রায় ৬২ হাজার মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে জানিয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গত ছয় মাসে ৩১টি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের মধ্যে ১৯টিতেই অবনমন হয়েছে বলে জানিয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। একই সময়ে বিভিন্ন কারণে ৯৫টি কারখানা বন্ধ হয়ে প্রায় ৬২ হাজার মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। অর্থনীতিকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে না পারলে সরকার পুরোনো সিন্ডিকেটের কবলে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

Let's go to
DHAKA
USA ⇆ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
মাদের অফিস
মাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার
টিকেট 718-721-2012...
Call now

যুক্তরাষ্ট্রে ‘চায়না-শক’ কতটা সত্য

মাইকেল আর স্ট্রেইন

জনপরিসরের খুব কম বিষয়ই আছে, যেগুলো নিয়ে বিতর্ক নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য সম্প্রসারণ নিয়ে একটি ধারণা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত।

প্রচলিত এ ধারণা হলো, একটি ক্ষমতাবান অভিজাত গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে বাণিজ্য উন্মুক্ত করেছিল। এর ফলেই বিপুলসংখ্যক উৎপাদনশিল্পের চাকরি চলে যায় এবং দেশটিতে শিল্পায়নের শক্তি কমে। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকানড়দুই দলের রাজনীতিবিদ, মূলধারার গণমাধ্যম, নানা মতের ভাষ্যকার এবং এমনকি অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও অনেকে এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেন। কিন্তু এ বর্ণনার সব অংশই সঠিক নয়।

২০০০ সালে চীনের সঙ্গে স্থায়ী স্বাভাবিক বাণিজ্যসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ২০০১ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনের যোগদানের পর দুই দেশের বাণিজ্য দ্রুত বেড়ে যায়। প্রশ্ন হলো, এর ফলে কি যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশিল্পে বিপুলসংখ্যক চাকরি কমেছিল?

২০১৩ সালে অর্থনীতিবিদ ডেভিড অটর, ডেভিড ডর্ন ও গর্ডন হ্যানসনের একটি গবেষণায় বলা হয়, চীনা পণ্যের আমদানি প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশিল্পে চাকরি কমার সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের হিসাবে, ১৯৯০ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশিল্পে নিট ১৫ লাখ চাকরি কমেছিল। পরে ড্যারন অ্যাসেমোগ্লু ও ব্রেন্ডান প্রাইসকে সঙ্গে নিয়ে করা গবেষণায় তাঁরা দেখান, চীনা আমদানির প্রতিযোগিতার কারণে ২০১১ সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ ২৪ লাখ চাকরি হারিয়ে থাকতে পারে।

তবে এ সংখ্যাগুলো বড় না ছোট, তা বুঝতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারের স্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। ২০০০ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত একটি সাধারণ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ লাখের বেশি শ্রমিক চাকরি ছাড়তেন বা তাঁদের চাকরি শেষ হয়ে যেত। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪ লাখ ২৫ হাজার ছিলেন উৎপাদনশিল্পের শ্রমিক। এটি ওই সময়ের বিশেষ কোনো ঘটনা ছিল না। গত পাঁচ বছরেও যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে চাকরি ছাড়ার বা হারানোর মাত্রা মোটামুটি একই রকম রয়েছে।

এ ছাড়া বাণিজ্য উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে শুধু আমদানির প্রতিযোগিতার দিকটি দেখলে পুরো চিত্র পাওয়া যায় না। ১৯৮০, ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য এবং আরও ব্যাপকভাবে বিশ্বায়নের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিকারকদের জন্যও নতুন ও বড় সুযোগ তৈরি হয়েছিল।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী, বাণিজ্য উন্মুক্ত হলে একটি দেশের মোট কর্মসংস্থানের ওপর এর প্রভাব খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। কারণ, আমদানি প্রতিযোগিতার কারণে কোনো খাতে চাকরি কমলে রপ্তানিনির্ভর প্রতিষ্ঠান ও খাতে নতুন চাকরি তৈরি হতে পারে। অর্থনীতিবিদ রবার্ট ফিনস্ট্রা ও তাঁর সহলেখকেরা বাণিজ্যের এই দুই দিকই হিসাব করার চেষ্টা করেছেন।

২০১৯ সালে প্রকাশিত তাঁদের গবেষণাও চীন-ধাক্কার তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে সমর্থন করে। গবেষণায় বলা হয়, ১৯৯১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে চীনা পণ্যের আমদানি প্রতিযোগিতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ১৯ লাখ চাকরি কমেছিল। অন্যান্য দেশের পণ্যের আমদানি প্রতিযোগিতার কারণেও আরও চাকরি হারিয়েছিল। কিন্তু একই সময়ে রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে প্রায় সমপরিমাণ নতুন চাকরিও তৈরি হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশিল্পের কর্মসংস্থানের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতাও বিবেচনা করা দরকার।

১৯৫০-এর দশকের শুরু থেকে ২০০৮ সালের আর্থিক সংকট পর্যন্ত মোট কর্মসংস্থানে উৎপাদনশিল্পের অংশ ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের সময় উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ায় এ দীর্ঘমেয়াদি পতনের গতি বরং ধীর হয়েছিল।

অর্থাৎ উৎপাদনশিল্পে কর্মসংস্থান কমার প্রবণতা চীন-ধাক্কার অনেক আগেই শুরু হয়েছিল এবং কয়েক দশক ধরে চলছিল। ২০০০ বা ২০০১ সালে উৎপাদনশিল্পে কর্মসংস্থানের অংশে এমন কোনো স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়নি, যাকে বড় মোড় বলা যায়। দীর্ঘমেয়াদি তথ্য বরং এ ধারণাকে সমর্থন করে যে উৎপাদনশিল্পে কর্মসংস্থান কমার প্রধান কারণ ছিল উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, শুধু বাণিজ্য প্রতিযোগিতা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

রঙিন সুরমা: প্রবাসে ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রাম আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব

খন্দকার স্বনন শাহরিয়ার

মানবিক সম্পর্ক নিয়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির করা স্বল্প দৈর্ঘের চলচ্চিত্রগুলো আমি আগ্রহ নিয়ে দেখি। আমাদের নির্মাতারা তাঁদের গল্পে সমাজকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তাতে চেনা জিনিসের নতুন অর্থ ফুটে ওঠে।

সম্প্রতি দেখেছি ‘রঙিন সুরমা’ নামের একটি শর্ট-ফিল্ম। ভেজা বিকেলের মতো বিষণ্ন-সুন্দর মনে হলো এই শর্ট-ফিল্মটিকে। রিয়াজুল হক ইমরানের চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা এক সাধারণ মধ্যবয়স্ক বাংলাদেশি দম্পতির দুঃখ-সুখের গল্পকে এমন সহজ অথচ হৃদয়গ্রাহী করে বললেন, মনে হলো আমি এই দু'জনের আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশী।

ও হেনরির ছোটগল্পের মতই এক উচ্ছ্বসিত কান্নার মুখ চেপে ধরা থাকল পুরো গল্প জুড়ে। নদীর ধারে জীবনের দুর্ভরতম দুঃখ নিঃশব্দে বহন করে একাকী বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি নিঃসঙ্গ গাছ-এমন বেশ কিছু মনে রাখার মতো চিত্রকল্প দিয়ে এই গল্প সাজানো।

আফজাল হোসেন এবং আফসানা মিমি-দু'জনেই অত্যন্ত শক্তিমান অভিনেতা। আটপৌরে জীবনের খুঁটিনাটি আর অপ্রকাশ্য শোকের অবিরাম, অবিরাম ভার সহ্য করার জায়গাগুলোতে এঁদের অভিনয়কে কখনও অভিনয় বলে মনেই হলো না, সেটাই বোধ হয় ‘রঙিন সুরমার’ বড় সার্থকতার জায়গা। চিন্তা-ভাবনা করে করা সেট ডিজাইন, ক্যামেরা এবং সম্পাদনার দক্ষতা এই শর্ট ফিল্মের আবেদন আরো বাড়িয়েছে।

কিন্তু আজ আমি চলচ্চিত্র সমালোচনা করতে বসিনি। আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের পরিবারের সংগ্রাম আর অসহায়ত্বের গল্প।

দুই-তিন দশক আগেও বাংলাদেশ থেকে খুব অল্প কিছু ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পেতেন। এঁদের বেশিরভাগই ছিলেন অসামান্য মেধাবী, বৃত্তি-পাওয়া ছাত্র। বাকিরা ছিলেন ধনী পরিবারের সন্তান। সেকালে বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুযোগকে বিরাট সৌভাগ্য বলে গণ্য করা হতো, কারণ ধরেই নেওয়া হতো বিদেশে পড়াশোনা করলে প্রবাসে কিংবা স্বদেশে খুব উঁচু বেতনে চাকরি করা যাবে। সে কারণে যারা বিদেশে পড়তে যেতেন, সেইসব ছাত্রছাত্রী এবং তাঁদের পরিবারকে আত্মীয়-প্রতিবেশীদের অনেকেই বেশ ঈর্ষার চোখে দেখতেন।

এখন বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুযোগ এত দুর্লভ নয়। ২০২৫ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ষাট হাজার ছাত্র-ছাত্রী এখন বিদেশে পড়াশোনা করছেন। এই সংখ্যাটি বিপুল। প্রবাসী ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের মধ্যে যাঁরা দেশে ফিরে আসবেন, তাঁরা সমসাময়িক জ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে আসবেন-সেটা বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্যে দরকার। যাঁরা প্রবাসেই থেকে যাবেন, তাঁরা বিদেশী মুদ্রা দেশে পাঠাবেন-সেটাও আমাদের ভঙ্গুর অর্থনীতির জন্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কিন্তু কেন যেন মনে হয়, প্রবাসী ছাত্রছাত্রী এবং তাঁদের পরিবারের ব্যাপারে একটা অবচেতন ঈর্ষা আমরা সামষ্টিকভাবেই বহন করছি। সাহায্য করার বদলে তাঁদের পথে বাধা সৃষ্টি করার কাজেই যেন আমাদের উৎসাহ বেশি। প্রবাসী ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার বেশিরভাগ গল্প শুনলে আমার তা-ই মনে হয়।

বিদেশে পড়াশোনা করার জন্যে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা-ঋণ পায় খুব কম সংখ্যক ছেলেমেয়ে। বাংলাদেশের জন্যে ফুল-ফান্ডেড স্কলারশিপের বরাদ্দও অতি-অল্প। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েকেই পরিবারের সঞ্চয় ভেঙে, সস্তা টাকায় দামী ডলার-পাউন্ড-ইউরো কিনে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করতে হয়।

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকার ইউরোপ-আমেরিকার সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাংলাদেশে নিজেদের ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেয়নি-তার হয়তো সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু উচ্চতর, উন্নততর পড়াশোনার জন্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার বিকল্পই বা কী? দেশের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ পাওয়া সহজ নয় এবং উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সেখানে সীমিত।

মেধা, পরিশ্রম কিংবা সম্পদের জোরে যে সব ছাত্র-ছাত্রী শেষ পর্যন্ত বিদেশে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়, তাদের আরেক সংগ্রাম শুরু *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

শরীরের কথা নাকি ব্যক্তিগত গল্প : নীরবতা, ক্ষত, রক্ত ও প্রেমের ভাষা

আনুশেহ আনাদিল

এই লেখাটি লিখতে গিয়ে বারবার থেমে যাচ্ছি। কিছু সত্য ব্যক্তিগত বলেই শুধু বলা কঠিন নয়; তাদের কাছে ফিরে গেলে বহু বছর আগের নিজেরই একটি ছোট্ট সংস্করণের মুখোমুখি বসতে হয়। আজও সেই শিশুটির কাছে ফিরে গেলে চোখে জল আসে। তবু লিখছি।

করুণা পাওয়ার জন্য নয়। লিখছি, কারণ পৃথিবীর অসংখ্য মেয়ে, ছেলে, নারী ও পুরুষের শরীরের ভেতর এমন না-বলা ইতিহাস আছে। শরীর, রক্ত, আকাঙ্ক্ষা, যৌনতা, নির্যাতনড়সবকিছুর চারপাশে আমরা এত ‘চুপ’ বসিয়ে দিয়েছি যে যার সঙ্গে অন্যায়টি ঘটে, অনেক সময় সে-ই জানে না তার অভিজ্ঞতার ভাষা কী।

এই ব্যথার কথা আমি বাইরে থেকে শুনিনি। ঠিক কত বছর বয়স ছিল মনে নেইড়ছয় কি সাত। শুধু জানি, এতটাই ছোট ছিলাম যে প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, সম্মতিড়এসব শব্দ তখনও আমার পৃথিবীতে জন্মায়নি।

ঘটনাটি জাপানে। একজন বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ মানুষ, যাঁকে কোনো কারণে আমার পরিবার বিশ্বাস করেছিল। ঘরটি মনে নেই। দিনটি মনে নেই। কীভাবে তাঁর সঙ্গে একা হয়েছিলাম, তাও মনে নেই। কখনো মনে হয়, হয়তো কোনো চলন্ত বাসে ছিলাম; স্মৃতির ভেতর আজও চারপাশ দ্রুত ছুটে যাওয়ার একটি অনুভূতি আছে। সত্যিই কি কিছু চলছিল, নাকি আতঙ্কে আমার ছোট্ট পৃথিবীটাই দুলছিলড়জানি না।

আর মনে আছে সালফারের মতো তীব্র, অচেনা একটি গন্ধ। স্মৃতি অদ্ভুত। সে পুরো ঘটনা রেখে দেয় না। সময় মুছে দেয়, স্থান মুছে দেয়, দৃশ্য হারিয়ে ফেলেড়অথচ রেখে দেয় একটি গন্ধ, একটু গতি, কিছু অনুভূতি। কিন্তু ভয়টা মনে আছে। মনে আছে, তিনি আমার চুল শক্ত করে ধরে আমাকে এমন একটি যৌন কাজে বাধ্য করেছিলেন, যা আমি চাইনি, বুঝিনিড়যা কোনো শিশুর জীবনে আসারই কথা নয়।

তারপর মনে আছে বমি। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। ছোট্ট শরীরজুড়ে এমন এক ব্যথা, যার অর্থ বোঝার বয়স আমার ছিল না। যে ঘটনার অর্থ বোঝার ভাষা আমার ছিল না, তার ব্যথা আমার শরীর ততক্ষণে শিখে ফেলেছিল। শিশুমন তখনও জানত না কী ঘটেছে; শরীর তার আগেই জেনে গিয়েছিলড় কেউ তার সীমানা ভেঙে গেছে।

এর পরের অংশ ঝাপসা। হয়তো বাবা-মাকে বলেছিলাম শরীর ভালো লাগছে না। হয়তো তাঁদের সামনেও বমি করেছিলাম। জানি না। সেই ‘মনে নেই’-টুকুও আমার স্মৃতির সত্য। মনে আছে, আমাকে বলা হয়েছিলড় বাবা-মাকে যেন না বলি। আমি সম্ভবত বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুটি ভয় পাশাপাশি জন্ম নিয়েছিল। বললে বাবা-মা ভীষণ কষ্ট পাবেনড়আমি তাঁদের কষ্ট দিতে চাইনি। আবার তাঁরা যদি সেই মানুষটিকে প্রশ্ন করেন? যদি তিনি জেনে যান আমি বলে দিয়েছি? যদি ফিরে এসে আরও আঘাত করেন?

শিশুর ভয় যুক্তির ব্যাকরণ জানে না। তাই চুপ করেছিলাম। যে শিশুটির ছুটে গিয়ে কারও কোলে আশ্রয় নেওয়ার কথা, সে উল্টো ভাবছিল কীভাবে নিজেকে এবং বাবা-মাকে রক্ষা করবে। কোনো শিশুর এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাওয়ার কথা নয়। আমি আমার বাবা-মাকে দোষ দিই না। তাঁরা আমাকে ভালোবাসতেন। তাঁদের প্রজন্মের অনেক বাবা-মায়ের মতো হয়তো তাঁরাও জানতেন নাড়শিশুকে তার শরীরের ভাষা শেখানোও ভালোবাসার একটি উপায়।

শুধু ‘কিছু হলে আমাকে বলবে’ যথেষ্ট নয়। একটি শিশুকে জানতে হবেড় তোমার শরীর তোমার। কেউ তার সীমানা ভাঙলে দোষ তোমার নয়। আমি তোমাকে শুনব, বিশ্বাস করব, নিরাপদ রাখব। আমাকে রক্ষা করা তোমার কাজ নয়; তোমাকে রক্ষা করা আমার কাজ। আমরা নিষ্পাপতার সঙ্গে অজ্ঞতাকে গুলিয়ে ফেলেছি। অথচ শরীরের সহজ, সুন্দর, সত্য ভাষাটি না শেখানোই কখনো শিশুকে অন্যের বিকৃত ভাষার সামনে অসহায় করে দেয়। শৈশবের সেই অসহায়তা আমার ভেতরে আরেকটি জিনিসেরও জন্ম দিয়েছিল, প্রতিরোধ।

কৈশোরে একা চলতে গিয়ে একাধিকবার পুরুষের যৌন সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছি। এমন মুহূর্ত এসেছে যখন চিৎকার করেও সাহায্য পাইনি। আমাকে বাঁচতে হয়েছে নিজের গলার সমস্ত শব্দ দিয়ে, দাঁত দিয়ে, হাতের কাছে যা পেয়েছি তা দিয়ে।

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

নাগরিকত্ব কি জাতিগত পরিচয়কে বিলুপ্ত করতে পারে

নূজিয়া হাসিন

১৫৫০-৫১ সালে স্পেনের ভাল্লাদোলিদ শহরে একটি প্রশ্ন নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল: আমেরিকার আদিবাসীদের ওপর স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের বিজয় ও শাসন কি নৈতিক ও বৈধ? এই বিতর্কে একদিকে ছিলেন ধর্মতাত্ত্বিক ও বিশপ বার্তোলোমে দে লাস কাসাস, অন্যদিকে রাজকীয় ইতিহাসবিদ হুয়ান গিনেস দে সেপুলভেদা। বিতর্কের গভীরে ছিল আরও ভয়ংকর একটি ধারণাড়আদিবাসীরা কি নিজেদের সমাজ, আইন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার মতো যুক্তিবোধসম্পন্ন মানুষ?

সেপুলভেদা অ্যারিস্টটলের ‘ন্যাচারাল স্লেভারি’ ধারণা ব্যবহার করে আদিবাসীদের ওপর স্প্যানিশ আধিপত্যকে ন্যায্যতা দিতে চেয়েছিলেন। বিপরীতে লাস কাসাস যুক্তি দেন, আমেরিকার আদিবাসীরা স্বাধীন মানুষ এবং নিজেদের জীবন ও সমাজ পরিচালনার অধিকার তাদের আছে। এই বিতর্ক ঔপনিবেশিকতার একটি পদ্ধতিগত কাঠামো উন্মোচন করে: প্রথমে কোনো জনগোষ্ঠীকে ‘কম বা ঊনমানুষ’ হিসেবে নির্মাণ করো, তারপর তার ওপর শাসনকে নৈতিক ও বৈধ বলে প্রতিষ্ঠা করো।

পরবর্তী ঔপনিবেশিক ইতিহাসে এই কাঠামো দুটি ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। এর মধ্যে একটি হলো ‘টেরা নুলিয়াস’ ও ‘কারও নয় এমন ভূমি’। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ইতিহাসে এই ‘টেরা নুলিয়াস’ ভয়াবহ ভূমিকা রাখে। আদিবাসীরা সেখানে বসবাস করত, ভূমির সঙ্গে তাদের গভীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল, নিজস্ব আইন ও সামাজিক কাঠামো ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আইনের চোখে সেই ভূমিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হলো যেন তার কোনো বৈধ মালিক নেই।

অন্য আরেকটি ধারণা হলো ‘অ্যানিমা নুলিয়াস’ড়যেখানে মানুষকে ইতিহাসহীন, রাজনৈতিক সত্তাহীন, নিজস্ব জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সক্ষমতাহীন হিসেবে নির্মাণ করা হয়। ‘টেরা নুলিয়াস’ ভূমিকে শূন্য করে, ‘অ্যানিমা নুলিয়াস’ মানুষকে শূন্য করে। প্রথমটি দখলকে বৈধতা দেয়, দ্বিতীয়টি সেই দখলের নৈতিক আপত্তিকে দুর্বল করে।

আজকের পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সাধারণত আর বলে না, ‘এই মানুষগুলো মানুষ নয়।’ ভাষা বদলেছে। বলা হয় ‘তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী’, ‘তারা উন্নয়নের পথে বাধা’, ‘তাদের জন্য আলাদা পরিচয়ের প্রয়োজন নেই’, ‘সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক’, ‘উন্নয়ন সবার জন্য’, কিংবা ‘তাদেরকে বৈদেশিক শক্তি ব্যবহার করছে।’ পুরোনো বর্ণবাদী ভাষার জায়গা নিয়েছে প্রশাসনিক, উন্নয়নবাদী ও জাতীয়তাবাদী ভাষা।

২.

বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিয়ে বিতর্কটিকে প্রায়ই ভাষাগত সমস্যার জায়গায় দাঁড় করানো হয়। বছরের পর বছর আলোচনা হয়েছে ‘ইন্ডিজিনাস’-এর বাংলা কী হবে? ‘আদিবাসী’ বলা যাবে কি না? ‘উপজাতি’, ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’ নাকি অন্য কোনো পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত? কিন্তু শব্দের এই বিতর্কের আড়ালে মূল রাজনৈতিক প্রশ্নটি চাপা পড়ে যায়। যে জনগোষ্ঠীগুলো নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ভূমির সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা বলে, রাষ্ট্র কি তাদের সেই স্বাতন্ত্র্যের রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বীকার করবে? শব্দের মারপ্যাঁচে আদিবাসীদের স্বীকৃতি আটকে থাকে রাষ্ট্রের হাতে। সেই সঙ্গে আটকে যায় আদিবাসীদের ভূমির অধিকারও।

কিছুদিন আগে আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপিত হলো। এর কয়েক দিন পর ‘ইন্ডিজেনাস আইডেন্টিটি ইজ ইরিলিভেন্ট ফর বাংলাদেশ’ শীর্ষক গোলটেবিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বাংলাদেশে সবাই অধিবাসী, কেউ ইন্ডিজেনাস নয়’। এই যুক্তি দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোন সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে শাসকদের নানা পালাবদল হলেও আদিবাসী নিয়ে ক্ষমতাসীনদের ভাষা একই রয়ে গেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় ২০১১ সালে আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনির কথা। ২০১১ সালের জুলাই মাসে তিনি বলেছিলেন, দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোকে আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘আদিবাসী’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে না।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ডিম ভাজি খাওয়া স্বাস্থ্যকর নাকি ক্ষতিকর

পরিচয় ডেস্ক: ডিমকে প্রোটিন এবং পুষ্টি উপাদানের পাওয়ার হাউসও বলা হয়। ডিম দিয়ে নানা ধরনের রেসিপি করা যায়। তবে বেশিরভাগ মানুষের পছন্দের তালিকায় আছে ডিম ভাজি। শিশুরাও ডিমের এই সহজ পদটি মজা নিয়ে খায়। অনেকেই সকালের নাশটায় নিয়মিত ডিম ভাজি রাখেন। তবে অনেকের মতে ডিম ভাজি স্বাস্থ্যকর নয় বরং ডিম সেদ্ধ করে খাওয়া ভালো। আসলেই ডিম ভাজি স্বাস্থ্যকর নাকি ক্ষতিকর বিষয়টি নিয়ে পুষ্টিবিদরাও কথা বলেছেন।

ডিম ভাজির বিভিন্ন দিক নিয়ে ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে পুষ্টিবিদ মীনাক্ষী মজুমদারের বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি জানান, ডিম আমাদের শরীরের জন্য দারুণ উপকারী। ডিমের পুষ্টিগুণ নিয়ে তিনি বলেন, সুষম ডায়েটের জন্য ডিম বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। ডিমে ৯ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা শরীরে প্রোটিনের সমস্ত চাহিদা মেটাতে সক্ষম। ডিমে ভিটামিন এ, বি৬, বি১২ন এবং ভিটামিন ডি রয়েছে। ডিমের এ পুষ্টিগুণ আমাদের প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। শারীরিক বৃদ্ধি ঘটায়।

ডিম ভাজি স্বাস্থ্যকর নাকি উপকারী: ডিম ভাজি প্রসঙ্গে পুষ্টিবিদ মীনাক্ষী মজুমদার বলেন। ডিম ভাজির কোনো ক্ষতিকর দিক নেই। যে কোনও সুস্থ মানুষ এই খাবার খেতে পারেন।

হাঁটায় ৬-৬-৬ নিয়ম মানলে যে সুবিধা পাবেন

পরিচয় ডেস্ক: হাঁটা শরীর চর্চার একটি অংশ। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে শরীরের জন্য উপকারও হয়। নিয়মিত হাঁটার ক্ষেত্রে ৬-৬-৬ নিয়ম মানলে শারীরিকভাবে আপনি সুস্থ থাকবেন। সারা দিন মানুষ অনেক ব্যস্ত সময় কাটায়। এ কারণে দিনের কোন সময় শরীরচর্চা বা হাঁটাহাঁটি করবেন তা নিয়ে দ্বিধার মধ্যে থাকেন। সে ক্ষেত্রে ৬-৬-৬ নিয়ম মানলে আপনার অনেক কাজ সহজ হয়ে যাবে।

এই নিয়মে হাঁটার অভ্যাস আপনার দৈনন্দিন জীবনে রুটিন থেকে বের করা সম্ভব। হাঁটার ক্ষেত্রে এ নিয়মে সকাল ৬টায় ৩০ মিনিট, আর সন্ধ্যা ৬টায় হাঁটতে হবে। আর ৬ মিনিট বরাদ্দ থাকে ওয়ার্ম আপ এবং কুল ডাউন করার জন্য। সকাল ও সন্ধ্যায় এই নিয়মে হাঁটলে সারাদিনে কাজের একটা ছন্দ পাবেন। এতে সতেজ থাকবেন সারাদিন। সকালের মুক্ত বাতাসে আর সন্ধ্যার নির্মল বাতাসে হাঁটলে মনে প্রশান্তি আসবে। এতে আপনি মানসিকভাবেও সুস্থ থাকবেন।

অনেকে সকালে হাঁটতে বের হন। সকাল ৬টায় হাঁটলে হালকা রোদ পাবেন। এই সময় প্রকৃতি মোটামুটি শান্ত থাকে। ফলে এই সময় ৩০ মিনিট হাঁটলে আপনার মনেও প্রশান্তি আসবে। হাঁটার আগে ৬ মিনিটের জন্য ওয়ার্ম আপ করুন, এরপর হাঁটুন। ৬ মিনিটের জন্য ওয়ার্ম-আপ আপনার পেশীগুলিকে প্রস্তুত করবে। সকালবেলায় হাঁটলে সারাদিন নিজেকে ফুরফুরে মনে হবে। এ ছাড়া সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে, আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো হবে। এতে অনেক রোগের ঝুঁকি থেকে আপনি দূরে থাকতে পারবেন।

সন্ধ্যায় হাঁটলে আপনি সারাদিনের কাজের প্রেশার থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবেন। সকালে ৩০ মিনিট হাঁটলেন, এরপর সন্ধ্যা ৬টায় ৩০ মিনিট হাঁটুন।

যেসব ঘরোয়া উপায়ে পেট ব্যথায় মুক্তি মিলবে

পরিচয় ডেস্ক: পেট ব্যথা পরিচিত একটি রোগ। এমন কোনো মানুষকে পাওয়া যাবে না, যিনি পেট ব্যথার কবলে পড়েননি। এটি এমন একটি রোগ, যার সঙ্গে আমাদের ছোটবেলা থেকে পরিচয়। পেট ব্যথার অজুহাতে স্কুল কামাই করেনি, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে।

পেট ব্যথা একটি প্রচলিত স্বাস্থ্যগত সমস্যা। অনেক কারণে পেট ব্যথা হতে পারে। যেমন: গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা বদহজমে মতো সমস্যার কারণে হতে পারে। আবার ব্যাকটেরিয়া বা

ভাইরাসের সংক্রমণের কারণেও এ রোগের মুখোমুখি হতে পারেন। এখন মানুষ ঘর থেকে বের হলেই তেলেভাজা, মুখরোচক, ফাস্টফুডজাতীয় খাবারের ফাঁদে পড়েন। অনেক সময় এসব খাবার থেকে শুরু হতে পারে পেট ব্যথা।

আমরা কিছুটা অসুস্থ হলে ওষুধ খাওয়া শুরু করি। এটা আমাদের অভ্যাস। পেটে ব্যথার শুরুতেই ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না। তবে, পেট ব্যথার কারণে যদি অনেক বেশি অস্বস্তি হয়, বমি, ডায়রিয়া শুরু হয়, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পুষ্টি ঠিক রেখে ডিম রান্না করার স্বাস্থ্যকর উপায়

পরিচয় ডেস্ক:ডিম সহজলভ্য এবং সবার কাছে জনপ্রিয় একটি খাবার। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই বিভিন্নভাবে আমরা এটা খেয়ে থাকি। ডিমকে প্রোটিন এবং পুষ্টি উপাদানের পাওয়ার হাউসও বলা হয়। সহজে ডিম খাওয়ার উপায় হচ্ছে সেদ্ধ করা। আর ডিমের সাথে নানান সবজি যোগ করে ভাজি করলে পুষ্টিগুণ বেশি হয়। এছাড়াও অমলেট, ডিম পোচড, এবং বেকড এভাবেও ডিম খাওয়া যায়। তবে অনেকেই জানেন না পুষ্টিগুণ ঠিক রেখে ডিম কীভাবে খাওয়া উচিত। হেলথের একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে কীভাবে ডিম খেলে পুষ্টিগুণ ঠিক রাখা সম্ভব।

ডিমের পুষ্টিগুণ: ডিম আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। সুষম ডায়েটের জন্য ডিম বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। ডিমে ৯ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা শরীরে প্রোটিনের সমস্ত চাহিদা মেটাতে সক্ষম। ডিমের প্রোটিন পেশি তৈরি করতে, ক্ষুধা নিবারণ করতে, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। সাধারণত আয়রন এবং ভিটামিন এ, বি৬, বি১২, ডির ঘাটতি দেখা যায় বিশ্বজুড়ে। ডিমের মধ্যে এসব পুষ্টিগুণ উপস্থিত থাকে। ডিমের এ পুষ্টিগুণ আমাদের প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। শারীরিক বৃদ্ধি ঘটায়। শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তা করে। ডিম সেলেনিয়ামের সমৃদ্ধ উৎস। এতে রয়েছে নানা প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান। এগুলো বিশেষত কোলিনের উত্স হিসেবে পরিচিত, যা মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তা করে ও স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ করে।

স্বাস্থ্যকর উপায়ে ডিম রান্না: স্বাস্থ্যকর উপায়ে ডিম রান্না না করলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হতে পারে। তাই পুষ্টিবিদরা স্বাস্থ্যকর নিয়ম মেনে ডিম রান্না করতে বলেন।

ডিম সেদ্ধ: ডিম খাওয়ার জনপ্রিয় পদ্ধতি সেদ্ধ করে খাওয়া। ডিম সেদ্ধ করে খাওয়া হল সব থেকে উপকারী।

সকালে খালি পেটে চা পান নিয়ে যা বলছেন পুষ্টিবিদ

পরিচয় ডেস্ক: এমন অনেকেই আছেন যাদের কাছে চা হচ্ছে প্রথম প্রেম। দিনের শুরুতে ঘুম ভাঙতেই চা চুমুক না দিলে ভালো লাগে না তাদের কাছে। এরপর নাশতার পর, দুপুরে ও রাতে খাবার খাওয়ার পর এবং দিনের অন্যান্য সময় অফিসের সহকর্মী কিংবা বন্ধুমহলে আড্ডায় চা পান করা হয়। অর্থাৎ চা ছাড়া চলেই না। নিত্যদিনের রুটিনে থাকা এই পানীয়তে চুমুক দিয়ে যাদের দিন শুরু হয়, তারা অবশ্য এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে কিনা তা নিয়ে খুব একটা ভাবেন না। এরপরও মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠে, সকালে খালি পেটে চা পান করা কি ঠিক, নাকি ঠিক না। সম্প্রতি এ ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন কলকাতা শহরের বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ মীনাক্ষী মজুমদার। এখন জেনে নেয়া যাক সকালে খালি পেটে চা পান ভালো নাকি খারাপ।

উপকারী পানীয়: চায়ের মধ্যে বিদ্যমান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খুবই উপকারী উপাদান। এ জন্য চা পান করলে শরীরে প্রদাহ কমে। এতে থাকা থিয়াফ্ল্যাভিনসের গুণে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে। আবার হার্টের অসুখও কমে। পাশাপাশি স্ট্রোকের ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনাও অনেকটা হ্রাস পায়। এছাড়া কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত চা পানে ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা যায়। চায়ে বিদ্যমান ক্যাটেচিনসের কার্যকারিতায় ওজনও নিয়ন্ত্রণে আসে। একইসঙ্গে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

খালি পেটে কি চা পান করা ঠিক: চায়ে চুমক দিয়ে দিন শুরু করা অনেকেরই অভ্যাস। এতে তেমন ক্ষতির কিছু নেই। সকালে খালি পেটে চা পানের আগে এক গ্লাস পানি করা ভালো। এরপর চায়ে চুমুক দিন। খালি পেটে চা পানের আগে আগে একটি বিস্কুটও খেতে পারেন। এতে গ্যাস-অ্যাসিডিটির আশঙ্কা থাকবে না।

লিকার না দুধ চা: লিকার ও দুধ চায়ের মধ্যে তুলনা করা হলে ব্ল্যাক টি-কে এগিয়ে রাখা হয়। কেননা, চায়ের মধ্যে দুধ মেশানোর পর পুষ্টিগুণ অল্প হলেও নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য দুধ চা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। তবে যারা দুধ ছাড়া চা পছন্দ করেন না, তারা ডাবল টোনড মিল্ক দিয়ে তৈরি করতে পারেন। এতে ওজন বাড়বে না। শরীরের ক্ষতির আশঙ্কাও কমবে।

চিনি ছাড়াই ভালো: চিনি মেশালে চায়ের ক্যালোরি ভ্যালু কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এতে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার চিনি মেশানো চা পানে শরীরে প্রদাহ বৃদ্ধি পায়।

রাতে চা পান কি উপকারী না ক্ষতিকর, যা বলছেন পুষ্টিবিদ

পরিচয় ডেস্ক: সকালে ঘুম থেকে উঠে, দুপুরে খাবার খাওয়ার পর, সন্ধ্যায় নাশতা কিংবা রাতে খাবার খাওয়ার পর যে পানীয়টি থাকে, তা হচ্ছে চা। এছাড়াও দিনের বিভিন্ন সময় চায়ের কাপে চুমুক দেয়া হয়। চা পানেই কেউ কেউ খুঁজে পান আত্মতৃপ্তি। এমন একটি পানীয় নিয়েও অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন সন্ধ্যায় বা রাতে চা পান করলে নাকি শরীরের অনেক বড় ক্ষতি হয়। পেটের সমস্যাসহ ছোট ছোট বিভিন্ন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি রাতের ঘুমও উড়ে যেতে পারে। কিন্তু এ ধারণা কি আসলেই সঠিক? এর পেছনে কি বিজ্ঞানসম্মত কোনো যুক্তি রয়েছে?

সম্প্রতি এ ব্যাপারে ভারতীয় একটি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন কলকাতা শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের প্রধান পুষ্টিবিদ ড. অরিত্র খাঁ। এবার তাহলে এই পুষ্টিবিদের কাছ থেকে চা পানের ব্যাপারে জেনে নেয়া যাক।

সত্যিই কি রাতে চা পান ক্ষতিকর: এ প্রশ্নের জবাবে পুষ্টিবিদ অরিত্র খাঁ বলেন, অনেকেই মনে করেন রাতে চা পান করলে হয়তো শরীরের অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হয়। কিন্তু বিষয়টি মোটেও তেমন নয়। বরং রাতে চা পান করলে আরও উপকার মিলে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সন্ধ্যার পর দুধ ও চিনি মিশ্রিত চা পান মোটেও ঠিক নয়। এতে হজমে সমস্যা হতে পারে। এছাড়া গ্যাস-অ্যাসিডিটি ও পেট ফাঁপার মতো সমস্যাও হতে পারে।

গ্রিন টি হতে পারে বিকল্প: এপিগ্যালোটোক্যাটেচিন গ্যালেট নামক এক ধরনের উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে এই চায়ে। অত্যন্ত উপকারী এই উপাদান শরীরে প্রি রেডিকেলস তৈরিতে বাধা প্রদান করে থাকে। এতে উচ্চ রক্তচাপ, হাই কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে হার্ট ও ক্যানসারের মতো জটিল অসুখের আশঙ্কা থেকে পাশ কাটিয়ে চলা যায়। এ জন্য প্রতিদিন রাতে এক কাপ করে গ্রিন টি পান করতে পারেন।

মানতে হবে নিয়ম: গ্রিন টি পানে উপকার পেতে অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। কখনো ফুটন্ত পানিতে গ্রিন টি দেয়া যাবে না। এই ভুলে উপকার মিলবে না। উপকার পেতে হালকা গরম পানিতে গ্রিন টি মিশিয়ে নিতে হবে। আর পানের আধঘণ্টা আগে-পরে কিছু খাবেন না। তাহলেই উপকার পাবেন।

ক্যামোমাইল টি: চায়ের মধ্যে সেরার সেরা বলা হয়ে থাকে ক্যামোমাইল টি'কে। এতে এপিজেনিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। ফলে রাতে ঘুম না হওয়ার সমস্যা দূর হয়। আবার ছোট ছোট একাধিক জটিল অসুখও দূর হয়ে থাকে। এই চা পানে উপকার পেতে ঘুমানোর ঠিক এক ঘণ্টা আগে পান করতে হবে। এতে কোনো ধরনের মিষ্টিজাতীয় উপাদান মেশানো যাবে না।

ল্যাভেন্ডার টি: এই চায়ের সুবাস সব চা প্রেমিকেরই মন কাড়ে। এমনকি চোখে ঘুমও এনে থাকে। ল্যাভেন্ডার চায়ে থাকা উপাদান স্ট্রেস দূর করতে অনেক কার্যকরী। ফলে এই চা পানের পর বিছানায় গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে যায়। এ জন্য রাতে নির্ভাবনায় এক কাপ ল্যাভেন্ডার টি পান করতে পারেন। আর হ্যাঁ, অন্তঃসত্ত্বা কোনো নারী ভুলেও চা পান করবেন না।

দুধ চা কি স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ?

পরিচয় ডেস্ক:জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে দুধ চায়ের কদর অনেক। কেউ কেউ আছেন দিনে কয়েক দফা দুধ না পান করেন। তবে প্রায় দুধ চায়ের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে অনেকে বলেন। সত্যি কি এই পানীয়টি বিভিন্ন রোগের কারণ, সে বিষয়টি উঠে এসেছে হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে। পুষ্টিবিদ প্রিয়া এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন। শরীরে দুধ চায়ের প্রভাব নিয়ে তিনি বলেন, প্রচলিত আছে যে দুধ চা খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। বিষয়টা নিয়ে চা প্রেমীদের ভাবনা না থাকলেও এটাই সত্যি যে দুধ চা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। সপ্তাহে দুই তিন বার খেলে সমস্যা নেই কিন্তু অনেকেই দিনে কয়েক দফা দুধ চা খান মূলত তাদের ঝুঁকি আছে।

চায়ে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। দুধ-চিনি ছাড়া রং চা খেলে এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সম্পূর্ণ পায় শরীর। তবে যখন এতে চিনি, দুধ, কনডেন্স মিল্ক মেশানো হয়, তখন চায়ে থাকা ক্যাটেচিন নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট দুধে থাকা কেজিন প্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়। এতে চা তার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাগুন হারায় ও অন্যদিকে দুধ হারায় তার প্রোটিন গুণাগুন। এতে করে চা অ্যাসিডিক হয়। ফলে শরীরে প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন হয়। চিনি ও কনডেন্স মিল্ক যোগ করার মাধ্যমে ক্ষতিটা আরও বেশি হয়। দুধ চায়ের অতিরিক্ত ব্যবহার, বিশেষ করে চিনি ও ক্যাফেইনের পরিমাণ বেশি থাকলে তা ওজন বৃদ্ধি, হজমের সমস্যা, অ্যাসিডিটি ও দাঁতের সমস্যা বাড়ায়।

দুধ চা খেলে দেখা দিতে পারে- কোষ্ঠকাঠিন্য, ওজন বেড়ে যাওয়া, অনিদ্রা, পেট ফাঁপা, হজমে সমস্যা হওয়া, রক্তচাপ ওঠা নামার সমস্যা। এছাড়া, নিয়মিত দুধ চা পান করলে ত্বকের ওপর প্রভাব পড়ে। যারা বেশি দুধ চা পান করেন তাদের ব্রন বা ফুসকুড়ির মতো বিভিন্ন চর্মরোগ দেখা দিতে পারে।

এমনকি, দুধ চায়ে কোনো পুষ্টি গুণাগুনও থাকে না। তাই দুধ চা না খাওয়াই ভালো। দুধ চা এর বদলে গ্রিন টি, ব্ল্যাক টি, রং চা, আদা চা বা হারবাল চা পান করতে পারেন।

লেবু মরিচ মুরগি

পরিচয় ডেস্ক: মুরগির মাংস হচ্ছে এমন একটি উপকরণ যা রোজকার পাত থেকে বিশেষ অনুষ্ঠানের পদে জায়গা করে নিতে পারে। খাবারের মাঝে মাঝে বৈচিত্র আনার জন্য মুরগির মাংসের একটি ভিন্ন স্বাদের পদ হচ্ছে গরম লেবু মরিচ মুরগি।

উপকরণ: মুরগির মাংস ৭৫০ গ্রাম, লেবুর রস ৪-৫ চা চামচ, গোলমরিচ ১ চা চামচ, পেঁয়াজ ৩টা কুঁচি করা, রসুন, কাঁচা মরিচ বাটা ৩ চা চামচ, কাজু ১৫টি, গন্ধরাজ লেবুর পাতা।

প্রণালী: কেটে ধুয়ে রাখা মুরগির মাংসে লেবুর রস, গোলমরিচ মাখিয়ে ম্যারিনেট করে এক ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইয়ে সাদা তেল দিয়ে গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুঁচি, রসুন আর কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে হালকা ভাজতে হবে। তবে খেয়াল রাখবেন যেন সাদা থাকে, বেশি ভাজা না হয়। এবার ভাজা তুলে নিন। ঠান্ডা হলে কয়েকটি কাজু মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে রেখে দিন।

এবার ওই তেলের সঙ্গে আরও খনিকটা তেল মিশিয়ে মাংসের টুকরোগুলো প্রায় ১৫-২০ মিনিট ধরে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে মুরগির মাংস তুলে নিয়ে, ওই তেলে পেস্টটি দিয়ে দিন। এবার সেটিকে ভালো করে কষাতে হবে। এবার পরিমাণ মতো লবণ এবং গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। মুরগির মাংস ঢেলে দিন। তাতে এক চা চামচ মতো লেবুর খোসা গ্রেট করে দিয়ে দিন। মশলা মজে এলে, এক চা চামচ লেবুর রস দিয়ে দিন। সঙ্গে আরেকটু গোলমরিচ আর চেরা মরিচ দিয়ে পরিবেশন করুন। গন্ধরাজ লেবু ও লেবুর পাতা দিয়ে পরিবেশন করুন গরম গরম লেবু মরিচ মুরগি।

চিকেন স্যুপ

পরিচয় ডেস্ক: ডিনারে হোক বা ব্রেকফাস্টে, গরম গরম স্যুপ কিন্তু দারুণ সুস্বাদু। পেটও যেমন ভরবে, তেমনি মনও। সঙ্গে যদি থাকে পুষ্টিগুণ, তাহলে সোনায় সোহাগা।

উপকরণ: মুরগির হাড়- আধ কেজি, মুরগির মাংস- আধ কেজি, চিনি- ২ টেবিল চামচ, লাল চিলি সস- ৫ টেবিল চামচ, চিংড়ি- আধ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার- ৬ টেবিল চামচ, হাঁসের ডিম- ৬টি, কাঁচামরিচ ফালি- ৪টি, লেমন গ্রাস- ৮ টুকরো, চিকেন স্যুপের স্টক- ১২ কাপ, লবণ স্বাদমতো, লেবুর রস- ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী: মুরগির হাড় সেদ্ধ করে চিকেন স্যুপের স্টক ছেঁকে নিন। মুরগির মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। চিংড়ি ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ডিম অল্প ফেটিয়ে নিন। কর্নফ্লাওয়ার এক কাপ পানিতে গুলে নিন। চিকেন স্টকে অর্ধেক গোলানো কর্নফ্লাওয়ার ও ডিম দিয়ে মিশিয়ে কাঁচামরিচ, মাংস, চিংড়ি, চিনি, চিলি সস, লেমন গ্রাস, লবণ দিয়ে নেড়ে নেড়ে মিশিয়ে নিন। আঁচে বসিয়ে হালকাভাবে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। অনবরত না নাড়লে ফেটে যাবে। মাঝারি আঁচে ১৫ থেকে ১৭ মিনিট নেড়ে নেড়ে ফুটিয়ে আঁচ কমিয়ে দিন। ৩ থেকে ৪ মিনিট পর লেবুর রস দিয়ে হালকাভাবে নেড়ে, প্রয়োজন হলে আরও চিলি সস ও লবণ মেশান। গরম-গরম পরিবেশন করুন।গলা খুশখুশ করলে কিংবা সর্দি-কাশি হলে এই পিপার সাওয়ার স্যুপ কিন্তু দারুণ অস্ত্র। এবার জানুন ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর মন্ত্র। যাতে পেটও ভরে আবার পুষ্টিগুণও দারুণ।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিকেন স্টাফড্ টমেটো

পরিচয় ডেস্ক: টমেটো সারা বছরই পাওয়া যায়। রঙিন ও সুস্বাদু এই সবজি যেকোনো খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। টমেটো দিয়ে তৈরিও করা যায় নানা পদ। সালাদ, স্যুপ, সস, নুডলস, পাস্তা কত কী তৈরিতে যোগ করা হয় এই সবজি। এর বাইরেও টমেটো দিয়েই তৈরি করা যায় মুখরোচক চিকেন স্টাফড্ টমেটো।

উপকরণ: মুরগির কিমা ১ কাপ, টমেটো ৪টি বড়, মরিচগুঁড়ো ২ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ১টি, মাখন ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি, ছোটো এলাচ, তেজপাতা, পেঁয়াজ ২টা মাঝারি (মিহি করে কাটা), আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, কাজুবাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, চিজ ইচ্ছেমতো, ধনেপাতা কুচি।

প্রণালী:একটি বাটিতে মুরগির কিমা, মরিচগুঁড়ো, লবণ এবং মিহি করে কাটা কাঁচামরিচ ভালো করে মিশিয়ে নিন। টমেটোর ওপর এবং নীচের অংশগুলো কেটে নিন। একটা টমেটো কাপ তৈরি করতে চামচ দিয়ে তার পাল্প বের করে নিন। পাল্পগুলো ফেলবেন না।

একটি পত্রে মাখন গরম করে তাতে গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ এবং তেজপাতা ফোঁড়ন দিন। সুগন্ধ উঠলে তাতে পেঁয়াজ এবং টমেটোর পাল্পগুলো দিয়ে ভাজতে থাকুন।

মিশ্রণে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাজুন। তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ এবং এলাচ তুলে নিন। তাতে কাজু বাটা মেশান। এবার এগুলো কড়াই থেকে নামিয়ে অল্প ঠান্ডা করে তাতে কাঁচা চিকেন কিমাটা মেশান। এই পুরটা টমেটো কাপের ভিতরে ভরে ফেলুন। পাত্রে পানি গরম করে তাতে স্ট্যান্ড বসিয়ে দিন। স্ট্যান্ডের ওপর একটি প্লেটে পুর ভরা টমেটোগুলো বসিয়ে দিন। ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে রাখুন। মিনিট পনেরো রাখলেই দেখবেন চিকেন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বেক হয়ে গিয়েছে টমেটোও।

মাইক্রোওভেনেও এটি রান্না করা যায়। প্রি-হিটেড ওভেনে ২০০ ডিগ্রিতে ২০ মিনিট রেখে দিলেই স্টাফড্ টমেটো তৈরি হয়ে যাবে।

মুরগির স্টু

পরিচয় ডেস্ক: পরিবারের ছোট-বড় সবারই প্রিয় মুরগির মাংস। এখন প্রায় সবার বাসায় ফ্রিজে মুরগির মাংস থাকে। মুরগির মাংস দিয়ে খাবারের মাঝে মাঝে বৈচিত্র আনার জন্য মুরগির মাংসের একটি ভিন্ন স্বাদের পদমুরগির স্টু   ।

উপকরণ: মুরগি ৫০০ গ্রাম, গোটা ছোট পেঁয়াজ ১০টি, তেজপাতা ২টি, আদাবাটা ১ চা-চামচ, গোটা গোলমরিচ ৮-১০টি, মাখন ৩ টেবিল চামচ, পেঁপের টুকরা ৪টি, আলুর টুকরা ৪টি, গাজর ৪ টুকরা, গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি: কড়াইতে মাখন দিন। তেজপাতা দিন। গোটা পেঁয়াজ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। সবজি, আদাবাটা, লবণ, গোটা গোলমরিচ দিয়ে নেড়ে মুরগি দিন। ভালো করে মিশিয়ে পানি দিয়ে ঢাকা দিন। সবকিছু সেদ্ধ হলে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি
সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন
Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
GHOROA RESTAURANT
the taste of home
Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round - 2 Days/Week

Workshop Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer - 4 Days/Week

Bootcamp Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবর

بســـــــم الله الرحمن الرحيم

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়ারাসুলুলাহ
(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ঈদে
মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মাহফিল

ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী
মেজবান

তারিখঃ ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬:০০

স্থান: নবান্ন পার্টি হল

জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক

আমন্ত্রনে

আহবায়ক
সামসুল আলম চৌধুরী
Ph: 646-756-9096

কো-অডিনেটর
মনির আহমেদ
Ph: 718-415-2528

সদস্য সচিব
মোহা: সেলিম (হারুন)
Ph: 917-691-7721

আয়োজনে: ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম
আয়োজক কমিটি

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮

৫ পৃষ্ঠার পর

ডলারের বৃহত্তর বিনিয়োগ পরিকল্পনার অংশ। আগামী বছর দ্বিতীয় ধাপে আরও ৬৩ জন গবেষক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থী, একাডেমিক স্বাধীনতা ও গবেষণা তহবিল নিয়ে চাপ তৈরি হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মেধাবী গবেষকদের কানাডায় টানার সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের আরএনএ থেরাপিউটিকস ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ফিলিপ জামোরে মন্ট্রিয়লের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিচ্ছেন। ম্যাকগিল আরও পাঁচজন গবেষক নিয়োগ দিয়েছে।

জামোরে বলেন, আমি এমন একটি দেশে বাস করতাম, যাকে আমি বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে মানবজীবনের উন্নতিতে বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নিয়ে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী বলে মনে করতাম। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, সেটি আর সত্য নয়।

তিনি আরও বলেন, বিজ্ঞানীরা যদি সত্যের পক্ষে না দাঁড়ান, তাহলে কেউই দাঁড়াবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথ ছেড়ে যাওয়া পুষ্টিবিজ্ঞানী কেভিন হলও কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। তিনি অতিপ্রক্রিয়াজাত খাবার নিয়ে তাঁর গবেষণায় ফেডারেল কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ ও সেন্সরশিপের অভিযোগ তুলেছিলেন।

কানাডার শিল্পমন্ত্রী মেলানি জোলি বলেন, যখন কিছু দেশ গবেষণায় ব্যয় কমাচ্ছে এবং একাডেমিক স্বাধীনতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তখন আমরা বিজ্ঞানে বিনিয়োগ দ্বিগুণ করছি।

নতুন গবেষক নিয়োগের এই উদ্যোগকে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় মেধা আকর্ষণ্ব প্রকল্প হিসেবে উল্লেখ করেন।

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ও পরিবেশ প্রকৌশলের অধ্যাপক সেথ গুইকেমাও যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাচ্ছেন। গবেষণা তহবিল নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে তিনি নতুন সুযোগ খুঁজতে শুরু করেন। আগামী জানুয়ারিতে তিনি অন্টারিওর লন্ডনে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবেন।

তিনি বলেন,প্রতিটি দেশই কোন খাতে অর্থায়ন করবে, সে বিষয়ে নিজস্ব অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে। সমাজের জন্য সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে গবেষণায় সহায়তা দিতে কানাডা খুব ভালো কাজ করেছে বলে আমার মনে হয়।

টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ও ছয়জন গবেষক নিয়োগ দিয়েছে। তাদের মধ্যে এমআইটির কানাডীয় জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী সারা সিগার রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার পথ হিসেবে কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এখন অনেক গবেষকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে কানাডীয় বংশসূত্র প্রমাণ করতে পারা ব্যক্তিদের জন্য নাগরিকত্বের সুযোগ সম্প্রসারণের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার আবেদন জমা পড়েছে - দ্য নিউইয়র্ক টাইমস থেকে

বাংলাদেশে তিন সাংবাদিককে মারধর, অভিযোগ যুবদল

৫ পৃষ্ঠার পর

তখন সেখানে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছিলেন। ডেইলি স্টারের সাংবাদিক জাহিদ হাসান বলেন, ‘‘পেশাগত দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে যাই। সেখানে একটি বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছিল। ওই মিছিলের ছবি ও ভিডিও ধারণ করার সময় যুবদল নেতা আরিফ মোল্লা (আরিফুজ্জামান) তার সহযোগীদের নিয়ে আমাকে মারধর করেছেন। তারা আমার ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় কয়েকজন আইনজীবী আমাকে উদ্ধার করে তাদের কার্যালয় নিয়ে যান।

নিউজ টুয়েন্টিফোর টেলিভিশন ও জাগো নিউজের জেলা প্রতিনিধি বিধান মজুমদার বলেন, ‘‘তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাই। ভবনের নিচতলা থেকে দোতলায় যাচ্ছিলাম। সেখানে যুবদলের নেতা আরিফ মোল্লা ও তার সহযোগীরা আমাকে চড়ুথাপ্পড় ও লাথি মেরে ভবন থেকে বের করে দেন। আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেবো’’

সাংবাদিকদের মারধরের বিষয়ে জানতে যুবদলের সাবেক সভাপতি আরিফুজ্জামান মোল্লাকে কয়েক দফা ফোন করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি।

কয়েকজন সাংবাদিক জানান, শরীয়তপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত শনিবার রাতে প্রেসক্লাবের সীমানাপ্রাচীরের তিনটি দেয়াল ভেঙে দেওয়া হয়। সাংবাদিক বি এম ইসরাফিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রেসক্লাব সভাপতি আবুল হোসেন ও জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগমের ছবি দিয়ে এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন। ওই ঘটনার জেরে তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। তাতে বি এম ইসরাফিলের ডান হাতের কবজি ভেঙে যায়।

সাংবাদিক ইসরাফিলের ওপর হামলা ও প্রেসক্লাবের সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে শরীয়তপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা গত রোববার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

কর্মসূচি চলাকালে জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগম সেখান দিয়ে যেতে চাইলে সাংবাদিকেরা তাকে ঘিরে রাখেন। এ সময় সাংবাদিকেরা জেলা প্রশাসকের প্রত্যাহার দাবি করে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

ওই ঘটনায় শরীয়তপুরের বিএনপির একটি পক্ষ সাংবাদিকদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। বিএনপির কর্মীরা শরীয়তপুর প্রেসক্লাব ও কয়েকজন সাংবাদিকের উদ্দেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখি করেন। সভা করে সাংবাদিকদের বিপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন তারা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ‘শরীয়তপুর জেলার সর্বস্তরের জনগণ’ লেখা ব্যানার নিয়ে বিএনপির জেলা পর্যায়ের কিছু নেতার উপস্থিতিতে কয়েক শ মানুষ কর্মসূচিতে অংশ নেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জেলা প্রশাসককে ঘিরে ‘মব সৃষ্টিকারী কয়েকজন সাংবাদিকের’ শাস্তি দাবি করে ব্যানার লেখা হয়।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা যখন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হচ্ছিলেন, তখন সেখানে যান সাংবাদিক জাহিদ হাসান, বিধান মজুমদার ও বরকত মোল্লা। জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি আরিফুজ্জামান মোল্লার নেতৃত্বে তার বেশ কয়েকজন সমর্থক ওই তিন সাংবাদিককে মারধর করেন।

বিএনপির পক্ষে করা ওই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন শরীয়তপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি শাহ মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিরাজুল হক মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদ প্রমুখ। বিএনপি নেতারা দাবি করেন, জেলা প্রশাসক সরকারের প্রতিনিধি, তার গাড়ি ঘিরে সাংবাদিকেরা মব সৃষ্টি করেছেন। সাংবাদিকেরা সন্ত্রাসী আচরণ করে জেলা প্রশাসকের প্রত্যাহার চেয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, সাংবাদিকরা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। তারা প্রেসক্লাবের নামে অবৈধভাবে সরকারি জমি দখলে রেখেছেন।

বিএনপি নেতা ও প্রেসক্লাবের ভাষ্য

জানতে চাইলে শরীয়তপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি শাহ মোহাম্মদ আবদুস সালাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘‘সাংবাদিকেরা জেলা প্রশাসকের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছেন। তারা এভাবে তার প্রত্যাহার চাইতে পারেন না। সাংবাদিকতার আড়ালে কিছু সন্ত্রাসী ও ফ্যাসিবাদের দোসররা বিএনপি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য এমন কাজ করেছেন। এ কারণে আমরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছি। সেখানে কোনো সাংবাদিক নিগৃহীত বা মারধরের শিকার হয়েছেন কি না, তা আমার জানা নেই’’

শরীয়তপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বলেন, ‘‘জেলা প্রশাসক কোনো নোটিশ ছাড়া প্রেসক্লাবের সীমানাপ্রাচীর ভেঙে দিয়েছেন। ওই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সময় টিভির সাংবাদিক সন্ত্রাসী হামলার শিকারের পর আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকেরা মানববন্ধন করেছেন এবং জেলা প্রশাসকের প্রত্যাহার দাবি করেছেন। এমন একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আজ যুবদলের এক নেতা তিন সাংবাদিককে মারধর করেছেন, যা অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। আমরা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে এ ঘটনার আইনগত পদক্ষেপ নেবো’’

বিষয়টি জানার জন্য শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগমকে কয়েক দফা ফোন করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। সাংবাদিকদের মারধরের বিষয়টি জানতে শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার রওনক জাহান ও পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ আলমকে কয়েক দফা ফোন করা হয়। তারাও ফোন ধরেননি। ওই দুজনকে খুদে বার্তা দিলেও কোনো জবাব দেননি।

হরমুজে আটকা ৬ হাজার নাবিক, ৪০০ জাহাজ

৫ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ব অর্থনীতিতে আরো ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের জন্য এই জলপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুত্বপূর্ণ এই প্রণালি দিয়ে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তেল ও জ্বালানি পরিবহন করা হয়। ফলে যুদ্ধের কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথে চলাচল দীর্ঘ সময় ব্যাহত হলে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বড় ধরনের চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES

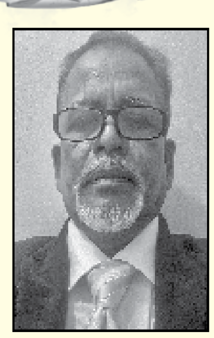

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

এবার ট্রাম্পের নামে রাখা সড়কের

৭ পৃষ্ঠার পর

Always Chickens Out’ বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে। এর অর্থ দাঁড়ায়, ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত সব সময় পিছু হটেন।

এ ছাড়া মার্কিন কৌতুক অভিনেত্রী ও ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের সমালোচক রোজি ডোনেলের নামেও সড়কটির নামকরণের প্রস্তাব এসেছে।

তবে সড়কের নাম পরিবর্তন শিগগিরই হচ্ছে না। টিয়ার্নি বলেন, নাম পরিবর্তনের জন্য সড়কটির অর্ধেকের বেশি বাসিন্দার সমর্থন লাগবে। এরপর নতুন নাম নির্ধারণেও জনমত নেওয়া হবে। অক্টোবরের শেষ দিকে অনুষ্ঠেয় পৌর নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এর আগেও ২০২১ সালে সড়কটির নাম পরিবর্তন নিয়ে ভোট হয়েছিল। তখন ৬২টি পরিবারের মধ্যে ২১টি নাম পরিবর্তনের পক্ষে এবং ২১টি বিপক্ষে ভোট দেয়। বাকি ২০টি পরিবার ভোট দেয়নি।

তবে নাম পরিবর্তনের বিরোধিতা করা সবাই ট্রাম্পের সমর্থক ছিলেন না। অনেকেই শুধু ঠিকানা পরিবর্তনের ঝামেলা এড়াতে চাননি।

টিয়ার্নি বলেন, ট্রাম্পের লেক অন্টারিওর নাম লেক আমেরিকা করার সিদ্ধান্তের পর বিষয়টি আবার আলোচনায় এসেছে। তবে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও শুল্কসংক্রান্ত বড় বিরোধের তুলনায় সড়কের নাম নিয়ে বিতর্ককে তিনি গৌণ বিষয় বলেই মনে করেন।

তিনি বলেন, “নাম নিয়ে এই শব্দের খেলা ভবিষ্যতে আরেক দিনের জন্য তোলা যেতে পারে। এখন আমাদের মনোযোগ বাণিজ্য ও শুল্কের দিকেই থাকা উচিত। এসব আসলে শুধু মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়” ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে তিনি আরও বলেন, “এই বিরক্তিকর নামের খেলা বন্ধ করুন এবং আবার আলোচনার টেবিলে ফিরুন” - সিএনএন

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, নাসা,

৬ পৃষ্ঠার পর

সক্ষম হয় হ্যাকাররা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনা সংযোগ থাকা সাইবার হামলার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চীনের সরকারি সংস্থাগুলোর পক্ষে অনেক বেসরকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে এই ধরনের উচ্চমাত্রার সাইবার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা সেন্টিনেলওয়ানের বিশ্লেষক ডাকোটা ক্যারি জানান, গত এক দশকে এই ধরনের আক্রমণাত্মক সেবা প্রদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলোর ওপর একের পর এক সাইবার হামলার এই ঘটনা ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যকার চলমান উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

কানাডার সাথে বাণিজ্য যুদ্ধের

৭ পৃষ্ঠার পর

দেখুন, আমাদের একটি উপসাগর আছে, একটি হ্রদও আছে। এখন শুধু একটি মহাসাগর দরকার। তাই হয়তো আটলান্টিক অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের নামও আমাদের পরিবর্তন করতে হবে”

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি নথিপত্রে যেকোনো স্থান বা ল্যান্ডমার্কের নাম পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়ার আইনি এখতিয়ার রয়েছে, তবে তিনি কানাডা সরকার বা সীমান্তের কোনো সাধারণ নাগরিককে এই নাম পরিবর্তন মানতে বাধ্য করতে পারেন না।

বিশ্লেষকদের মতে, প্রায় দুই বছর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ভোট দেওয়া এবং বর্তমানে জীবনযাত্রার ব্যয় ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে পড়া ভোটারদের আকৃষ্ট করতেই ট্রাম্প এই জাতীয়তাবাদী চাল চেলেছেন। একই সঙ্গে ট্রাম্প আমেরিকার পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী মিত্রদের ওপর অনর্থক চাপ সৃষ্টি করছেন, কারণ তাঁর বিশ্বাসড়মিত্র দেশগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের মতো আচরণ করে আমেরিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে, অথচ তাদের উচিত মার্কিনদের অনুগত হয়ে থাকা।

হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে এই আদেশে সই করার সময় ট্রাম্প স্পষ্ট করেন যেড়আমেরিকার সামরিক ছত্রছায়ায় থাকার সুবাদে কানাডা যেভাবে মাফিয়াদের মতো “সুরক্ষা ফি” বা প্রোটেকশন মানি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, তার ওপর ক্ষোভ থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, “আপনারা জানেন, আমরা কোনো অর্থ ছাড়াই কানাডাকে রক্ষা করি। আমরা এর বিনিময়ে কিছুই পাই না। কানাডাকে রক্ষা করার জন্য তারা আমাদের কোনো টাকা দেয় না, কিন্তু আমরা তাদের রক্ষা করি এবং তারা তা বোঝে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা বরফ কাটার জাহাজ (আইসব্রেকার) কিনেছি। তারা সেগুলো ব্যবহার করতে চায়। আমাদের কাছে ১১টি নতুন আইসব্রেকার আসছে এবং তারা সেগুলো ব্যবহার করতে চায়। অথচ তারা কোনো কিছুর জন্যই টাকা দেয় না। তারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মতো আচরণ করতে চায়, কিন্তু তারা কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়”

তিনি গাড়ি উৎপাদন কারখানার উদাহরণ দিয়ে বলেন, এই অটোমোবাইল শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে কানাডা থেকে সরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনা উচিত। চীন ও উত্তর কোরিয়ার স্বৈরশাসকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও কেন তিনি কানাডার মতো একটি ঐতিহ্যবাহী বন্ধু রাষ্ট্রকে ক্ষেপিয়ে তুলছেনড়সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প কানাডা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। গত সপ্তাহে বাণিজ্য আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কের জবাবে কানাডাও পাল্টা শুল্ক আরোপ করে, যা ট্রাম্পকে ক্ষুব্ধ করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরো বলেন, “কানাডার কর্মকর্তারা আমাদের সঙ্গে খুবই খারাপ আচরণ করেছেন। তারা বাজে মানুষ। তারা আমাদের কৃষকদের ওপর ৪০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে” তিনি আরও দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং তাঁর প্রথম মেয়াদে স্বাক্ষরিত নতুন বাণিজ্য চুক্তি থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্য ক্ষেত্রে আলোচনার জন্য কানাডাই “সবচেয়ে কঠিন দেশ”। তিনি অভিযোগ করেন, কানাডিয়ানরা সবকিছুতেই নিজেদের “বিশেষ অধিকার” রয়েছে বলে মনে করে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুতে টিকটক-এ পোস্ট করা একটি ভিডিওতে ট্রাম্প এই নাম পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ভিডিওতে তিনি গ্রেট লেকসের একটি মানচিত্র দেখিয়ে বলেছিলেন যে তিনি বৃহস্পতিবার ২৭ আবঠিক কী করতে যাচ্ছেন। ৮০ বছর বয়সী এই প্রেসিডেন্ট ভিডিওতে বলেন, “আমরা একটি ছোট পরিবর্তন করতে যাচ্ছি; আমরা একে লেক ওন্টারিওর চেয়ে ভিন্ন কিছু বলব। আমরা একে লেক আমেরিকা বলব। আর এর জন্য কেবল একটি ভালো কলম এবং কিছুটা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন” এরপর তিনি একটি শার্পি কলম দিয়ে মানচিত্রে লেক ওন্টারিও নামটি কেটে তার ওপরে “লেক আমেরিকা” লিখে দেন।

কানাডার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এই ভৌগোলিক আক্রমণ দুই প্রতিবেশীর মধ্যকার সম্পর্ককে নজিরবিহীন ফাটলের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কানাডিয়ান সংবাদপত্র “দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল”-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত এক শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম কানাডিয়ান প্রতিরক্ষা বাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সামরিক আগ্রাসন বা আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার একটি প্রতীকী মহড়া পরিচালনা শুরু করেছে।

গত বছরের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একাধিকবার কানাডাকে দখল করার এবং একে আমেরিকার “৫১তম অঙ্গরাজ্য” বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আর সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে, তিনি আর্কটিক বা সুমেরু অঞ্চলে কানাডার ভূখণ্ডের “দুর্বলতা” এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ঝুঁকির বিষয়টির ওপর পুনরায় মনোযোগ দিয়েছেন।

একই সময়ে, ৮০ বছর বয়সী এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ন্যাটোর আরেক মিত্র ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল “গ্রিনল্যান্ড”-এর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ইচ্ছার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেছেন। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ড তাদের প্রয়োজন এবং এই লক্ষ্য অর্জনে তারা প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগসহ সব ধরনের বিকল্প পথ খোলা রাখছে। - ইনডিপেন্ডেন্ট, নিউইয়র্ক পোস্ট থেকে

মন্টানা স্টেটের বিলিংসে বাড়ি

৬ পৃষ্ঠার পর

পৌঁছান। এর প্রায় ১১ মিনিট পর প্রতিবেশীরা এমন কিছু শব্দ শুনেছিলেন, যেগুলো প্রথমে তাদের কাছে আতশবাজির শব্দ বলে মনে হয়েছিল। এর কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে ৯১১-এ সাহায্য চেয়ে ফোন আসে। সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে বাড়ির অগ্নিসংকেত বেজে ওঠে। প্রথম পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে পৌঁছান প্রায় ৬টা ১১ মিনিটে। তখনও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

পরে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায়, ৯১১-এ ফোনটি করেছিল ১২ বছরের শার্লট। তার বাবা অ্যাডাম ঘেকিয়ের বলেছেন, পুলিশ তাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পরিবারের বন্ধু জেনিফার মার্সারও বলেছেন, গুলির মধ্যে শার্লটই সাহায্য চেয়ে ফোন করেছিল এবং পরিবারের সদস্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। মেয়েটি অবশ্য নিজে আর বাড়ি থেকে বের হতে পারেনি। পুলিশ বাড়িটির সামনে অ্যালানের মুখোমুখি হলে তিনি আবার ভেতরে ঢুকে পড়েন। সে সময় কর্মকর্তারা বাড়ির ভেতর থেকে আরও গুলির শব্দ শুনতে পান এবং ধোঁয়া বের হতে দেখেন। পরে অ্যালান বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে নিজের ওপর গুলি চালান। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। শেরিফ ও’ডনেল জানিয়েছেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই বাড়ির ভেতরে একাধিক জায়গায় আগুন লাগানো হয়েছিল বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

গুলি চলতে থাকায় দমকলকর্মীরাও শুরুতে বাড়ির কাছে যেতে পারেননি। এর মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাটি শহরসীমার বাইরে হওয়ায় সেখানে ফায়ার হাইড্র্যান্ট ছিল না; বাইরে থেকে পানি এনে আগুন নেভাতে হয়। শেষ পর্যন্ত বাড়িটি প্রায় পুরোপুরি পুড়ে যায়। ধ্বংসস্তূপ এতটাই নাজুক হয়ে পড়ে যে নিহতদের দেহাবশেষ উদ্ধার ও আলামত সংগ্রহের কাজও ধীরে করতে হচ্ছে। কেন এই হত্যাকাণ্ড, সেই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর এখনো মেলেনি। তবে পরিবারের সদস্য ব্র্যাড আয়ারল্যান্ড জানিয়েছেন, অ্যালান দীর্ঘদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে ওই বাড়িতে থাকতেন। কয়েক সপ্তাহ আগে তাকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলা হয়। এরপর রোববার তিনি হঠাৎ ফিরে আসেন, যখন পরিবারের সদস্যরা নৈশভোজের জন্য একত্র হয়েছিলেন। বুধবার শেরিফও নিশ্চিত করেছেন, অ্যালান আগে ওই বাড়িতে থাকলেও ঘটনার সময় সেখানে বসবাস করছিলেন না।

অ্যালান সম্পর্কে পরিবার জানিয়েছে, তিনি মানুষের সঙ্গে খুব একটা মিশতেন না এবং দিনের বড় অংশ নিজের ঘরে কম্পিউটারের সামনে কাটাতেন। Eastern Washington University-তে পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে কোনো চাকরিতে থাকতে পারেননি। পুলিশ জানিয়েছে, এর আগে অ্যালানের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগের রেকর্ড ছিল না এবং ওই বাড়িতেও আগে পুলিশ ডাকার ঘটনা ঘটেনি। মন্টানা ও ওয়াশিংটনের অপরাধসংক্রান্ত নথিতেও তার বিরুদ্ধে আগের কোনো গ্রেপ্তার বা ফৌজদারি অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

সেদিন বাড়িতে ছিলেন না মেগানের স্বামী অ্যাডাম ঘেকিয়ের। তিনি বিলিংসের বিমানবন্দরে কর্মরত ছিলেন। জরুরি যোগাযোগব্যবস্থায় এলাকায় গুলির ঘটনার খবর শুনে তিনি প্রথমে স্ত্রী ও সন্তানদের ফোন করতে শুরু করেন। কারও কাছ থেকেই উত্তর না পেয়ে গাড়ি নিয়ে হোয়াইট স্টার সার্কেলের দিকে ছুটে যান। সেখানে পৌঁছে দেখেন পরিবারের বাড়িটি আগুনে জ্বলছে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর জানতে পারেন, তার স্ত্রী এবং পরিবারের চার শিশুর কেউ বেঁচে নেই।

অ্যাডাম জানিয়েছেন, তাদের পারিবারিক নৈশভোজ সাধারণত শুক্রবার হতো। সে কারণে রোববার ল্যান্ডন ও শার্লটের ওই বাড়িতে থাকার কথা ছিল না। তার ধারণা, অ্যালান হয়তো জানতেনও না যে তারা সেদিন সেখানে থাকবে। সেই শার্লটই শেষ মুহূর্তে ৯১১-এ ফোন করে সাহায্য চেয়েছিল।

স্মিথ পরিবার মূলত সিয়াটল এলাকার বাসিন্দা। মেগান প্রায় ছয় বছর আগে মন্টানায় চলে আসার পর তার বাবা-মাও বিলিংসে চলে আসেন। ডানা স্মিথ মার্কিন বিমানবাহিনীতে চাকরি করেছিলেন এবং পরে Boeing-এ কাজ করেন। বারবারা ছিলেন শিক্ষক। এভলিন কাছাকাছি একটি প্রবীণ নিবাসে থাকতেন। রোববার তিনিও পরিবারের সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দিতে এসেছিলেন।

Associated Press ও USA Today-এর সঙ্গে Northeastern University পরিচালিত হিসাব অনুযায়ী, এটি ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২২তম গণহত্যা (mass killing)। তাদের হিসাবে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারী ছাড়া চার বা তার বেশি মানুষ নিহত হলে সেই ঘটনাকে এই তালিকায় রাখা হয়। এ বছরের ২২টি ঘটনার মধ্যে ১৫টিই পারিবারিক বা ঘরোয়া বিরোধ থেকে ঘটেছে বলে জানিয়েছেন ডেটাবেসটির তত্ত্বাবধায়ক ও Northeastern University-এর অপরাধবিজ্ঞানী জেমস অ্যালান ফক্স। বিলিংসের ঘটনাটি গত এপ্রিলের পর যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রাণঘাতী এমন ঘটনা।

বুধবারও পোড়া বাড়িটির ধ্বংসস্তূপে আলামত খুঁজছিলেন তদন্তকারীরা। আগুনে পুড়ে যাওয়া অংশ সরাতে সরাতে তারা বোঝার চেষ্টা করছেন, রোববার সন্ধ্যায় বাড়িটির ভেতরে ঠিক কোন ক্রমে ঘটনাগুলো ঘটেছিল। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তও চলছে। কেন অ্যালান নিজের পরিবারের ওপর গুলি চালালেন, সেই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটির উত্তরও এখনো অজানা। শেরিফ ও’ডনেলের কথায়, তদন্তে অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলবে; আবার কিছু প্রশ্নের উত্তর হয়তো কখনোই পাওয়া যাবে না। নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক।

তথ্যসূত্র: The Associated Press, CBS News, USA Today

যুক্তরাষ্ট্রে ‘চায়না-শক’ কতটা সত্য

১৯ পৃষ্ঠার পর

নয়। আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত কোনো ব্যক্তির তৃতীয় কাপ এসপ্রেসো কফি খাওয়ার সিদ্ধান্তের মতো সহজ বা একক কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। এর পেছনে অনেক কারণ ও সিদ্ধান্ত কাজ করেছে। হ্যাঁ, ২০০০ সালে চীনকে স্থায়ী স্বাভাবিক বাণিজ্যসম্পর্কের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং ২০০১ সালে চীন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়। কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর চীনের স্বাভাবিক বাণিজ্যসম্পর্কের মর্যাদা নবায়ন করত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগদানের আগের দুই দশকেই চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দ্রুত বেড়েছিল। আমার হিসাব অনুযায়ী, ১৯৮০-এর দশকেই যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানিতে চীনা পণ্যের অংশ বাড়তে শুরু করে। ১৯৮৯ সালে এই অংশ ছিল ২ দশমিক ৫ শতাংশ। ১৯৯৩ সালে তা দ্বিগুণের বেশি হয়ে ৫ দশমিক ৪ শতাংশে পৌঁছায়। ১৯৯৯ সালে ছিল ৮ শতাংশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেওয়ার পরও এ প্রবণতা অব্যাহত ছিল। ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানিতে চীনা পণ্যের অংশ ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ। ২০০৭ সালের মধ্যে তা দ্বিগুণ হয়ে ১৬ দশমিক ৪ শতাংশে পৌঁছায়। তবে তথাকথিত চীন-ধাক্কা সৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ভূমিকা যতটা বড় বলে মনে করা হয়, বাস্তবে তা অতটা ছিল না। ২০০০ সালের আগে প্রতিবছর চীনের বাণিজ্য মর্যাদা নবায়ন করতে হতো। স্থায়ী স্বাভাবিক বাণিজ্যসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ফলে সেই অনিশ্চয়তা দূর হয় এবং এতে চীনের রপ্তানি বাড়তে সাহায্য করে। কিন্তু চীনের রপ্তানি বৃদ্ধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল দেশটির অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী সংস্কার। চীন নিজেই তার শুল্কহার কমিয়েছিল এবং অর্থনীতিতে নানা সংস্কার করেছিল। এসব পদক্ষেপও চীনের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত কোনো রহস্যময় ক্ষমতাবান অভিজাত গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তও ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে চীনা পণ্যের রপ্তানি বেড়েছিল লাখোকোটি মানুষের বিকেন্দ্রীভূত ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ক্রমেই চীনে তৈরি পণ্য কিনতে শুরু করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনের যোগদানের পরও সেই প্রবণতা চলতে থাকে।

তাই চীন-ধাক্কার ঘটনাকে এমন প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা ঠিক নয় যে বাণিজ্য উন্মুক্ত করা শ্রমজীবী মানুষের ক্ষতি করে। এটিও ঠিক নয় যে কোনো শক্তিশালী ও কূটকৌশলী অভিজাত গোষ্ঠী সচেতনভাবে এমন একক সিদ্ধান্ত নেয়, যার ক্ষতি হয় যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের।

২০০০-এর দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বরং অন্য শিক্ষা নেওয়া উচিত। প্রথমত, অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকেরা যতটা ভেবেছিলেন, এক খাত থেকে অন্য খাতে শ্রমিকদের স্থানান্তর বাস্তবে ততটা সহজ নয়। কোনো খাতে অর্থনৈতিক সুযোগ কমে গেলে সেই খাতের শ্রমিকদের নতুন ও সম্প্রসারণশীল খাতে চলে যাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সুযোগ কমে যাওয়া অঞ্চল থেকে মানুষ আগের তুলনায় কম স্থানান্তরিত হতে চান। এমনকি পুরো শ্রমবাজারে নতুন ভারসাম্য তৈরি করার মতো দ্রুতগতিতেও তাঁরা অন্যত্র যান না। এ শিক্ষা ভবিষ্যতের নানা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতির সময়ে নীতিনির্ধারকদের বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত। প্রযুক্তির কারণে কোনো এলাকার অর্থনীতি বড় ধাক্কা খেলে সেখানকার শ্রমিকদের অন্যত্র যেতে সরকারি সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। নতুন চাকরিতে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে শ্রমিকদের আয় অনেক কমে গেলে তাঁদের জন্য বড় অঙ্কের আয়ের ভর্তুকির কথাও ভাবা যেতে পারে।

কিন্তু নীতিনির্ধারকদের অর্থনীতির চারপাশে দেয়াল তুলে দেওয়া উচিত নয়। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের গতিও ধীর করার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। ভবিষ্যতের দিকে ভয় নিয়ে নয়, আশাবাদ নিয়ে এগোতে হবে। অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উদারতাকে দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির বাধা হিসেবে দেখা ভুল। বাস্তবে এগুলোই দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি।

মাইকেল আর স্ট্রেইন আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের অর্থনৈতিক নীতি গবেষণা বিভাগের পরিচালক।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ভেনেজুয়েলার তেলের মজুতের

৫ পৃষ্ঠার পর

ভেনেজুয়েলার সরকার এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, এটি দেশের অর্থনীতি ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। ভেনেজুয়েলার তেল খাতে মার্কিন উপস্থিতি বৃদ্ধিতে এই চুক্তিকে বড় ধরনের পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দীর্ঘদিনের অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ, অব্যবস্থাপনা এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দেশটি বর্তমানে দৈনিক মাত্র ১২ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল তেল উৎপাদন করছে।প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘আমার নির্দেশনায় পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও এবং প্রতিরক্ষ সচিব পিট হেগসেথ, ভেনেজুয়েলার অন্তর্বতীকালীন প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন। বেসরকারি খাতের অংশীদারত্বের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার প্রমাণিত তেল সম্পদের ৬৫ বিলিয়ন ব্যারেলেরও বেশি অংশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এর জন্য মার্কিন করদাতাদের কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয়নি।’

যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে ভেনেজুয়েলার নির্দিষ্ট কিছু তেলক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী প্রবেশাধিকার প্রদান এবং উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে কয়েক সপ্তাহের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর এই ঘোষণা এলো। ভেনেজুয়েলার কর্মকর্তারা আগামী সপ্তাহে বেশ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি কোম্পানিকে নতুন তেল অনুসন্ধান ও উৎপাদনের অনুমতি দিতে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স সূত্রের বরাতে জানা গেছে, সেখানে লিজভিত্তিক মডেল বিবেচনা করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদকদের কাছে তেলক্ষেত্রগুলো নিলামে তোলা হতে পারে। তবে ভেনেজুয়েলায় এই ব্যবস্থা আইনি ও সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে, কারণ দেশটির সংবিধান অনুযায়ী প্রধান জ্বালানি খাতের ওপর রাষ্ট্রের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

চুক্তির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সংশ্লিষ্ট তেলক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম কিংবা যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে এই তেলের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবেড়সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

তবে রয়টার্সের দেখা একটি তালিকা অনুযায়ী, এসব তেলক্ষেত্র প্রধানত অরিনোকো বেল্ট এবং মারাকাইবো হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্র তুলে নিয়ে যাওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন ডেলসি রদ্রিগেজ। শুক্রবার দিবাগত রাতে তিনি জানান, এই চুক্তির অধীনে ১৭টি কৌশলগত তেলক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এতে দেশটি রাজস্ব হিসেবে প্রায় ২০৯ বিলিয়ন ডলার আয় করবে।

ইরানের হিট লিস্টে নাম: ভয়ে নিঃসঙ্গ

৫ পৃষ্ঠার পর

মতে, ব্যারন রক্ষণশীল এক্টিভিস্ট চার্লি কার্কের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং তার হত্যাকাণ্ড ব্যারনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাবাকে এই খবরটি জানাতে ফোন করে ব্যারন বলেছিলেন, 'বাইরে বের হলে এটাই ঘটে।'

ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের কার্যালয় জানিয়েছে, 'সাম্প্রতিক হুমকির বিষয়টি মাথায় রেখে... ব্যারনের ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত যেকোনো বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।'

ফার্স্ট লেডি তার ছেলের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রতিরক্ষামূলক এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার বিষয়ে তার ছেলের ইচ্ছাকে সম্মান জানান।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ যখন শেষ হয়ে আসছিল এবং ব্যারন যখন তার সিক্রেট সার্ভিস নিরাপত্তা হারানোর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন, তখন ফার্স্ট লেডির কার্যালয় থেকে হোয়াইট হাউসের সাথে যোগাযোগ করা হয়। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে তারা ব্যারনের নিরাপত্তা মেয়াদ বাড়ানোর অনুরোধ জানায়, যা বাইডেন প্রশাসন মেনে নিয়েছিল।

মেলানিয়া ট্রাম্পের ওপর তৈরি প্রামাণ্যচিত্রের এক অংশে, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি জানি ব্যারন বাইরে যাবে না। এবং আমি তার এই সিদ্ধান্তকে সম্মান করি।'

এটি ঘটেছিল ট্রাম্পের অভিষেক প্যারেডের পরিকল্পনার সময়ে, যখন ফার্স্ট ফ্যামিলির পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ ধরে হেঁটে যাওয়ার কথা ছিল। তবে তীব্র শীতের কারণে পরবর্তীতে এই প্যারেডটি ইনডোরে বা ভেতরে স্থানান্তরিত করা হয়।

ব্যারন ট্রাম্পের প্রতি ইরানের হুমকি

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ট্রাম্প পরিবারের প্রতি এক হুমকি হিসেবে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন একটি প্রতিবেদন সম্প্রচার করে, যেখানে ব্যারন ট্রাম্পের কাছে পৌঁছানোর উপায় বর্ণনা করা হয় এবং ১ কোটি মার্কিন ডলারের (৮০ কোটি টাকারও বেশি) পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

ইরাকি ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের তৈরি এবং ইরানি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের চ্যানেল ৩-এ সম্প্রচারিত ভিডিওটির শিরোনাম ছিল "হোয়্যার টু কিল ব্যারন ট্রাম্প" (কোথায় ব্যারন ট্রাম্পকে হত্যা করা যায়)। এতে এই ২০ বছর বয়সী তরুণ কীভাবে চলাচল করেন তা দৃশ্যমানভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।

ভিডিওটিতে দাবি করা হয়, ব্যারন "সম্পূর্ণ নজরদারিতে" আছেন। তবে এতে আরও অভিযোগ করা হয়, সিক্রেট সার্ভিসকে ফাঁকি দিয়ে এক তরুণী একবার এক ব্যক্তিগত বৈঠকে ব্যারনের পাশে গিয়ে বসেছিলেন।

গত মাসেও ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন একটি ভিডিও প্রচার করেছিল, যা সরাসরি মার্কিন ফার্স্ট লেডিকে লক্ষ্য করে তৈরি। সেই ভিডিওর শেষের দিকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ব্যারনের দিকে এবং সরাসরি একটি সতর্ক বার্তা দেয়া হয়, 'এটি কেবল সূচনা মাত্র। ব্যারন ট্রাম্প, আমাদের জন্য অপেক্ষা করো।'

ইরানি হুমকির বিষয়ে সচেতন সিক্রেট সার্ভিস

সিএনএনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্যারনকে হত্যার হুমকি দিয়ে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিওটির বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিস সচেতন রয়েছে বলে জানিয়েছে।

সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র নেট হেরিং সিএনএনকে বলেন, 'ইউএস সিক্রেট সার্ভিস ভিডিওটি সম্পর্কে অবগত এবং আমাদের সুরক্ষাধীন ব্যক্তিদের প্রতি হুমকি হিসেবে গণ্য হতে পারে—এমন যেকোনো বিষয় আমরা তদন্ত করে দেখি।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, কৌশলগত নিরাপত্তার স্বার্থে সিক্রেট সার্ভিস তাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্যের বিষয়ে আলোচনা করে না।

তবে, দিন কয়েক আগে লেবাননের আল মানার টিভিতে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে ইরানের নিরাপত্তা প্রধান মহসিন রেজাই জানান, ট্রাম্পের কনিষ্ঠ ছেলেকে হত্যা পরিকল্পনার যে প্রতিবেদনটি এসেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। - নিউইয়র্ক পোস্ট; এনডিটিভি

দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে বাংলাদেশের

১৩ পৃষ্ঠার পর

বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে'। টিআইবি মনে করে, দ্বৈত নাগরিকত্ব বহাল থাকা অবস্থায় টেকনোক্র্যাট কোটায় তার নিয়োগ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করে পদ গ্রহণ করায় তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। সংবাদকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী 'কে নিউজ করছে' এবং 'কার এত জ্বালা' বলে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, তাকে পতিত কর্তৃত্ববাদী আমলের 'শুট দ্য মেসেঞ্জার' চর্চার প্রতিফলন হিসেবে দেখছে টিআইবি।

ড. জামান বলেন, 'সংবাদটি কে করেছে তা এখানে মুখ্য নয়; মূল প্রশ্ন হলো—দায়িত্ব গ্রহণের সময় তার বিদেশি নাগরিকত্ব বহাল ছিল কিনা। এমন একটি সাংবিধানিক ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া তার দায়িত্ব ছিল'।

টিআইবি বলছে, রক্তক্ষয়ী জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে জনগণের তথ্য জানার অধিকার আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অঙ্গীকার করা হয়েছে। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রীয় পদে থাকা ব্যক্তির আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া সংবাদকর্মীদের ওপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি করে এবং এটি স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্যও হুমকিস্বরূপ। এতে সাংবাদিকদের মধ্যে 'চিলিং ইফেক্ট' বা আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা বাড়তে পারে, যা শেষ পর্যন্ত জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বাংলাদেশে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিতর্ক আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে পারে বলে সতর্ক করেছে টিআইবি। সংস্থাটি সরকারকে অবিলম্বে প্রতিমন্ত্রীর দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশ এবং তার নিয়োগের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

পাশাপাশি, সরকারের অন্য কোনো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা সমমর্যাদার ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যদি দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রশ্ন থাকে, তবে স্বচ্ছতা ও সাংবিধানিক জবাবদিহির স্বার্থে তাদের তথ্যও জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে টিআইবি।

তারেক রহমানকে কেন দিল্লিতে চায়

১৩ পৃষ্ঠার পর

তার বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

প্রেস সচিব সালেহ বলেন, 'আমরা একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছি এবং শেখ হাসিনাকে দ্রুত হস্তান্তরের বিষয়ে ভারতীয় পক্ষের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছি'।

ভারত জানিয়েছে, এই হস্তান্তরের আবেদনটি বিবেচনাধীন রয়েছে। হাসিনা ইস্যুটি বজায় থাকা সত্ত্বেও, দিল্লি নতুন সরকারের কাছে টানা কূটনৈতিক বার্তা পাঠিয়ে চলেছে।

তারেক রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তাকে একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাশাপাশি ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ একাধিক নীতি-নির্ধারক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করেছেন।

দিনেশ ত্রিবেদী জানিয়েছেন, তারেক রহমান যখন ভারত সফরে আসবেন, তখন তাকে 'সর্বোচ্চ সম্মান' দেয়া হবে এবং একটি 'স্মরণীয় সংবর্ধনা' দেওয়া হবে।

ভারতের জন্য এমন প্রকাশ্য আগ্রহ দেখানো বেশ ব্যতিক্রমী। সাধারণত কোনো প্রতিবেশী দেশের প্রধানকে আতিথেয়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে দিল্লিকে এত উৎসাহী খুব একটা দেখা যায় না।

ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম শরণ বিবিসিকে বলেন, 'আমার ধারণা দিল্লির মধ্যে কিছুটা হতাশা কাজ করছে। কারণ, হাসিনাকে সরাসরি ফেরত দেওয়া ছাড়া ঢাকাকে সাথে টানার জন্য যা যা করা সম্ভব, তার সবই তারা ইতোমধ্যে করে ফেলেছে'।

শ্যাম শরণ বাংলাদেশের তাৎক্ষণিক কিছু চাহিদা মেটাতে ভারতের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন, যার মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ এবং চিকিৎসার জন্য ভিসা চালু করার মতো পদক্ষেপগুলো রয়েছে। তিনি আরও জানান, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহজ করার লক্ষ্যে বন্ধ থাকা কিছু প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাও পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে।

উভয় দেশের জন্যই এখানে অনেক কিছু নির্ভর করছে। ভারত ও বাংলাদেশের ৪,০৯৬ কিলোমিটারের (২,৫৪৫ মাইল) দীর্ঘ একটি সীমান্ত রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সম্পর্ক। গত বছর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, যার সিংহভাগই ছিল ভারতের পক্ষে।

এ ছাড়া ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনকালে উভয় দেশের সরকার সড়ক, রেলপথ ও সমুদ্রবন্দরের সংযোগ সম্প্রসারিত করেছিল, যা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতায়াত সহজ করে তোলে। তারা নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। ভারত যেসব বিদ্রোহী গোষ্ঠী বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ করেছিল, হাসিনা সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালিয়েছিল।

তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাংলাদেশে ক্রমশ বিতর্কিত হয়ে ওঠে। সমালোচকেরা দিল্লির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করার অভিযোগ তোলেন।

বর্তমানে ভারতে তার অবস্থান সেই উত্তেজনাকে টিকিয়ে রেখেছে। চলতি বছরের ৫ আগস্ট বিষয়টি পুনরায় সামনে আসে, যখন দিল্লিভিত্তিক 'ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে' আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন হাসিনা।

তিনি আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে আসার অঙ্গীকার করেন এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে তার সমর্থকদের ওপর দমন-পীড়নের অভিযোগ তোলেন।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতের মাটিতে তাকে প্রকাশ্যে কথা বলতে দেওয়ার বিষয়ে তারা 'ক্ষুব্ধ'।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এ অনুষ্ঠানে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং তারা বিশেষ করে বাংলাদেশের যথাযথভাবে গঠিত সরকারের বিষয়ে এই ফোরামে বলা কোনো বক্তব্যই সমর্থন করে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লাইলুফার ইয়াসমিন বলেন, হাসিনার ওই ভার্চুয়াল উপস্থিতির আগে এমন খবর আসছিল যে তারেক রহমান ভারতে সফরের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন।

তিনি বলেন, 'ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের বিষয়ে কতটা আন্তরিক, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে'।

তাই, হাসিনা সেখানে অবস্থান করা অবস্থায় তারেক রহমানের দিল্লি সফর করাটা দেশের রাজনীতিতে এক ধরণের রাজনৈতিক ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

তবে ভারতের সম্পর্ক জোড়া লাগানোর আকুলতা কেবল শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে নয়। হাসিনার পতনের পর থেকে বাংলাদেশ ভারতের চিরপ্রদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গেও সম্পর্ক নতুন করে পুনর্গঠন শুরু করেছে।

ঢাকা ও ইসলামাবাদ উচ্চপর্যায়ের সামরিক সফর বিনিময় করেছে এবং প্রকাশ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছে—এ ঘটনাগুলো দিল্লি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছে।

২০০০-এর দশকে ভারত অভিযোগ তোলে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ও সীমান্ত পারাপারে সহায়তা করছে। অবশ্য তৎকালীন সময়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এ অভিযোগ অস্বীকার করে।

সম্প্রতি ঘোষিত 'মক্কা প্যাক্ট'—চলতি মাসে শক্তিশালী তিন মুসলিম দেশ সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি—বাংলাদেশের পাশাপাশি বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের আগ্রহ তৈরি করেছে। চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয় এবং প্রতিটি পক্ষের বাধ্যবাধকতা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে এটি ন্যাটো-র যৌথ প্রতিরক্ষা নীতির আদলে তৈরি করা হয়েছে—যেখানে বলা হয়, কোনো একটি সদস্য দেশের ওপর আক্রমণ মানে তা সব দেশের ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির চলতি সপ্তাহে সাংবাদিকদের বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে যদি মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তবে সেখানে আমাদের যোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়'। তিনি আরও জানান, 'বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবেই দেখা হচ্ছে'।

সৌদি আরবও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে দ্বিপাক্ষিক সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তবে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যোগ দিতে বলা হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অধ্যাপক ইয়াসমিন মনে করেন, বাংলাদেশের উচিত সাবধানে পদক্ষেপ নেওয়া। তিনি বলেন, 'যেকোনো প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই করার আগে বাংলাদেশের কিছুটা সতর্ক হওয়া উচিত'। এটি কেবল ভারতকে চটানোর বিষয় নয়; এই পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে এবং তা আমাদের জাতীয় স্বার্থের সাথে খাপ খায় কি না—তা বোঝার জন্য বাংলাদেশের কিছুদিন অপেক্ষা করা দরকার'।

ভারতের জন্য এই ঘটনাগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে। হাসিনাতন্ত্রের অধীনে যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তারা উপভোগ করেছে, দিল্লি এখন আর তা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিতে পারে না।

অন্যদিকে, তারেক রহমানের সরকারের সামনেও এটি প্রমাণের কারণ রয়েছে যে, তাদের পররাষ্ট্রনীতি বৃহৎ প্রতিবেশীর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল নয়।

অধ্যাপক ইয়াসমিন মনে করেন, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের আগেই তারেক রহমানের দিল্লি সফর করা উচিত। তিনি বলেন, 'প্রতিবেশীদের শেষ পর্যন্ত একসাথেই বসবাস করতে হয়'।

শীঘ্রই হয়তো আরেকটি সুযোগ আসতে যাচ্ছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ভারত একটি ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশকে সেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমন্ত্রণ, কূটনৈতিক তৎপরতা—এবং সময়ের আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়া এক ইমেইলের পর, দিল্লি এখন এটাই আশা করবে যে তারেক রহমান শেষ পর্যন্ত ভারত সফরে যাবেন। - বিবিসি বাংলা থেকে

বিনা খরচে ১০ হাজার কর্মীকে

১৩ পৃষ্ঠার পর

প্রশাসনকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। বিদেশগামী কর্মীদের ভাষাগত দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, ইংরেজি, আরবি, জাপানি, চীনা ও কোরিয়ান ভাষায় প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের পর বৈধ প্রক্রিয়ায় বিদেশ যাওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সভায় ভূমধ্যসাগরে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত দালালচক্রের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন মন্ত্রী। নিহতদের পরিবারের করা মামলার আসামি ও সংশ্লিষ্ট বিশ্চ চক্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সাত দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি ও সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন তিনি।

অবৈধ পথে বিদেশযাত্রা বন্ধে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর নির্দেশ দেন আরিফুল হক চৌধুরী। মসজিদ, মন্দিরসহ ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে দালালদের বিষয়ে সতর্ক করার পরামর্শ দেন তিনি।

মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীবলেন, সাগরপথে যারা মারা গেছেন এবং যারা এভাবে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাদের যাত্রাপথ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিদেশে অবস্থানরত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্যও মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। পরে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিএনপির জেলা পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউসে জেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী।

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

শরীরের কথা নাকি ব্যক্তিগত গল্প :

২১ পৃষ্ঠার পর

শিখেছিলামড়কেউ যদি আমার 'না' শুনতে অস্বীকার করে, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই 'না' তাকে শোনাতে হবে। শৈশবের ভীত শিশুটি কোথায় যেন এক বুনো কিশোরীতে পরিণত হলো। সে চিৎকার করতে জানত, লড়তে জানত, নিজেকে বাঁচাতে জানত। কখনো মনে হয়, আমার ভেতর তখন এক কালী জন্ম নিয়েছিলেনড়ধ্বংসের জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্য। যে শক্তি বলেড় এই শরীর আমার। এর অধিকার আমার। তুমি তা ছিনিয়ে নিতে পারো না।

কিন্তু প্রতিরোধের গল্প শুধু বিজয়ের নয়। সাহায্য চাইতে গিয়ে অনেক সময় দেখেছি, প্রশ্নের মুখ আমার দিকেই ঘুরে গেছেড়আমি কেন একা ছিলাম, কোথায় গিয়েছিলাম, কী পরেছিলাম, আমার চলাফেরা কেমন ছিল। যেন অপরাধীর কাজের ব্যাখ্যাও কোনোভাবে আমার জীবনযাপনের মধ্যে খুঁজতে হবে। অপরাধীর দিকে যে প্রশ্ন যাওয়ার কথা, তা ফিরে এসেছে নির্যাতিত মানুষের দিকে। এই বিচারও এক ধরনের ক্ষত। নিজেকে বাঁচিয়ে ফিরে আসা একজন মানুষের প্রথম প্রয়োজন চরিত্রের পরীক্ষা নয়। তার প্রথম প্রয়োজন বিশ্বাস।

আজ কখনো ভাবি, শৈশবের সেই স্মৃতি আমার জীবনের কত অদৃশ্য নদীর গতিপথ বদলে দিয়েছে। মানুষের পুরো জীবনকে একটি ঘটনার সমীকরণে নামিয়ে আনা যায় না। তবু নিজেকে প্রশ্ন করিড়নিজেকে অবশ করে অতীত ভুলে থাকতে চাওয়া, নিজের শিকড়ে ফেরার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পশ্চিমা আধিপত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমার দীর্ঘ প্রতিরোধড়এসবের কোনো কোনো সুতো কি সেই স্মৃতির কাছে গিয়ে পৌঁছায়?

জানি না। তবে জানি, শিশুর ওপর ঘটে যাওয়া সহিংসতা কখনো 'ছোট্ট একটি ঘটনা' নয়। কিছু ঘটনা কয়েক মিনিটে শেষ হয়; তাদের প্রতিধ্বনি একটি জীবন ধরে চলতে পারে। অনেক পরে আমি একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে বিয়ে করেছিলাম। তিনি সেই মানুষ ছিলেন নাড়আমার বুদ্ধি তা জানত। তবু অন্তরঙ্গতার কোনো কোনো মুহূর্তে শরীর যেন হঠাৎ বহু বছর আগের সেই শিশুটির কাছে ফিরে যেত। বমি আসত, শরীর প্রত্যাখ্যান করত। শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্কে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কাউকে দোষ দিতে এ কথা বলছি না। বলছি, কারণ শরীর কখনো কখনো মনের চেয়ে অন্যভাবে সময় গোনে। আজও লিখতে লিখতে চোখে জল আসে। ক্ষতটি রয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষত শুধু আমাকে ভাঙেনি। তার ভেতর দিয়েই আমি নিজের শক্তিকেও চিনেছি। যে অভিজ্ঞতা একদিন আমাকে অসহায় করেছিল, তারই বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দাঁড়াতে একদিন শিখেছিড়নিজের কণ্ঠ, নিজের শরীর, নিজের জীবনকে আর কারও হাতে সমর্পণ না করতে। ব্যথা আমার জীবনের শেষ কথা হয়ে থাকেনি; সেই ব্যথার ভেতর থেকেই একদিন আমার প্রতিরোধের আলো জন্মেছে। আমি স্বাধীন হতে শিখেছি। প্রশ্ন করতে শিখেছি। নিজের শরীর, জীবন ও বিশ্বাসের ওপর অন্যের মালিকানা অস্বীকার করতে শিখেছি। হয়তো আমার বুনো হয়ে ওঠার মধ্যেও সেই শিশুটির অংশ আছেড়যে একদিন চুপ করেছিল, তারপর ঠিক করেছিল আর সবসময় চুপ থাকবে না।

কৈশোরে ঢাকা শহরের পথে পথে ঘুরতে ভালোবাসতাম। সেখানেই পরিচয় হয়েছিল মুনিরের সঙ্গেড়এক পথশিশু, অপূর্ব গান গাইত। একদিন সে বলেছিল, যে মানুষটি তাকে ধর্মীয় শিক্ষা দিত, সেই শিক্ষকই তাকে ধর্ষণ করেছিলেন। সে মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে এসেছিল। কিশোরী আমি তখন ধর্ম আর ধর্মের নামে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বুঝিনি। শুধু প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল।

যে মানুষের কণ্ঠে একটি শিশুর আল্লাহর বাণী শোনার কথা, তাঁর কাছেই যদি শিশুটির শরীর নিরাপদ না থাকেড়তবে তাকে আমরা কোন ধর্ম শেখালাম? পরে বুঝেছি, এই অন্ধকারের কোনো একক ধর্ম নেই। মাদ্রাসা, গির্জা, আশ্রম, স্কুল, পরিবারড়সবখানেই ঘটেছে। মেয়েদের সঙ্গে। ছেলেদের সঙ্গেও। এবং নির্যাতন শৈশবেই শেষ হয় না।

বিয়ে কোনো আজীবন সম্মতিপত্র নয়। নারী কিংবা পুরুষড়কারও শরীরই অন্য কারও সম্পত্তি নয়। বয়স, সম্পর্ক, বিবাহ কিংবা ভালোবাসাড় কোনোটিই একজন মানুষের শরীরের ওপর অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না। বয়স শরীরের মর্যাদা কেড়ে নেয় না। বিয়ে শরীরের মালিকানা বদলায় না। প্রেম কোনো অধিকারপত্র নয়। আর এখানেই আমার প্রশ্নড়আমরা শরীরকে এত ভয় পাই কেন?

যে শরীর নিয়ে জন্মাই, তার কথাই ফিসফিস করে বলি। যে রক্ত জীবনের সম্ভাবনা বহন করে, তাকে লুকাই। যে আকাঙ্ক্ষা দুটি মানুষকে ভালোবেসে কাছে আনতে পারে, তাকেও লজ্জা বানাই। নিজের সন্তানদের বড় করতে গিয়ে আমি তাই অন্য একটি ভাষা খুঁজেছি। আমার ছেলে আমার মেয়ের চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। যখন তার কণ্ঠ বদলাতে শুরু করল, শরীর বদলাল, যখন বুঝলাম তার শরীর সন্তান সৃষ্টির বীজ বহন করার সক্ষমতার দিকে এগোচ্ছেড়আমি চাইনি জীবনের এই পরিবর্তনটি তার কাছে কোনো গোপন লজ্জা হয়ে থাকুক।

আমি তাকে বলেছিলামড়তুমি বড় হচ্ছ। তোমার শরীর নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করছে। এই শক্তির সঙ্গে আনন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে দায়িত্ব; নিজের শরীরের প্রতি, অন্যের শরীরের প্রতি, নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রতি, অন্য মানুষের সম্মতির প্রতি। আমি আমার পুরুষ বন্ধুদের বলেছিলাম তাকে চিঠি লিখতে। যারা এই পথ আগে হেঁটেছে, তারা যেন একজন কিশোরকে পুরুষ হয়ে ওঠার অর্থ শুধু শরীর দিয়ে নয়ড়দায়িত্ব, কোমলতা ও সম্মান দিয়েও বুঝতে সাহায্য করে।

তার এক বছর পর আমার মেয়ের প্রথম ঋতুস্রাব হলো। সে আগে থেকেই জানত এই দিনটির অর্থ কী। তাই ভয় পায়নি। লজ্জাও পায়নি। বরং বাথ রুম থেকে ছুটে বেরিয়ে আনন্দে ডাকছিলড় 'মা! মা! মা! আমার পিরিয়ড হয়েছে!' সেদিন পূর্ণিমা ছিল। আমি আমার মাকে খবর দিলাম, আশপাশের কাছের নারীদের ডাকলাম। আমরা চাঁদের নিচে বসেছিলাম। প্রত্যেকে আমার মেয়েকে নিজের প্রথম ঋতুস্রাবের গল্প বলেছিলড়কেউ হাসতে হাসতে, কেউ স্মৃতির ভেতর ফিরে গিয়ে।

আমার নারী বন্ধুদেরও বলেছিলাম তাকে চিঠি লিখতে। যেন একজন মেয়ে নারী হয়ে ওঠার দরজায় দাঁড়িয়ে শুধু নিষেধের তালিকা না পায়; আগের প্রজন্মের নারীদের কাছ থেকে পায় গল্প, সাহস, জ্ঞান, মমতা। তারপর সেই আনন্দকে আমরা আরও বড় করে তুললাম। আমার যে সাংস্কৃতিক পরিসরে ছবি, গান, কবিতা, নাটক আর নানা শিল্পচর্চা হতো, সেখানে আমরা আয়োজন করলামড়'লাল'। ছিল আলোকচিত্র, চিত্রকলা, গান, কবিতা, নাটক, কর্মশালা, কথোপকথন। নারী-পুরুষ একসঙ্গে কথা বলেছিল ঋতুস্রাব, বয়ঃসন্ধি, যৌনতা, আকাঙ্ক্ষা, সম্মতি, জন্ম, শরীর, আনন্দড়এমনকি এসবের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য নিয়েও।

'লাল' শুধু ঋতুর রক্তের লাল ছিল না। রক্তের লাল। জন্মের লাল। ফুলের লাল। আগুনের লাল। পূর্ণিমার নিচে নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার লাল। আমার দুই সন্তানের শরীর যখন শৈশব থেকে আরেক জীবনের দিকে এগোল, আমরা তাকে 'চুপ' দিয়ে ঢেকে দিইনি। আমরা তাকে উদযাপন করেছি। অথচ বাংলাদেশে এখনও ঋতুস্রাবকে বলিড়'শরীর খারাপ'। কিন্তু শরীর তো খারাপ হয়নি। আমি এখন নিজের ঋতুচক্রের প্রায় শেষ প্রান্তে। সেই রক্তের দিকে ফিরে তাকিয়ে লজ্জা নয়, শ্রদ্ধা অনুভব করি। এই চক্রই আমার শরীরকে জীবনের সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত করেছে। আমার শরীরই একদিন আমার সন্তানদের প্রথম পৃথিবী ছিল।

তোমার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যের শরীর তোমার নয়। আমরা এই সহজ ভাষাটি শেখাইনি। বরং বলেছিড়চুপ। রক্তের কথা বলো না। শরীরের কথা বলো না। আকাঙ্ক্ষার কথা বলো না। প্রেমের শরীরের কথা বলো না। তারপর সেই নীরবতার শূন্যস্থান পূরণ করেছে কখনো বিকৃত গল্প, কখনো সহিংসতা, কখনো পর্নোগ্রাফি। পর্নোগ্রাফির গভীর বিপদ হয়তো নগ্নতা নয়। শরীরের ভেতর থেকে মানুষটিকে মুছে ফেলা। অথচ প্রেমের মিলন তার সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। পুরুষের আনন্দ অধিকার নয়। নারীর আনন্দ অনুগ্রহ নয়। শরীরের মাপ, শক্তি কিংবা স্থায়িত্ব ভালোবাসার মাপকাঠি নয়।

প্রশ্নটি আরও গভীরড়তুমি কি প্রিয় মানুষটির শরীর শুনতে জানো? তার নিঃশ্বাস, সংকোচ, আনন্দ, নীরবতা, তার 'না', তার নিজের ইচ্ছায় বলা 'হ্যাঁ'? কারণ শরীর শুধু দেখার নয়। শরীর শোনারও। শরীর নোংরা নয়। রক্ত নোংরা নয়। বীজ নোংরা নয়। আকাঙ্ক্ষা নোংরা নয়। আনন্দ নোংরা নয়। প্রেম তো নয়ই।

নোংরা হলো ক্ষমতার জোরে অন্যের শরীর দখল করা। শিশুকে ভয় দেখিয়ে চুপ করানো। ভালোবাসার নামে মালিকানা ফলানো। একটি সম্পূর্ণ মানুষকে শুধু একটি শরীরে নামিয়ে আনা। হয়তো আমরা এতকাল ভুল জায়গায় লজ্জা রেখেছি। সহিংসতাকে লজ্জা না দিয়ে শরীরকে দিয়েছি। অপরাধীকে প্রশ্ন না করে নির্যাতিত মানুষকে করেছি। সম্মতি না শিখিয়ে সংকোচ শিখিয়েছি। আর বলেছিড়চুপ, এসব কথা বলতে নেই। আমি সেই 'চুপ'-টুকুই ভাঙতে চাই।

সব ব্যক্তিগত কথা প্রকাশ্যে বলতে হবে বলে নয়। বরং কোনো মানুষ যেন ভয়ে তার প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলতে না পারেড়সেই নীরবতা ভাঙতে চাই। আমি চাই একটি শিশু নিজের শরীরকে ভয়ের আগে ভালোবাসতে শিখুক। একটি মেয়ে তার প্রথম রক্তকে লজ্জা না ভাবুক। একটি ছেলে তার বদলে যাওয়া শরীরকে বিস্ময়, দায়িত্ব ও সম্মানের সঙ্গে চিনুক।

আর একদিন তারা যখন কাউকে ভালোবাসবে, জানুকড়ভালোবাসা মানে কাউকে পাওয়া নয়। তার স্বাধীনতা, ইতিহাস, শরীর, সীমা ও আনন্দসহ তাকে অনুভব করা। সহিংসতা শরীরের দরজা ভেঙে ঢোকে। প্রেম বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। সহিংসতা কেড়ে নেয়। প্রেম জানতে চায়। সহিংসতা বলেড়তোমার ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই। প্রেম বলেড়তুমি কী চাও, বলো।

হয়তো তাই শরীর ও প্রেম নিয়ে আমাদের আরও কথা বলা দরকারড়আরও সত্য করে, আরও সুন্দর ভাষায়, আরও আলোয়। যাতে শিশুর প্রথম শিক্ষা ভয় না হয়, কিশোরের প্রথম শিক্ষক পর্নোগ্রাফি না হয়, মেয়ে নিজের রক্তকে ঘৃণা না করে, ছেলে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষমতা বলে ভুল না করে।

আনুশেহ আনাদিল সঙ্গীতশিল্পী ও উদ্যোক্তা

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রী মারা

৯ পৃষ্ঠার পর

দিতে পারেন। এই সুবিধাটি মূলত সেইসব মানুষের জন্য, যাদের স্বামী বা স্ত্রী জীবিত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন এবং মৃত্যুর পর তারা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নিতে চান।

এ বিষয়ে একটি ভুল তথ্য অনেক জায়গায় দেখা যায় মার্কিন নাগরিক স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে অন্তত দুই বছর বিবাহিত থাকতেই হবে। তবে বর্তমান আইনে এই দুই বছরের বৈবাহিক শর্ত আর নেই। ২০০৯ সালের আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে বিধবা বা বিপত্নীক স্বামী-স্ত্রীর গ্রিন কার্ডের ক্ষেত্রে আগের দুই বছরের বিবাহের বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া হয়। তবে যেকোনো বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলেই গ্রিন কার্ড নিশ্চিত হবে না। বিয়েটি বৈধ হতে হবে এবং অন্যান্য অভিবাসন বিধিমালার শর্তও পূরণ করতে হবে।

ইউএসসিআইএসের বর্তমান নির্দেশনা অনুযায়ী, সাধারণভাবে আবেদনকারীকে মৃত ব্যক্তির বৈধ স্বামী বা স্ত্রী হতে হবে। মৃত্যুর সময় মৃত স্বামী বা স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্রেরশনাগরিক হতে হবে। মৃত্যুর সময় দুজন আইনগতভাবে বিবাহিত ছিলেন কি না, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পুনর্বিবাহ। মৃত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে এই বিশেষ সুবিধা নিতে চাইলে আবেদন করার আগে অন্য কাউকে বিয়ে করলে যোগ্যতা নষ্ট হতে পারে। ইউএসসিআইএসের নির্দেশনায় পুনর্বিবাহের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।আবেদন করার সময়সীমাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে ফর্ম আই-৩৬০ জমা দিতে হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে এই বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা হারানোর ঝুঁকি রয়েছে।

আবেদনের সঙ্গে সাধারণত বৈধ বিবাহের প্রমাণ, মৃত স্বামী বা স্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের প্রমাণ এবং মৃত্যুসনদ জমা দিতে হয়। আগের কোনো বিয়ে থাকলে সেটি আইনগতভাবে শেষ হওয়ার প্রমাণও প্রয়োজন হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকাকালে বিদেশি স্বামী বা স্ত্রীর জন্য ফর্ম আই-১৩০ জমা দিয়ে থাকলে বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মৃত্যুর সময় আই-১৩০ আবেদনটি বিচারাধীন বা অনুমোদিত থাকলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিধবা বা বিপত্নীক স্বামী-স্ত্রীর আই-৩৬০ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকলেও এই বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রিন কার্ডের প্রক্রিয়া চালানোর সুযোগ থাকতে পারে। আই-৩৬০ অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিবাসী ভিসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হতে পারে। আর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত যোগ্য আবেদনকারীর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাওয়ার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস বা ফর্ম আই-৪৮৫ জমা দেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে।

যোগ্য বিধবা বা বিপত্নীক স্বামী বা স্ত্রীর সন্তানদের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অভিবাসনের সুযোগ থাকতে পারে। তবে সন্তানের বয়স, বৈবাহিক অবস্থা এবং অন্যান্য যোগ্যতার ওপর বিষয়টি নির্ভর করে।তবে এই বিশেষ ব্যবস্থায় আবেদন করার সুযোগ থাকা মানেই গ্রিন কার্ড নিশ্চিত নয়।

ইউএসসিআইএস আবেদনকারীর বৈবাহিক সম্পর্ক, মৃত স্বামী বা স্ত্রীর নাগরিকত্ব, পুনর্বিবাহের অবস্থা এবং অন্যান্য অভিবাসন-সংক্রান্ত যোগ্যতা যাচাই করে।

এ ছাড়া আবেদনকারীকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের অন্যান্য শর্তও পূরণ করতে হতে পারে। আগের অভিবাসন ইতিহাস বা কোনো আইনগত সমস্যা থাকলে আবেদন প্রভাবিত হতে পারে।

তাই যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নাগরিক একশ স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলে যোগ্য ব্যক্তির জন্য বিষয়টি দ্রুত যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মৃত্যুর পর দুই বছরের আবেদনসীমা এবং পুনর্বিবাহের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে অভিবাসন আইনজীবী বা অনুমোদিত অভিবাসন প্রতিনিধির পরামর্শ নেওয়া নিরাপদ।

শর্তও পূরণ করতে হবে।

ইউএসসিআইএসের বর্তমান নির্দেশনা অনুযায়ী, সাধারণভাবে আবেদনকারীকে মৃত ব্যক্তির বৈধ স্বামী বা স্ত্রী হতে হবে। মৃত্যুর সময় মৃত স্বামী বা স্ত্রীকে মার্কিন নাগরিক হতে হবে। মৃত্যুর সময় দুজন আইনগতভাবে বিবাহিত ছিলেন কি না, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পুনর্বিবাহ। যুক্তরাষ্ট্রের মৃত নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে এই বিশেষ সুবিধা নিতে চাইলে আবেদন করার আগে অন্য কাউকে বিয়ে করলে যোগ্যতা নষ্ট হতে পারে। ইউএসসিআইএসের নির্দেশনায় পুনর্বিবাহের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।আবেদন করার সময়সীমাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে ফর্ম আই-৩৬০ জমা দিতে হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে এই বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা হারানোর ঝুঁকি রয়েছে।

আবেদনের সঙ্গে সাধারণত বৈধ বিবাহের প্রমাণ, মৃত স্বামী বা স্ত্রীর মার্কিন নাগরিকত্বের প্রমাণ এবং মৃত্যুসনদ জমা দিতে হয়। আগের কোনো বিয়ে থাকলে সেটি আইনগতভাবে শেষ হওয়ার প্রমাণও প্রয়োজন হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকাকালে বিদেশি স্বামী বা স্ত্রীর জন্য ফর্ম আই-১৩০ জমা দিয়ে থাকলে বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মৃত্যুর সময় আই-১৩০ আবেদনটি বিচারাধীন বা অনুমোদিত থাকলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিধবা বা বিপত্নীক স্বামী-স্ত্রীর আই-৩৬০ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকলেও এই বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রিন কার্ডের প্রক্রিয়া চালানোর সুযোগ থাকতে পারে। আই-৩৬০ অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিবাসী ভিসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হতে পারে। আর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত যোগ্য আবেদনকারীর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাওয়ার জন্য ফর্ম আই-৪৮৫ জমা দেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে।

যোগ্য বিধবা বা বিপত্নীক স্বামী বা স্ত্রীর সন্তানদের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অভিবাসনের সুযোগ থাকতে পারে। তবে সন্তানের বয়স, বৈবাহিক অবস্থা এবং অন্যান্য যোগ্যতার ওপর বিষয়টি নির্ভর করে।তবে এই বিশেষ ব্যবস্থায় আবেদন করার সুযোগ থাকা মানেই গ্রিন কার্ড নিশ্চিত নয়।

ইউএসসিআইএস আবেদনকারীর বৈবাহিক সম্পর্ক, মৃত স্বামী বা স্ত্রীর নাগরিকত্ব, পুনর্বিবাহের অবস্থা এবং অন্যান্য অভিবাসন-সংক্রান্ত যোগ্যতা যাচাই করে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশনে জালিয়াতি

৮ পৃষ্ঠার পর

থাকবে নির্বাচিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ওপর।

এই মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি দূর থেকেই আবেদনকারীদের পরিচয়পত্র ও কাজের অনুমতির নথি যাচাই করতে ৫ থেকে ১০ মিলিয়ন ডলারের আলাদা বাণিজ্যিক সফটওয়্যার সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি। এর মাধ্যমে ফেসিয়াল রিকগনিশন, নথির বারকোড ও মেশিন-রিডেবল জোন যাচাই এবং অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন (OCR)-এর মতো সুবিধার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করা যাবে, যা প্রচলিত সরাসরি নথি পত্র পরীক্ষার ওপর নির্ভরতা কমাবে। একই সঙ্গে কাগজভিত্তিক আবেদন থেকে ধাপে ধাপে পুরোপুরি ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় যাওয়ার পথ তৈরি করছে সংস্থাটি। গত ১১ আগস্ট কার্যকর হওয়া নতুন নিয়মের আওতায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফর্ম অনলাইনে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার ক্ষমতা পেয়েছে ইউএসসিআইএস, যা বছরে প্রায় ৬০ লাখ আবেদনকারীকে প্রভাবিত করতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে, ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বায়োমেট্রিক প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহার ইমিগ্রেশন জালিয়াতি রোধ, স্বয়ংক্রিয় ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই এবং জাতীয় নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

SYLHET M.C. & GOVT. COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION OF USA INC.

সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক

এলামনাই নাইট ২০২৬

শ্রদ্ধেয় আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য, প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং সকল মুরারীয়ানকে সপরিবারে "এলামনাই নাইট–২০২৬" এ অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আপনাদের উপস্থিতি, আন্তরিকতা ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণই এই মিলনমেলাকে আরও আনন্দময়, স্মরণীয় ও সার্থক করে তুলবে। আসুন, পরিবার-পরিজনসহ সবাই একত্রিত হয়ে আমাদের প্রিয় সিলেট এম.সি. ও গভঃ কলেজের স্মৃতি, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করি।

আপনাদের সপরিবারে উপস্থিতি ও স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে "এলামনাই নাইট–২০২৬" প্রাণবন্ত ও সফল হয়ে উঠুক—এই প্রত্যাশা।

তারিখ: ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
রোববার
সময়: সন্ধ্যা ৬:০০টা

স্থান: গুলশান ট্যারেস
59-17, 37th Ave.
Woodside, NY 11377

আয়োজনে

আলতাফ হোসেন চৌধুরী (ইসবা)	মোঃ শাহনওয়াজ চৌধুরী (নওয়াজ)	দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী	আজিমুর রহমান বোরহান	মামুনুর রশিদ শিপু
আহবায়ক	সদস্য সচিব	প্রধান সমন্বয়কারী	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
৬৮০-৪১৭-৯২৮৮	৯১৭-৩৪৫-৭৬৫৮	৯১৭-৫১৩-৯২০৫	৯১৭-৫৭৯-১৭০৫	৭১৮-৪১৩-০৩৮৩

বৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে আসার দরজাও

৯ পৃষ্ঠার পর

ভিসার সুযোগ ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে থাকার প্রবণতা ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে আসার সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

পরিবারভিত্তিক অভিবাসন, কর্মসংস্থান, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য বৈধ ভিসার পথ এখনো রয়েছে। কিন্তু আগের তুলনায় আবেদনকারীদের জন্য যাচাই-বাছাই, আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ, কাগজপত্র এবং সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশিদের জন্যও এসব পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারভিত্তিক অভিবাসী ভিসার অপেক্ষায় থাকা আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি ও প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসতে পারে। তাই কোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট বা অনানুষ্ঠানিক তথ্যের ওপর নির্ভর না করে মার্কিন দূতাবাস, পররাষ্ট্র দপ্তর ও ইউএসসিআইএসের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুসরণ করা জরুরি।

ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান নীতির লক্ষ্য শুধু অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ নেই; বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রক্রিয়াতেও কঠোর যাচাই আরোপ করা হচ্ছে। ফলে বৈধ অভিবাসনের দরজা পুরোপুরি বন্ধ না হলেও, সেই দরজা দিয়ে প্রবেশের প্রক্রিয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও অনিশ্চিত হয়ে উঠছে।

রঙিন সুরমা: প্রবাসে ছাত্রছাত্রীদের

১৯ পৃষ্ঠার পর

হয় সেখান থেকেই। নিজের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদপত্র আর নম্বরপত্র সংগ্রহ করা, বিদেশে ভর্তির ফি পাঠানো, ভিসাপ্রাপ্তির অকারণ এবং দুরূহ সব শর্ত পূরণ করা-এতোগুলো বেড়া সবাই ডিঙাতে পারে না।

হিমালয়সম বাধা পেরিয়ে আমাদের যেসব ছাত্রছাত্রী বিদেশে যান, তাঁদের জন্যেই বা আমরা কতটুকু করতে পারি? যে দেশে যাচ্ছেন, সে দেশের সংস্কৃতি, আচার, আইন-কানুনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তাঁদের পক্ষে দুর্লভ। প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় বিদেশে গিয়ে 'কালচারাল-শক' সহ্য করতে হওয়াটা প্রায় অবধারিত।

দেশে পড়াশোনার মানের ঘাটতি সামলাতে গিয়ে বিদেশে এঁদের বেশিরভাগকেই নিজের পাঠ্যসূচীর বাইরে বাড়তি পড়াশোনা করতে হয়। তার ওপর আছে নিজের গৃহস্থালীর কাজ, খন্ডকালীন চাকরির জন্যে সময় ও শ্রম দিয়ে পরিবারের অর্থনৈতিক চাপ কমানো বা ঋণ শোধ করার তাগিদ। ফলে বহু ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়, দেশে ফিরে আসতে বা অবৈধ অভিবাসীতে পরিণত হতে হয়। আত্মহত্যার মতো চরম পথও বেছে নিয়েছেন কেউ কেউ।

'রঙিন সুরমা' দেখতে দেখতে মনে হলো, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কি তার প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আর কিছু করতে পারে? সড়ক-দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বিদেশের হাসপাতালে ব্যয়বহুল চিকিৎসা নিতে হয় যে মেয়ে বা ছেলেটিকে, তার জন্যে আমরা রাষ্ট্রীয় বীমার ব্যবস্থা রাখতে পারি। টাকার অভাব সাময়িকভাবে পড়াশোনা স্থগিত রাখতে হচ্ছে যে মেধাবী ছাত্রটিকে, তার জন্যে আমরা ঋণ বা কাজের ব্যবস্থা করতে পারি। আমাদের কোনো ছাত্র-ছাত্রী অন্যায় বা অপরাধের শিকার হলে অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের চাঁদা তুলে তাদের ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করতে হয়-বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো এই ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা দিতে পারে, কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে পারে।

'রঙিন সুরমা' আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, বিদেশে যাওয়া প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর একটি সম্ভাবনাময় জীবন আছে। তাদের অনেকের বাড়িতে অপেক্ষায় আছেন একজন দায়গ্রস্ত বাবা, একজন উৎকণ্ঠিত মা। কেউ কেউ দেশে রেখে গিয়েছেন ভালোবাসার মানুষটিকে, সন্তানদের।

আমরা যদি চাই রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের মমত্ববোধ অটুট থাকুক, তা হলে রাষ্ট্র ও সমাজ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আছে তাঁদের নিরাপদ ও কার্যকর ছাত্রত্ব নিশ্চিত করার। ঈর্ষা তো নয়ই, নির্বিকারত্ব-ও থাকতে পারবে না। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নতুন পাঠ্যক্রম, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার লড়াই করার সময় আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন টের পান, বাংলাদেশের ছায়া তাঁদের মাথার ওপরেই আছে।

খন্দকার স্বনন শাহরিয়ার লেখক, গবেষক। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কিমেকারস কনসাল্টিং লিমিটেড।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

নাগরিকত্ব কি জাতিগত পরিচয়কে

২১ পৃষ্ঠার পর

ভিন্ন দুটি সরকারের আমলে মন্ত্রীদের বক্তব্য থেকে মনে হয় আদিবাসী পরিচয় যেন নাগরিকত্বের বিকল্প। একজন মানুষ একই সঙ্গে বাংলাদেশের নাগরিক এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্য হতে পারবেন না কেন? বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থানের সংকট এখানেই: রাষ্ট্র তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে, কিন্তু স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের দাবিকে স্বীকৃতি দিতে অনীহা দেখানোর মাধ্যমে আদিবাসীদের অস্তিত্বকে সংকটের মুখে ফেলে দেয়।

৩.

বাংলাদেশে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, গারো, সাঁওতাল, মুন্ডাসহ বহু জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ভূমির সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। একই সঙ্গে রয়েছে ভূমি হারানো, উচ্ছেদ, ভূমি দখলের অভিযোগ এবং উন্নয়নের নামে জীবন-জীবিকার ওপর হস্তক্ষেপের বাস্তবতা। এখানে রাষ্ট্র ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের আচরণে একটি অস্বস্তিকর দ্বৈততা দেখা যায়। আদিবাসী সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ সেটি প্রদর্শনযোগ্য সংস্কৃতি। কিন্তু একই মানুষ যখন বলে, 'আমাদের ভূমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমাদের', তখন তার পরিচয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অংশ না থেকে রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়।

পাহাড়ি পোশাক, খাবার, নাচ, গান ও উৎসব 'বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ'-এর নান্দনিক প্রতীক হতে পারে। স্টেজে পুতুলনাচ দেখানোর মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীকে তার রাজনৈতিক অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্র আদিবাসী সংস্কৃতির রক্ষক হিসেবে নিজেকে সামনে আনার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ও পর্যটনের প্রচারণায় আদিবাসী সংস্কৃতি সহজেই জায়গা পায়। কিন্তু ভূমির মালিকানা, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি সামনে এলেই সেই জনগোষ্ঠীকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বা 'নিরাপত্তাঝুঁকি' হিসেবে দেখা শুরু হতে পারে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দাবিকে অগ্রাহ্য করার আরেকটি পুরোনো কৌশল হলো তাদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করা। প্রচারণা চালানো হয়: 'তারা আলাদা রাষ্ট্র চায়', 'জুম্মল্যান্ড করতে চায়', 'বিদেশি শক্তি তাদের ব্যবহার করে', 'সীমান্তের ওপার থেকে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে' ইত্যাদি।

রাষ্ট্রের সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু একটি জনগোষ্ঠীর ভূমি, পরিচয় ও রাজনৈতিক অধিকারকে নিরাপত্তাঝুঁকি হিসেবে নির্মাণ করা অন্য বিষয়। যে রাষ্ট্রের নাগরিক নিজের ভূমিতে নিরাপদ নন, যে জনগোষ্ঠী ভূমি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, যে পরিবারগুলো বছরের পর বছর নিজেদের ঘরে ফিরতে পারেনি, তাদের নিরাপত্তাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সংজ্ঞা কতটা পূর্ণ?

যে রাষ্ট্র আদিবাসী মানুষকে তার নাচের জন্য স্বাগত জানায়, কিন্তু তার ভূমির অধিকারের প্রশ্নে তাঁকে নিরাপত্তাঝুঁকি হিসেবে দেখে, সে বৈচিত্র্য উদ্‌যাপন করে না; সে বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর জাতিগত পরিচয় অস্বীকার করে যে জাতীয় ঐক্য তৈরি হয়, তার ভিত্তি নাগরিক সমতা নয় বরং অধীনতা।

৪.

আদিবাসীদের প্রতি সরকারের এই আচরণ অবশ্য সময়ভেদে ভিন্ন হয়। নির্বাচনের আগে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার, জীবনযাপন, সংস্কৃতি এবং সমান নাগরিকত্বের কথা বলা হয়। তাদের বাংলাদেশের বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়; তাদের ভোট, সমর্থন ও প্রতিনিধিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে একই পরিচয়কে 'ইরিলিভেন্ট' বা 'অপ্রাসঙ্গিক' ঘোষণা করার ঘটনাটি দেখায়, রাষ্ট্রক্ষমতা কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করে। বিএনপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সাম্প্রতিক বক্তব্যের সঙ্গে বিএনপির পূর্ববর্তী রাজনৈতিক নথি ও নেতাদের বক্তব্যের বৈপরীত্য তাই আলোচনার দাবি রাখে।

২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপির শীর্ষ নেতারা এমন এক বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যেখানে ধর্ম বা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজন থাকবে না এবং সবাইকে বাংলাদেশি হিসেবে দেখা হবে। কিন্তু নির্বাচনের পর এখন নাগরিক পরিচয়ের সমতা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয়কে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়ার যুক্তিতে পরিণত হয়েছে। একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক আলাপ ধীরে ধীরে 'অপরায়ণ'-এর আলাপের রূপ নিয়েছে। অন্তর্ভুক্তি মানে বহুত্বকে একটি পরিচয়ের সীমানার মধ্যে আটকে রাখা নয়, বরং বহুত্বের মধ্যেই সবার সমান রাজনৈতিক মর্যাদা, অধিকার ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় ও অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দিয়ে, তাদের নিজস্ব কণ্ঠকে শোনা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে স্বীকার করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের জাতীয়তাবাদ কখনো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাষায়, কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদের ভাষায় হাজির হতে পারে। বিপদ শুরু হয় তখন, যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিচয়কে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক পরিচয় এবং অন্য পরিচয়গুলোকে তার অধীন হিসেবে দেখা হয়। তখন সংখ্যালঘুর অধিকারকে সমান অধিকার হিসেবে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের দেওয়া একটি 'ছাড়' হিসেবে দেখা শুরু হয়।

৫.

'টেরা নুলিয়াস' আদিবাসীদের ভূমির অধিকার কেড়ে নিয়েছিল; 'অ্যানিমা নুলিয়াস' মানুষকে রাজনৈতিক সত্তাহীন করে তুলেছিল। আধুনিক রাষ্ট্রকে আরও সূক্ষ্ম হতে হয়েছে, মানুষকে সরাসরি অস্বীকার না করেও তার রাজনৈতিক পরিচয়কে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া যায়। তখন তাকে বলা হয়: 'তুমি নাগরিক, কিন্তু আদিবাসী নও। তুমি সংস্কৃতির অংশ, কিন্তু ভূমির সিদ্ধান্তের অংশ নও। তুমি জাতীয় বৈচিত্র্যের প্রতীক, কিন্তু অধীনস্থ। তোমার জন্য নাচ থাকবে, পোশাক থাকবে, উৎসব থাকবেড়কিন্তু তোমার ভূমি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে রাষ্ট্রই শেষ কথা বলবে।'

'আমরা সবাই বাংলাদেশি'ড়স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ নেই। একজন বাঙালি যেমন বাংলাদেশি হতে পারেন, তেমনি একজন চাকমা বাংলাদেশি হতে পারেন, একজন ম্রো বাংলাদেশি হতে পারেন, একজন গারো বাংলাদেশি হতে পারেন। নাগরিকত্ব নিজের ইতিহাস, জাতিগত পরিচয় বা রাজনৈতিক অধিকারের বিলোপ দাবি করে না। কোনো একটি পরিচয় মুছে দিয়ে যে 'জাতীয় ঐক্য' তৈরির চেষ্টা করা হয়, তা প্রকৃত অর্থে ঐক্য নয়। এটা 'লোক দেখানো' ঐক্য ও ঔপনিবেশিক যুক্তির একটি আধুনিক সংস্করণ।

নূজিয়া হাসিন রাজনৈতিক সংগঠক ও ফ্রিল্যান্স লেখক

মতামত লেখকের নিজস্ব

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

সব ধরনের ভিসা নয়, শুধু ইমিগ্র্যান্ট

৮ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস ও কনস্যুলেটে যেসব ইমিগ্র্যান্ট

বা অভিবাসী ভিসাপ্রার্থীর সাক্ষাৎকারের সময়সূচি নির্ধারিত ছিল, তাঁদের ই-মেইলে জানানো হয়েছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে। নতুন তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, এ অভিযান বৈষম্যমূলক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করছে।

সংগঠনগুলো আরও বলছে, এ কঠোর অভিযানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে একটি অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য। তাদের আশঙ্কা, তাঁরা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে সন্দেহ বা বিশেষ নজরদারির শিকার হচ্ছেন।

২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে সেই সময়ের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২০২৫ এর ২০ জানুয়ারি

ক্ষমতায় আসার পর তাঁর প্রশাসন বৈধ অভিবাসনকেও কঠিন করে তুলেছে।

৯/১১ হামলার বিচার শুরু ২০২৮

৬ পৃষ্ঠার পর

যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করা হয়। এর মধ্যে দুটি বিমান নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার এবং একটি পেন্টাগনে আঘাত হানে। অপর বিমানটি যাত্রীদের প্রতিরোধের মুখে পেনসিলভানিয়ার একটি মাঠে বিধ্বস্ত হয়। হামলায় প্রায় তিন হাজার মানুষ নিহত হন।

দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার অন্যতম বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আসামিদের ওপর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি। গ্রেপ্তারের পর গোপন কারাগারে তাদের ওয়াটারবোর্ডিংসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করা হয়েছিল। এসব নির্যাতনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়ে বছরের পর বছর ধরে আইনি বিতর্ক চলছে।

২০২৪ সালে আসামিদের সঙ্গে একটি সমঝোতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ওই চুক্তি অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আমৃত্যু কারাদণ্ডের বিনিময়ে তারা দোষ স্বীকার করতে রাজি হয়েছিলেন। তবে রাজনৈতিক বিতর্ক ও নিহতদের স্বজনদের আপত্তির পর সেই চুক্তি বাতিল করা হয়। ফলে মামলাটি আবার পূর্ণাঙ্গ বিচারপ্রক্রিয়ায় ফিরে আসে।

২০০৩ সাল থেকে আটক থাকা খালিদ শেখ মোহাম্মদ ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এখনো চূড়ান্ত রায় হয়নি। বেসামরিক আদালতের পরিবর্তে গুয়ান্তানামো বে-র বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার পরিচালনার সিদ্ধান্তও মামলাটিকে আরও জটিল করেছে। আদালতটির এখতিয়ার, কার্যপ্রণালি এবং প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আইনি চ্যালেঞ্জ হয়েছে।

ফলে হামলার প্রায় ২৭ বছর পরও বিচার শুরু না হওয়া নিয়ে ভুক্তভোগীদের পরিবার, মানবাধিকারকর্মী ও আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। ইতোমধ্যে হামলায় নিহত অনেকের বাবা-মা ও বয়োজ্যেষ্ঠ স্বজন বিচার দেখে যেতে পারেননি। নতুন সূচি অনুযায়ী, সব বিচারপূর্ব আইনি বিরোধ নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা গেলে ২০২৮ সালের ৫ জুন থেকে এই বহুল আলোচিত মামলার বিচার শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

এইচ-১বি ভিসা ফি বাড়িয়ে ১ লাখ

১০ পৃষ্ঠার পর

অনুমোদন ছাড়া হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে ফি, কর বা অন্য কোনো আর্থিক ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে না। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, এই ফি প্রচলিত অর্থে কর নয়। দেশের প্রবেশাধিকার সীমিত করার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগও সীমিত। ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী কঠোর নীতির মধ্যে গত বছর প্রায় তিন লাখ ৪৪ হাজার এইচ-১বি ভিসার জন্য নিবন্ধন করেন নিয়োগকর্তারা। এ সংখ্যা ২০২৪ সালের তুলনায় ২৫ শতাংশের বেশি কম এবং ২০২৩ সালের প্রায় সাত লাখ ৯৪ হাজার আবেদনের অর্ধেকেরও কম। এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে আরও কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে এমন একটি নতুন ভিসা বাছাই প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করেছে, যাতে বেশি দক্ষ ও উচ্চ বেতন পাওয়া কর্মীরা অগ্রাধিকার পান। চলতি আগস্টের শুরুতে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ পৃথক একটি বিধিমালায় এইচ-১বি কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন এবং বিদেশে থাকা কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চার হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত অতিরিক্ত ফি যোগ করেছে।

শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক সহযোগিতা

১২ পৃষ্ঠার পর

এবং দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইটের মধ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণ, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং টেকসই উন্নয়নে আধুনিক ও নিরাপদ পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পারমাণবিক প্রযুক্তির নিরাপদ ও দায়িত্বশীল ব্যবহারে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির কথা জানান এবং উল্লেখ করেন যে, এসএমআর প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। এছাড়া জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর দেশগুলোর সঙ্গে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময় এবং সহযোগিতা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জ্বালানি ও পারমাণবিক প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি আধুনিক পারমাণবিক প্রযুক্তি, বিশেষ করে এসএমআরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরেন। আলোচনায় শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক সহযোগিতা, এসএমআর প্রযুক্তি, জ্বালানি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তা, প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিনিময় এবং দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় ।উভয় পক্ষই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর করার পাশাপাশি পারমাণবিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং জ্বালানি খাতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভবিষ্যতে যৌথ ভাবে কাজ করার দৃঢ় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2, JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

আদালত বাধা দিলে ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টার

৬ পৃষ্ঠার পর

অবস্থা গুরুতর এবং বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সংস্কার প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ২৫ কোটি ডলার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে অর্থ সংগ্রহ ও সংস্কারের উদ্যোগ থেমে গেলে কেন্দ্রটির আর্থিক অবস্থা আরও দুর্বল হতে পারে। তবে এই দাবিকে ঘিরে বিতর্ক রয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের নাম কেন্দ্রটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর টিকিট বিক্রি ও তহবিল সংগ্রহ কমেছে বলে কিছু অভ্যন্তরীণ নথিতে উঠে এসেছে। ফলে কেন্দ্রটির আর্থিক সংকটের জন্য ট্রাম্পের সংশ্লিষ্টতা কতটা দায়ী এবং প্রশাসনের সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা প্রয়োজনীয়, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কেনেডি সেন্টারের নাম নিয়ে আইনি লড়াইও এখনো চলছে। মে মাসে ফেডারেল বিচারক ক্রিস্টোফার কুপার রায় দেন, কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক নাম পরিবর্তনের ক্ষমতা কেবল কংগ্রেসের রয়েছে। এরপর ভবনের সামনে ট্রাম্পের নাম সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে ট্রাম্প-সমর্থিত পরিচালনা পর্ষদ আগস্টে নতুন করে ভবনে ট্রাম্পের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের ভূমিকা উল্লেখ করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক নাম অপরিবর্তিত রেখে ভবনের সামনে ট্রাম্পের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের ভূমিকা উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রের আশপাশের চত্বরের নাম ট্রাম্পের নামে করার প্রস্তাবও রয়েছে। প্রশাসনের আইনজীবীদের দাবি, এটি কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক নাম পরিবর্তন নয়। এই উদ্যোগের বিরোধিতা করছেন কংগ্রেস সদস্য জয়েস বিটি। তিনি আদালতের কাছে ট্রাম্পের নাম বা তার ভূমিকা তুলে ধরার নতুন উদ্যোগ বন্ধ করার আবেদন করেছেন। তার যুক্তি, কেনেডি সেন্টারকে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির স্মৃতির উদ্দেশ্যে জাতীয় স্মারক হিসেবে প্রতিষ্ঠার আইনি কাঠামোর সঙ্গে এসব পরিবর্তন সাংঘর্ষিক। ১৯৭১ সালে চালু হওয়া কেনেডি সেন্টার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পারফর্মিং আর্টস প্রতিষ্ঠান। ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত এই কেন্দ্রটি শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের স্থান নয়, প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত একটি জাতীয় স্মারক হিসেবেও পরিচিত।

সংস্কার পরিকল্পনা, ট্রাম্পের নাম যুক্ত করার উদ্যোগ এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিরোধ এখন কেন্দ্রটির ভবিষ্যৎকে ঘিরে বড় আইনি ও রাজনৈতিক প্রশ্ন তৈরি করেছে। আদালত শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত দেয়, তার ওপর সংস্কার প্রকল্প এবং কেন্দ্রটির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনার পরবর্তী পদক্ষেপ অনেকটাই নির্ভর করছে।

হরমুজ প্রণালি উন্মুক্তের বিনিময়ে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা

৭ পৃষ্ঠার পর

তবে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রস্তাব দিলেওড় ইরান তার মূল দাবিগুলো থেকে সরে আসেনি। তেহরান এখনো যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৩০০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করছে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি প্রত্যাহার, আটকে থাকা ১০০ থেকে ১২৩ বিলিয়ন ডলারের ইরানি সম্পদ মুক্ত করা, নৌ-অবরোধ তুলে নেওয়া, পুরো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার এবং লেবানন ও গাজাসহ পুরো অঞ্চলে সার্বিক যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের দাবিতে অনড় রয়েছে তেহরান।

উল্লেখ্য, গত ২৪ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্টঅপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট নামে ইরানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর এক সেকেন্ডারি-নিষেধাজ্ঞা কর্মসূচির উন্মোচন করেন।

এর লক্ষ্য ছিল ইরানের ডিজিটাল সম্পদ, প্রযুক্তি, সোনা, এভিয়েশন এবং শিপিং খাতের মতোড়অবশিষ্ট অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলোকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ গড়িয়েছে ৬ মাসে। সামরিক উপায়ে কাবু করতে না পেরে ইরানি বন্দরগুলোর বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ চালু করে যুক্তরাষ্ট্র। একইসময়ে হরমুজ প্রণালিতে তেলবাহী ট্যাঙ্কার জাহাজে হামলা চালিয়ে ইরানও একপ্রকার অবরুদ্ধ করে রাখে বিশ্ববাণিজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথকে। এই প্রেক্ষাপটেই, বিশ্ব থেকে তেহরানকে অর্থনৈতিকভাবে একঘরে কওরে ফেলতে সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যেখানে ইরানের সাথে লেনদেন করা যেকোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠানকেও এর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

নতুন এই নিষেধাজ্ঞার রূপরেখা তুলে ধরার সময় বেসেন্ট জানান, দীর্ঘদিন ধরে আমরা ইরানকেকন্টেইনমেন্ট বা আটকানোর চেষ্টা করেছি। সেই নীতি থেকে সরে আসা হচ্ছে। এবার তেহরানের সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে, হয় বৈশ্বিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, নয়তো স্বাভাবিক অর্থনীতিতে ফেরা। এরমধ্যে যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে বাধ্য করতেই এই নিষেধাজ্ঞা কর্মসূচি।

কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই নতুন কূটনৈতিক প্রয়াসটি এমন এক সময়ে এলো যখন দুদেশের আলোচনা বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে। এর আগে জুনে ৬০ দিনের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সমঝোতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অবরোধ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়, এসময় হরমুজ প্রণালিও আংশিকভাবে খুলে দেয় তেহরান। কিন্তু উভয়পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে সংঘাতে জড়ালে সেই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এর ফলে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার চরম অস্থিরতা দেখা দেয়। হরমুজ দিয়ে জাহাজ চলাচলও ফের বাধাগ্রস্ত হয়।

সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাবের বিষয়ে ইরানি কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে কিছু জানাননি। তবে রেজাই পাকিস্তানি সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে জানিয়েছেন যে, তেহরান এ বিষয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ আলোচনা চালিয়ে যাবে।

এদিকে পৃথক এক বার্তায় চীনা কর্মকর্তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন একতরফা নিষেধাজ্ঞার কারণে বেইজিং ইরানের সঙ্গে তার বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তন করবে না।

বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের জন্য হরমুজ প্রণালি একটি অতিসংবেদনশীল জলপথ। এমতাবস্থায়,অবাধ নৌচলাচলের বিষয়ে যেকোনো টেকসই চুক্তিড় বৈশ্বিক তেল বাজারে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। অন্যদিকে, এই দীর্ঘায়িত অচলাবস্থা উপসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকিকে আরও তীব্রতর করার আশঙ্কা বাড়াচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয়েই মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব এবং ইরানের অনমনীয় শর্তাবলির মধ্যে ব্যাপক ব্যবধানই একটি দীর্ঘস্থায়ী সমঝোতায় পৌঁছানোর জটিলতাকে তুলে ধরছে।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

রংপুরে ৪ খুন: মিলছে না কিছু প্রশ্নের

১২ পৃষ্ঠার পর

কৃষ্ণা তালুকদার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘পুলিশ বলছে, ওই দুজনের কাছ থেকে কিছু গহনা উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে ওই দুইজন এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু শুধু দুইজনের পক্ষে চারজনকে হত্যা করা সম্ভব নয়। এর পেছনে অন্য আরও কেউ আছে এটা আমরা নিশ্চিত। কিন্তু পুলিশ তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে কিনা বুঝতে পারছি না। আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চাই।’’

একইভাবে পুলিশের তদন্তে সন্দেহ প্রকাশ করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি শিমুল সাহা। ঢাকা থেকে তিনি একটি টিম নিয়ে রংপুরে গিয়েছিলেন। ঘুরে এসে ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, ‘‘হত্যাকারী যেই হোক আমরা ন্যায়বিচার চাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো পুলিশ যা বলছে, সেটা তো কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। এমনকি আমরাও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি নিজে গ্রেপ্তার হওয়া ছেলে দুইটার বাড়িতে গিয়ে কথা বলেছি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাতে আমাদের মনে হয়েছে, কিছু লুকানো হচ্ছে। তাই আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছি।’’

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘পুলিশের তদন্তে শুরু থেকেই আমাদের সন্দেহ আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ দুজনকে ধরে বলল, এরাই খুনি। আবার তাদের খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দিল। পুলিশের আচরণ ও কাজকর্মে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আমরা সরকারের কাছে সঠিক তদন্তের দাবি করছি।’’

আতঙ্কে ছিলেন গণপতি

গণপতি চক্রকর্মীর শ্যালিকা পূজা চক্রবর্তী বলেন, ‘‘গত বছরের ডিসেম্বরে অবসরে যাওয়ার প্রায় দুই মাস আগ থেকে হঠাৎ করেই ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমানো শুরু করেন জামাই বাবু। তার সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া ছেলে আয়ুশ চক্রবর্তীও ঘুমাত।’’

কেন তিনি এমন করতেন, বিষয়টি কি জানার চেষ্টা করেছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে পূজা বলেন, ‘‘ঘটনাটি দিদি আমাকে বলেছেন। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন তিনি এমন করেন। দিদি নিজেই জামাইবাবুর কাছে এটা জানতে চেয়েছিলেন?

জবাবে জামাইবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলো? ফলে দিদি বিষয়টি খুব একটা সিরিয়াসলি নেয়নি। কিন্তু জামাইবাবুর মধ্যে কীসের আতঙ্ক ছিল সেটা দিদিও বুঝতে পারেনি, আমরাও কোনদিন শুনিনি।’’

পূজা চক্রবর্তীর স্বামী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘বাড়ি করার সময় কিছু ব্যক্তি হুমকি দিয়েছিল। আমি তার কাছে বারবার সেসব ব্যক্তির নাম শুনতে চাইলেও তিনি বলেননি। তিনি খুব চাপা স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ফলে কী ঘটেছিল আমরা তো বুঝতে পারছি না।’’

রংপুর জিলা স্কুলের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে অবসরে যান। তিনি রংপুর নগরীর বাংলাদেশ ব্যাংক মোড়ে এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। এরপর নগরীর মাছুয়াপাড়া এলাকায় জমি কিনে সেখানে বাড়ি নির্মাণ শুরু করেন। দোতলা বাড়ির নিচতলার কাজ এখনও শেষ হয়নি। বছর তিনেক আগে দোতলা প্রস্তুত করে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন। অবসরে যাওয়ার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে রোগীও দেখতেন।

বিদ্যুৎ বন্ধ করল কে, অন্য দুটি ফোন কোথায়?

গণপতি চক্রবর্তী, তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার ঘটনার রাতে পুরো বাসাটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। মরদেহ উদ্ধারের দিন শনিবার ২২ আগস্ট রাতে খবর পেয়ে পুলিশ বাসাটিতে গেলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন দেখতে পায়। রাত ১টার দিকে স্থানীয় উজ্জ্বল কুমার বর্মন নামে এক ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে সংযোগটি সচল করা হয়।

ইলেকট্রিশিয়ান উজ্জ্বল কুমার বর্মন বলেন, ‘‘গণপতি চক্রবর্তীর বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে সংযোগ দেওয়া হয়েছে, সেখানে উঠে আমি দেখেছি সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। লাইনটা পুরোপুরি খোলা ছিল। অর্থাৎ নিউট্রাল ফেজের তার খুলে ফেলা। বাসাবাড়ির লাইন লুজ হলে লাগা থাকে। স্পার্ক করে ঝুলে থাকে। কিন্তু এভাবে খুলে পড়ে থাকতে দেখিনি। কেউ খুলে রেখেছে বলেই আমার মনে হয়েছে।’’

তবে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা মিলন কুমার চ্যাটার্জি বলেন, এই ধরনের কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই।

অন্যদিকে পূজা চক্রবর্তী বলেছেন, ‘‘ওই বাড়িতে চারটি ফোন ছিল। চারজনের সবারই আলাদা আলাদা ফোন ছিল।’’ কিন্তু পুলিশ উদ্ধার করেছে ডিটারজেন দিয়ে ভেজানো অবস্থায় দুইটি ফোন। অন্য ফোন দুটি কোথায়? সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেননি পুলিশ কর্মকর্তারা।

ধর্ষণের আলামত মেলেনি

ঘটনার পর ব্রিফিংয়ে পুলিশ জানিয়েছিল, নিহত দুই নারীর শরীরে ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. বাবলু কিশোর বিশ্বাসও মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) বলেন, ‘‘আমাদের কাছে যখন লাশগুলো আনা হয়েছে, তার অন্তত দুই দিন আগে তাদের মৃত্যু হয়েছে। লাশগুলোতে পচন ধরেছিল। পোকাও হয়ে গিয়েছিল। ফলে ডোমের কাছে যেটা বীর্য মনে হয়েছিল, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, আসলে সেটা বীর্য ছিল না। ফলে সেখানে ধর্ষণের কোনো ঘটনা ঘটেনি।’’

মুখ বিকৃত করতে এসিডের ব্যবহার?

লাশ উদ্ধারের পর পুলিশ বলেছে, নিহতদের মুখমন্ডল বিকৃত ছিল এবং সেখানে তরল পদার্থ বা অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ডা. বাবলু কিশোর বিশ্বাস বলেন, ‘‘মরদেহে কোনও রাসায়নিক বা অ্যাসিড বার্নের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মরদেহগুলো বেশ কিছু সময় ধরে পড়ে থাকায় রক্ত ও টিস্যুর পরিবর্তনের কারণে স্বাভাবিক পচন প্রক্রিয়ায় মুখ কালচে ও বীভৎস দেখিয়েছে।’’

ন্যায়বিচার চায় দুই আসামির পরিবার

গ্রেপ্তারকৃত সিদ্ধার্থ দাসের বাবা বিনয় দাস বলেন, ‘‘বাজার থেকে এসে বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) রাত ১২টার দিকে আমার ছেলে ভাত খায়। পরে বাইরে বের হয়ে পাশের বাসায় সীমান্তের কাছে যায়। সেখানে রাতে থাকার কথা ছিল তার। এর আগে বিভিন্ন সময়ে সীমান্তদের বাসায় সিদ্ধার্থ রাতে থেকেছে। শনিবার রাতে সিদ্ধার্থ তার কাকার বাসায় ঘুমাচ্ছিল। রাত ৩টার দিকে পুলিশ এসে খোঁজ করলে আমরা তাকে পুলিশের কাছে তুলে দেই। এর আগে শুক্রবার সকালে বাসায় নাস্তা করেছে এবং দুপুরে খাবার খায়। আমার সন্তান নেশা করে একথা কোনদিন শুনিওনি। কেউ বলেওনি। সে স্বর্ণের (জুয়েলার্স) দোকানে কাজ করতো। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার ছেলে জড়িত থাকতে পারে একথা এলাকার কেউ বিশ্বাস করবে না। তারপরও আমি চাই সুষ্ঠু তদন্ত হোক। তাতে যদি আমার ছেলে দোষী হয় তাহলে আমিও তার সর্বোচ্চ শাস্তি চাই।’’

গ্রেপ্তারকৃত মুগ্ধ দাসের মা সোনা রানী দাস বলেন, ‘‘বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ছেলেসহ তিনি খাওয়া-দাওয়া করেন। পরে মুগ্ধ তার নিজের ঘরে যায়। এরপর কী হয়েছে সেটা তো আমি বলতে পারব না। তবে শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরে মুগ্ধকে পাইনি। দুপুরবেলা মুগ্ধ বাড়ি ফিরলে কোথায় গিয়েছিল জানতে চাইলে আমাকে বলেছে, ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। ছেলে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিনা আমি নিজেও জানি না। ওর বাবা ১০ বছর আগে মারা গেছে। দুই ছেলেকে নিয়ে কোনোমতে বেঁচে আছি। দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট মুগ্ধ, সে একটা মাছের আড়তে কাজ করে। তার বড় ভাই সিটি বাজারের একটি মাছের দোকানে কাজ করে। আসলে কী হয়েছে আমি জানি না, তাই আমি চাই সুষ্ঠু তদন্ত হোক।’’

২৫ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে নিহত গণপতি চক্রবর্তীর বাড়ির উঠানে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়। এ সময় গীতা পাঠ করা হয়।

রংপুর জিলা স্কুলের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিশিষ্টজনরা হত্যার বিচার দাবি আন্দোলন করে আসছেন। ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্মরণসভায় নিহত গণপতি চক্রবর্তী ও তার ছেলে আয়ুশ চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ করেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ সময় হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

যেভাবে লাশগুলোর সন্ধান মেলে

গত ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে প্রীতিলতার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেন তার ছোট বোন পূজা চক্রবর্তী। মামলার তথ্য অনুযায়ী রাত ২টা ৪০ মিনিটে প্রীতিলতা ফোন করেন পূজাকে। কিন্তু পূজা ঘুমিয়ে পড়ায় ফোনটি ধরতে পারেননি। ব্যস্ততার কারণে ২১ আগস্ট শুক্রবার আর বোনের খোঁজ নিতে পারেননি পূজা। ২২ আগস্ট শনিবার দুপুরে পুজা একবার ফোন করলেও প্রীতিলতা ফোন ধরেননি। রাত সাড়ে ৮টার দিকে আবারও ফোন করেন পূজা। এবারও ফোন না ধরায় তিনি একে একে ভগ্নিপতি, ভাগ্নি ও ভাগ্নের নম্বরে ফোন করেন। কিন্তু সবগুলো ফোনই বন্ধ ছিল।

বিষয়টি সন্দেহজনক হওয়ায় পূজা তার স্বামী বিপুল আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে যান। দেখেন ভেতরে অন্ধকার। অনেক ডাকাডাকির পরও সারা শব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় পাশের বাড়ি থেকে জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। ধাক্কাধাক্কিতে জানালা খুলে যাওয়ায় টর্চলাইট দিয়ে দেখেন ভেতরে এলোমেলো অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে তারা পুলিশকে ফোন করে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে দেখে ছাদে গণপতির লাশ, সিঁড়িতে প্রীতিলতা ও মেয়ে আগামীর লাশ এবং শোবার ঘরে আয়ুসের লাশ পড়ে আছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুই আসামি গ্রেপ্তার

লাশগুলো উদ্ধার করতে করতে মধ্যরাত হয়ে যায়। ভোররাতেই পুলিশ গণপতির প্রতিবেশী মৃত কানুদাসের ছেলে মুগ্ধ দাস ও বিনয় চন্দ্র দাসের ছেলে সিদ্ধার্থ দাসকে তাদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

দুপুরে রংপুর মহানগর পুলিশের তখনকার কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল মাবুদ এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, গণপতি চক্রবর্তী সম্মানিত মানুষ ছিলেন এবং কারও সাথে তাদের কোনো বিবাদ ছিল না। তাকে ও পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত তথ্য তারা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তথ্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি জানান, মুগ্ধ দাস ও সিদ্ধার্থ দাস নামে দুজনকে তারা আটক করেছেন এবং তারা পরস্পরের আত্মীয় ও একই এলাকার। এর মধ্যে একজন সেখানকার একটি স্বর্ণের দোকানের কারিগর হিসেবে কাজ করতেন।

আব্দুল মাবুদ বলেন, ‘‘পাশের নির্মাণাধীন বাড়ির ভেতর দিয়ে ওনাদের (গণপতি চক্রবর্তীর) বাড়ির ছাদে এসেছিল দুজন। ওই ছাদে তারা ইয়াবা সেবন করে। এ সময় গণপতি শব্দ শুনে খালি গায়ে উপরে যান। তার ঘাড়ে গামছা ছিল। তিনি ওই দুজনকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা স্যারের গলার গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে তাকে হত্যা করেন। তখন তিনি বাঁচার জন্য চেষ্টা করেন। এতে শব্দ হয়। শব্দ শুনে প্রীতিলতা চক্রবর্তী উপরে আসার চেষ্টা করেন। এ সময় ওই দুজন সিঁড়িতে গামছা পেঁচিয়ে সিঁড়ির মধ্যেই তাকেও হত্যা করে। প্রীতিলতা চক্রবর্তীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তাদের মেয়ে আগামী চক্রবর্তী এগিয়ে আসলে ওই দুজন তাকেও রশি দিয়ে পেঁচিয়ে হত্যা করে। এরপর প্রার্থীর ছোট ভাই ১২ বছর বয়েসি আয়ুসকে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে ও বালিশ চাপা দিতে হত্যা করে ওই দুজন। এরপর ছোটো ছেলের বাথরুমে গিয়ে তারা গোসল করে। পরে তাদের ডাইনিং টেবিলে থাকা খেজুর খায়। সেখানে ইয়াবা সেবন করে। এসব আলামত আমরা পেয়েছি। জিনিসপত্র লুট করে জুমার নামাজের সময় তারা বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বাসার ভেতরের সবকিছু ওই দুজনই ইচ্ছাকৃতভাবে এলোমেলো করে যায়। বাসায় থাকা দুটি ফোন তারা ডিটারজেন্ট দিয়ে বালতিতে ভিজিয়ে রাখে। কিছু স্বর্ণালংকার নিয়ে তারা সেখানকার মন্দিরের পেছনে পরিত্যক্ত জায়গায় রেখে যায়। পরে তাদের দেখানো মতে এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।’’

দুইজন ব্যক্তি একটি বাসার চার জনকে খুন করলো কীভাবে এমন প্রশ্নের উত্তরে মামলাটি তদন্তের দায়িত্বে থাকা কোতয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিলন কুমার চ্যাটার্জি বলেন, ‘‘ছাদে বসে ওই দুইজন ৬-৭টি ইয়াবা খেয়েছে। এতগুলো ইয়াবা খাওয়ার পর তাদের অবস্থা কী হয় সেটা বুঝতেই পারছেন। তারা হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্যউপাত্ত রয়েছে তারা দুইজনই এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত।’’

২৫ আগস্ট মঙ্গলবার মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রংপুর ডিবির পরিদর্শক জিন্নাত আলীকে।

এত দ্রুত কীভাবে আসামি গ্রেপ্তার করলেন, জানতে চাইলে মিলন কুমার চ্যাটার্জি বলেন, ‘‘হত্যাকাণ্ডের পরপরই আমরা সোর্সদের অ্যালার্ট করি। এর মধ্যে এক সোর্স খবর দেয় হাতে আঘাত নিয়ে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছে ওই পাড়ার বাসিন্দা সিদ্ধার্থ। আমরা দ্রুত তাকে নিয়ে আসি। সে নিজেই আমাদের কাছে হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে। পাশাপাশি এও জানায়, ধস্তাধস্তিতে তার হাতে আঘাত লেগেছে।’’- সংবাদসুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার

১২ পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়। তিনি ওই বিচার ও অভিযোগকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাঁকে আইনগত প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে। অর্থাৎ তাঁর দেশে ফেরার বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক নয়, এর সঙ্গে বিচারিক প্রক্রিয়াও সরাসরি জড়িত।

এদিকে শেখ হাসিনার ফেরার ঘোষণা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনার আশঙ্কা থাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ। তবে শেখ হাসিনা সত্যিই ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন কি না, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এটি দেশে ফেরার পরিকল্পনা ও ঘোষণা।

ছয় মাসে বাংলাদেশে প্রায় ৬২ হাজার

১৭ পৃষ্ঠার পর

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, আমলাতান্ত্রিক চাপের ভয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকার রাজনৈতিক সাহস দেখাতে পারছে না।

সংস্থাটির কার্যালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যান্য অর্থনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান সরকার কোন অবস্থায় অর্থনীতি পেয়েছে, সে বিষয়ে কোনো নথিপত্র নেই। তাঁর মতে, হয়তো অন্তর্বতী সরকারের কোনো বাছবিচার করতে চাননি বলেই এ বিষয়ে কোনো দলিল রাখা হয়নি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের উচ্চপর্যায়ে দলীয় নিয়োগ ঠিক হয়নি। ‘জিরো টলারেন্স’ বলার পরও মব হয়েছে। এসব বিষয় সরকারের জন্য অস্বস্তির জায়গা তৈরি করেছে। নতুন ঋণ নেওয়ার আগে আগের ঋণের পরিমাণ এবং কত বছরের মধ্যে তা পরিশোধ করা হবে, সে বিষয়ে একটি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন ছিল বলেও মন্তব্য করেন ড. দেবপ্রিয়। তিনি বলেন, গত ছয় মাসে বিভিন্ন কারণে ৯৫টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। এতে প্রায় ৬২ হাজার মানুষ কাজ হারিয়েছেন।

অর্থনীতির সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে সিপিডি জানায়, ছয় মাসে ৩১টি অর্থনৈতিক সূচকের মধ্যে ১৯টিতেই অবনমন দেখা গেছে। এ অবস্থায় অর্থনীতি পরিচালনায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে মনে করছে প্রতিষ্ঠানটি। সিপিডির আশঙ্কা, অর্থনীতিকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে না পারলে সরকার পুরোনো সিন্ডিকেটের কবলে পড়তে পারে। তাই অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি।

পাকিস্তানের হুমকি সত্ত্বেও খেলার

১৪ পৃষ্ঠার পর

আদিয়ালা কারাগারে বন্দী বাবা ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তার দুই ছেলে সুলেইমান খান ও কাশিম খান। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, সাক্ষাৎকারটির প্রচার ঠেকাতে ম্যাচের শুরু থেকেই সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করেছিল পিসিবি। এমনকি এটি সম্প্রচার করা হলে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা লাঞ্চের পর আর মাঠে নামবেন নাড়এমন বয়কটের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল পিসিবির পক্ষ থেকে। এই উত্তেজনার কারণে সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচারে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। তবে পিসিবির হুমকি উপেক্ষা করেই শেষ পর্যন্ত ১৮ মিনিটের পুরো সাক্ষাৎকারটি বিশ্বজুড়ে প্রচার করে স্কাই স্পোর্টস। অবশ্য মাঠের খেলায় কোনো প্রভাব না ফেলে অধিনায়ক শান মাসুদের দল নির্ধারিত সময়েই মাঠে নেমেছিল। ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপজয়ী রূপকথার নায়ক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইমরান খান দুর্নীতির মামলায় ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাগারে বন্দী রয়েছেন। সম্প্রতি তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ও দীর্ঘমেয়াদি নির্জন কারাবাসের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। গত রোববার ইমরান খানের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে পাকিস্তান সরকারকে খোলা চিঠি দেন মাইকেল আথারটনসহ বিশ্বের ২১ জন সাবেক টেস্ট অধিনায়ক। ওই সময় আথারটন মন্তব্য করেছিলেন, ‘রাষ্ট্র যেন ইমরানের অস্তিত্বই মুছে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে।’ এদিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্কাই স্পোর্টসের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারটি বিশ্ববাসী দেখতে পেলেও পাকিস্তানে তা ব্লক করা হয়। দেশটির খেলা সম্প্রচারকারী সরকারি টেলিভিশন ‘পিটিভি’ রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপের আওতায় ইমরান খানের ছেলেদের পুরো সাক্ষাৎকারটি সরাসরি সম্প্রচার থেকে বাদ দিয়ে দেয়।

২০৩০ সালের মধ্যে অর্থনীতিতে

১৭ পৃষ্ঠার পর

তৃতীয় অবস্থানে থাকবে জার্মানি, যার অর্থনীতির আকার হতে পারে ৬ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার।

২০২৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জার্মানির সম্মিলিত অর্থনীতি ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বাড়তে পারে। এই বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকবে চীনের।

তবে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দৌড়ে জার্মানির সঙ্গে ভারতের ব্যবধান খুব সামান্য। ২০৩০ সালে জার্মানির সম্ভাব্য জিডিপি ৬ দশমিক ১৭৮ ট্রিলিয়ন ডলার এবং ভারতের ৬ দশমিক ১৭৩ ট্রিলিয়ন ডলার হতে পারে।

অর্থাৎ দুই দেশের ব্যবধান মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলার।

বর্তমান প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে নামমাত্র জিডিপির হিসাবে ভারত জার্মানিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে ক্রয়ক্ষমতার সমতা (পিপিপি) অনুযায়ী হিসাব করলে ভারত ইতিমধ্যে জার্মানির তুলনায় প্রায় তিন গুণ বড় অর্থনীতি।

এশিয়ার অর্থনৈতিক শক্তি বাড়বে

২০৩০ সালের মধ্যে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সম্মিলিত অর্থনৈতিক উৎপাদন ৫৫ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। এটি হবে বৈশ্বিক অর্থনীতির এক-তৃতীয়াংশের বেশি।

চীন ও ভারতের পর এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে জাপান। দেশটির জিডিপি ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। এরপর থাকবে দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। দেশ দুটির সম্ভাব্য জিডিপি যথাক্রমে ২ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ও ২ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার।

একসময় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ছিল জাপান। তবে কয়েক দশক ধরে দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে পড়েছে। ২০১০ সালে জাপানকে ছাড়িয়ে যায় চীন। এরপর ২০২৪ সালে জার্মানিও জাপানকে ছাড়িয়ে যায়।

ইউরোপে থাকবে তুলনামূলক ভারসাম্য

২০৩০ সালে ইউরোপের সম্মিলিত অর্থনীতির আকার ৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার হতে পারে। বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ থাকবে ইউরোপের দখলে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্যদেশগুলোর সম্মিলিত নামমাত্র জিডিপি ২৬ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। এতে সবচেয়ে বড় অর্থনীতি হবে জার্মানি। এরপর থাকবে ফ্রান্স ও ইতালি। দেশ তিনটির সম্ভাব্য জিডিপি যথাক্রমে ৬ দশমিক ২, ৪ ও ৩ ট্রিলিয়ন ডলার।

ইইউর বাইরে ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনীতি হিসেবে থাকবে যুক্তরাজ্য। ২০৩০ সালে দেশটির জিডিপি ৫ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার হতে পারে। এরপর থাকবে রাশিয়া, যার অর্থনীতির আকার হতে পারে ২ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার।

তবে ২০২৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে রাশিয়ার অর্থনীতি সংকুচিত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বড় অর্থনীতিগুলোর মধ্যে রাশিয়া হবে এমন কয়েকটি দেশের একটি, যাদের অর্থনীতি এ সময়ে সংকোচনের মুখে পড়তে পারে।

বিদেশে কাজের সুযোগ: ৫০ হাজার

১৭ পৃষ্ঠার পর

জাপানি ভাষাসহ বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ছাড়া অন্য প্রশিক্ষণার্থীরা যে দেশে যেতে চান, চাহিদা অনুযায়ী সে দেশের ভাষা শেখানোরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দেশের সকল মহানগরীতে শিক্ষিত যুবদের কেয়ারগিভিং ও ভাষা দক্ষতার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষ্য কর্মহীন যুবক ও যুব নারীদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করে দেশি ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। বিশেষ করে নারীদের জন্য কেয়ারগিভিং খাতকে সম্ভাবনাময় কর্মক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অন্তত ৬০ শতাংশকে কর্মসংস্থানে যুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অসুস্থ, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবার মান উন্নয়নেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) প্রিয়সিন্ধু তালুকদার বলেন, “এই প্রশিক্ষণ আমাদের জন্য একেবারেই নতুন। আগে আমাদের প্রচলিত ট্রেডগুলোর মধ্যে এটি ছিল না, কারণ তখন এ ধরনের চাহিদা তেমন ছিল না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কেয়ারগিভারের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বাড়ছে।চ

প্রশিক্ষণ কাঠামো সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে তিন মাসের একটি কোর্স পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে রোগীর প্রাথমিক সেবা, ওষুধ ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও দৈনন্দিন সহায়তার মতো বিষয় শেখানো হবে।

তিনি বলেন, “সবাই এই কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। যাদের আন্তরিকতা, সাহস এবং রোগীর সেবা করার মানসিকতা আছে, তারাই এখানে সফল হবে। ন্যূনতম এসএসসি পাস হলেই এই প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব।চ

ভাষা শিক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন, “সবাই তো বিদেশে যাবে না বা একই দেশে যাবে না। তাই কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণের পর যারা বিদেশে যেতে আগ্রহী, তারা আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা শিখতে পারবে। এটা আরও কার্যকর হবে।চ

বাড়ছে কেয়ার অর্থনীতি

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে যত্নসেবা খাতে প্রায় ৭০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে বিশ্বব্যাপী এ খাতে কর্মসংস্থানের চাহিদা ৩০ কোটির বেশি হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ফলে কেয়ারগিভিং পেশার চাহিদাও বাড়ছে। ওইসিডির ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে দক্ষ কেয়ারগিভারের চাহিদা প্রতিবছর গড়ে ৫ থেকে ৭ শতাংশ হারে বাড়ছে।

তবে বাংলাদেশের অনেক যুবকের ভাষাগত দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ঘাটতির কারণে তারা এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছেন না।

একজন প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে সাধারণ স্বাস্থ্য সহায়তা, ব্যক্তিগত যত্ন, খাবার প্রস্তুত, চলাচলে সহায়তা, মনোসামাজিক সহায়তা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিচর্যা। এসব কাজ মূলত মানবিক ও সহায়ক সেবার অংশ।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, একজন কেয়ারগিভারের প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ সাধারণ পরিচর্যা ও সহায়ক সেবা এবং মাত্র ৫ শতাংশ কাজ সরাসরি চিকিৎসা-সম্পর্কিত সহায়তা। ফলে স্বল্পমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক দক্ষ সহায়ক জনবল তৈরি করা সম্ভব, যা স্বাস্থ্যখাতের জনবল ঘাটতি কমাতেও ভূমিকা রাখতে পারে।

কর্মকর্তারা জানান, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও জীববিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণার অনলাইন ডেটাবেস পাবমেডে (চঁনগবফ) প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, দ্রুত আর্থসামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক মূল্যবোধের রূপান্তরের কারণে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বর্ধিত পরিবারব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে অনেক বয়স্ক ব্যক্তি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃদ্ধাশ্রম বা প্রাতিষ্ঠানিক সেবার ওপর নির্ভরশীল হচ্ছেন। গবেষণায় ৬৩ শতাংশ বাসিন্দা পারিবারিক সমস্যাকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ৬৭ শতাংশ জানিয়েছেন, তাদের দেখাশোনার জন্য ঘরে কেউ নেই। একই সঙ্গে নগরায়ণ, একক পরিবার বৃদ্ধি ও কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রার কারণে বয়স্কদের পরিচর্যায় ঘাটতি বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভারের চাহিদাও দ্রুত বাড়ছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা খাতের সম্প্রসারণ এবং বিপুলসংখ্যক কর্মপ্রত্যাশী যুবকের উপস্থিতি বিবেচনায় দেশের সব মহানগরীকে প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি ছয়জনের একজনের বয়স ৬০ বছরের বেশি হবে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি যত্নের প্রয়োজন আরও বাড়বে। এ খাতের বাজারও দ্রুত বাড়ছে। ২০২৬ সালে এর আকার প্রায় ২৫৬ বিলিয়ন ডলার, যা ২০৩১ সালের মধ্যে ৪৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াতে পারে।

শহরে বাড়ছে শিক্ষিত যুব বেকারত্ব

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দেশের মহানগরীগুলোতে শিক্ষিত যুবক ও যুব নারীদের বেকারত্ব বাড়তে থাকায় দক্ষতা উন্নয়নভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে সামনে এসেছে।

লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২৩ অনুযায়ী, শহরাঞ্চলে যুব বেকারত্ব জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। উচ্চশিক্ষিত তরুণদের একটি বড় অংশ প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে অনানুষ্ঠানিক ও স্বল্প আয়ের কাজে যুক্ত হচ্ছেন।

বিবিএসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৯ লাখ ছাড়িয়েছে, যা এক বছরের ব্যবধানে লক্ষাধিক বেড়েছে। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, মোট বেকারের সংখ্যা ২৬ থেকে ২৭ লাখের মধ্যে, যা শ্রমবাজারে চাপ বাড়াচ্ছে।

সরকারি টাস্কফোর্সের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ১০০ জন বেকারের মধ্যে প্রায় ২৮ জনই উচ্চশিক্ষিত।

অন্যদিকে মহানগরীগুলোতে বিপুলসংখ্যক কর্মপ্রত্যাশী যুবক, গ্রাম থেকে আসা তরুণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ নারীরা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে পিছিয়ে পড়ছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ধারণা, কেয়ারগিভিংয়ের মতো স্বল্পমেয়াদি ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ দ্রুত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

জনসংখ্যাবিদদের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, ২০৩৩ থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা কমতে শুরু করবে। তাই এই সময়ের মধ্যে যুবশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে না পারলে বড় অর্থনৈতিক সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও মূল্যায়নের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। অনলাইন প্রচারণার মাধ্যমে আবেদন নেওয়ার পর বাছাই পরীক্ষার ভিত্তিতে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ন্যূনতম এসএসসি পাস প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে।

এ জন্য প্রশ্নব্যাংকভিত্তিক প্রশ্নপত্র তৈরি এবং মহানগর ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ে পৃথক নির্বাচন কমিটি গঠন করা হবে।

কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষক নিয়োগ করবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অতিথি বক্তা হিসেবে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করবেন। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নিশ্চিত করা হবে এবং স্থানীয় কর্মকর্তারা তা পরিদর্শন করবেন।

দেশের ১৩টি মহানগরীর ৫০১টি ওয়ার্ডে ৩৩টি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে মোট ২ হাজার ৪টি ব্যাচের মাধ্যমে ৫০ হাজার ১০০ জনকে কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতি ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেবেন।

প্রতিটি ব্যাচ শেষে মেন্টরশিপ ও ওয়ার্কিং সেশন আয়োজন করা হবে এবং বিনা মূল্যে অনলাইন মেন্টরশিপ দেওয়া হবে। পাশাপাশি আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে এবং কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর কানাডার

১৭ পৃষ্ঠার পর

যায়। এরপর দুই দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে ‘অযৌক্তিক’ দাবি জানানোর অভিযোগ তোলে। এর মধ্যেই বাণিজ্য বিরোধ আরও বেড়েছে। কানাডার অর্থমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া-ফিলিপ শ্যাম্পেন বলেন, আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর ট্রাম্প প্রশাসন কানাডার বিভিন্ন পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। তারই জবাবে কানাডার এই নতুন পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, ‘এই শুল্ক কানাডার শ্রমিক, ব্যবসা ও দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর বাস্তব প্রভাব ফেলবে। তাই কানাডাকে জবাব দিতে হবে।’

শ্যাম্পেন কানাডার পাল্টা পদক্ষেপকে ‘সমানুপাতিক’ ও ‘কৌশলগত’ বলে অভিহিত করেছেন।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা ও শ্রমিকদের সহায়তায় আরও ৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন কানাডীয় ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কানাডা সরকার। চাকরি হারানোর হার কমাতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখতে এই অর্থ বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচিতে ব্যয় করা হবে।

তবে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক অংশীদার দুই দেশের মধ্যে এই পাল্টাপাল্টি শুল্ক দুই পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে কয়েক দশক ধরে গড়ে ওঠা সরবরাহব্যবস্থার খরচ বাড়বে। এর প্রভাব ছোট-বড় সব ধরনের ব্যবসা এবং শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের ওপর পড়তে পারে।

জনমত জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে কানাডা সরকারের কঠোর অবস্থানের পক্ষে বেশির ভাগ কানাডীয় সমর্থন জানিয়েছেন।

তবে বাণিজ্য আলোচনা ঠিক কেন ভেস্তে গেল, তা নিয়ে এখনো প্রশ্ন রয়েছে। বিরোধী কনজারভেটিভ পার্টি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত চুক্তির পুরো খসড়া প্রকাশের দাবি জানিয়েছে।

এদিকে কানাডার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘ বাণিজ্যযুদ্ধের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

কানাডার পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণার পর হোয়াইট হাউস বলেছে, সাম্প্রতিক বাণিজ্য আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র কানাডাকে ‘অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি বাজারভিত্তিক সুবিধ্ব’ দিতে চেয়েছিল। তবে ‘অংশীদারত্বের বদলে কানাডা অযৌক্তিক দাবি ও প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসার পথ বেছে নিয়েছে’ বলে অভিযোগ করেছে তারা।

ট্রাম্পও কানাডার সমালোচনা করে বলেন, দেশটি কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ‘অন্যায্য সুবিধ্ব’ নিয়েছে। তিনি কানাডার সঙ্গে ব্যবসা কমানোর ইঙ্গিত দেন এবং লেক অন্টারিওর নাম ‘লেক আমেরিকা়’ করার কথাও বলেন।

এদিকে ট্রাম্প ১ জানুয়ারি থেকে কানাডার গাড়ির ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশ করার হুমকি দিয়েছেন। জবাবে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেন, ট্রাম্প কানাডার গাড়ি, ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্প ‘ধ্বংস’ করতে চান।

দুই দেশের কথার লড়াই তীব্র হলেও মঙ্গলবার কয়েকজন কর্মকর্তা আবার আলোচনা শুরুর আশা প্রকাশ করেন। অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ডও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা দুই দেশের জন্যই ভালো একটি চুক্তি করতে চান তিনি।

কানাডা প্রায় ৯০০টি মার্কিন পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক বসানোর তালিকা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, মধু, আসবাব, পোশাক, প্রসাধনী ও সুগন্ধির ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসানো হবে।

এছাড়া, ডিশওয়াশার, ওয়াশিং মেশিন, পনিরসহ দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ ও সামুদ্রিক খাবারের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। আর ফর্কলিফট ও এয়ারকন্ডিশনিং মেশিনসহ কিছু যন্ত্রপাতির ওপর বসবে ১৫ শতাংশ শুল্ক।

কানাডা বলেছে, দেশের ভেতরে ক্ষতি কমাতে এমন পণ্য বেছে নেওয়া হয়েছে, যেগুলো অন্য দেশ থেকেও সহজে কেনা সম্ভব।

ঠিক কী কী কারণে বার বার

১৪ পৃষ্ঠার পর

করা গবেষণাপত্রটি ‘সায়েন্স অ্যাডভান্সেস’ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল। সামগ্রিক চিত্র বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা জানিয়েছিলেন, ১৯৭৫ থেকে ২০০০ পর্যন্ত যে গতিতে বরফ গলছিল হিমালয়ের হিমবাহগুলিতে, ২০০০ সালের পর হিমালয়ের হিমবাহ গলার গড় হার আগের সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ওই গবেষণাপত্রটির প্রধান লেখক, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জোশুয়া মরার বলেছিলেন, গত চার দশকে হিমবাহগুলির চার ভাগের এক ভাগই গলে গিয়েছে। হিমালয় জুড়ে উন্নয়নের নামে বনভূমি ধ্বংস, অপরিকল্পিত নির্মাণ, সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ বন্ধ না হলে বর্ষার মরসুমে বন্যা ও ভূমিধসের মোকাবিলা করা কঠিন হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে ধৌলিগঙ্গা-সহ নদী অববাহিকায় ভয়াবহ হড়পা বান, সে বছরের জুলাই মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়াড়ের হরপা বান, ২০২৩ সালের অক্টোবরে সিকিমে সাউথ লোনাক হ্রদের বাঁধ ভেঙে গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড হয়, ২০২৫ সালের অগস্টে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী ও ধারালির হড়পা বানের পরে এ বার ভোটেকাশীর ঘটনা হিমালয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করছেন ভূবিজ্ঞানীদের একাংশ। ২০২০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের দেওয়া একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছিল যে, কোশী-গণ্ডকী-কার্নালি নদী অববাহিকা বরাবর বহু হিমবাহের হ্রদ রয়েছে। এগুলির মধ্যে ৪৭টি থেকে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে সতর্ক করেছিলেন ভূবিজ্ঞানীরা। এই ৪৭টির মধ্যে ২৫টি রয়েছে চিনের তিব্বতে, ২১টি রয়েছে নেপালে আর একটি রয়েছে ভারতে। কিন্তু হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে গেলে বিপুল জল ও ধ্বংসাবশেষ নীচের নদী অববাহিকায় নেমে এসে গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড তৈরি করতে পারে।। বরফ এবং পাথর ফাটিয়ে এই সমস্ত হ্রদের জল নেমে আসতে পারে নদীর নিম্ন অববাহিকায়। নেপালে হড়পা বান বিপর্যয়ের আবহে তিব্বতের মানস সরোবরের অদূরে আনসি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন ইয়ারলুং সাংপো নদীর নিম্ন অববাহিকায় চিনের বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তিব্বত থেকে ভারতে প্রবেশের পরে এই ইয়ারলুং সাংপোর নাম হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। আবার ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশের পরে নাম নিয়েছে যমুনা! হড়পা বানের জেরে চিনের বাঁধে বিপর্যয় ঘটলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ভারত এবং বাংলাদেশে। অন্য দিকে, আমেরিকার ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ইউনাইটেড স্টেটস জিয়োলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্প নয়, তুষারধসের কারণেই ভয়াবহ হড়পা বান এসেছিল নেপালের ভোটেকোশী নদীতে।

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

‘পরাশক্তিগুলো নিজেদের সীমাবদ্ধতা

১৪ পৃষ্ঠার পর

সময় এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে যা ঘটেছে তার দিকে তাকালে দেখা যাবে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেদের ইচ্ছা বা সামরিক শক্তি চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পরাশক্তিগুলোর সক্ষমতা মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে পড়েছে।চ

২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “রাশিয়া ও ইউক্রেনের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে দেখুন।চ উল্লেখ্য, মস্কো আশা করেছিল ইউক্রেনে তাদের অভিযান মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হবে।

এরপর ইরান-যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে গুতেরেস বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের দিকেও তাকান।চগত ফেব্রুয়ারিতে আক্রমণের সময় আমেরিকা আশা করেছিল তেহরান আত্মসমর্পণ করবে; কিন্তু ছয় মাস পরও ইরানের শাসকগোষ্ঠী টিকে রয়েছে এবং বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহনের নৌপথ্ হরমুজ প্রণালি্ বন্ধ করে দিয়েছে।

স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা থেকে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে গুতেরেস বলেন, “পরাশক্তিগুলোকে বুঝতে হবে যে পরিস্থিতি বদলে গেছে, বিভিন্ন দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভারসাম্যও পাল্টে গেছে।চ

পর্তুগালের ৭৭ বছর বয়সী প্রাক্তন এই প্রধানমন্ত্রীড় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গঠিত্ বোর্ড অব পিস্-এর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিকল্প হয়ে ওঠার ধারণাকে নাকচ করে দেন। আন্তর্জাতিক নেতাদের নিয়ে গঠিত এই প্ল্যাটফর্মটি মূলত ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চুক্তি করার লক্ষ্য নিয়ে গত বছর গঠিত হয়েছিল। কিন্তু গাজায় শান্তি ফেরাতে এটি যে কোনো কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি করতে পারেনি, সে বিষয়টিও উল্লেখ করেন তিনি।

গুতেরেস বলেন, “(জাতিসংঘের) যত জটিলতাই থাক না কেন, সত্যিটা হলো গাজায় কী ঘটছে, কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং কতটা অগ্রগতি হয়েছে তার দিকে তাকালে এটা স্পষ্টড় জাতিসংঘের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। বরং অন্যরা কী করছে, তা নিয়ে তাদেরই চিন্তিত হওয়া উচিত।চ

গুতেরেসের এক দশকের মেয়াদে বৈশ্বিক সংকটে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে জাতিসংঘের অবস্থান কিছুটা ম্লান হয়েছে। জাতিসংঘের সাবেক ও বর্তমান কিছু কর্মকর্তার মতে, গুতেরেস ও তাঁর প্রশাসন দ্বিতীয় মেয়াদে বিশ্ব সংঘাতের স্থানগুলোতে নিষ্ক্রিয় থেকে ভুল করেছেন। বিরোধ মেটানোর চেয়ে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের মতো জলন্ত বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলার দিকেই বেশি মনোনিবেশ করেছেন বলে মনে করেন তারা।

ইউক্রেন, গাজা ও ইরানের যুদ্ধে মধ্যস্থতা করা কঠিন ছিল বলে স্বীকার করেন গুতেরেস। তিনি বলেন, জাতিসংঘের মূল নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা পরিষদ্ কার্যত অচল্ হয়ে পড়েছিল, কারণ এতে ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি স্থায়ী দেশের মধ্যে দুটি পরাশক্তিড় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে রেখেছে সংস্থাটিকে। সুদান গৃহযুদ্ধেও জাতিসংঘকে কোণঠাসা হয়ে পড়তে হয়েছে বলে তিনি মেনে নেন; কারণ অচল নিরাপত্তা পরিষদের সুযোগ নিয়ে বাইরের মধ্যস্থতাকারীরা সেই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছে।

তিনি বলেন, “বর্তমানে এক ধরনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি বিরাজ করছে। যেসব দেশ নিয়ম ভাঙছে তাদের সরাসরি সতর্ক করা বা শাস্তি দেওয়ার মতোড় কার্যকর কোনো নিরাপত্তা পরিষদ না থাকায়, জাতিসংঘের প্রভাব বা দর কষাকষির ক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।চ

তবে মধ্যস্থতার কাজ থেকে সরে দাঁড়ানোর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে গুতেরেস ৬০ বছর ধরে বিভক্ত সাইপ্রাসে তাঁর সাম্প্রতিক সফরের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “আজকের দিনে মধ্যস্থতা অত্যন্ত কঠিন এবং এর ফলাফলও সীমিত। কিন্তু আমরা হাল ছাড়ছি না।চ তিনি উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেও লেবানন, গাজা, সুদান ও লিবিয়ায় মধ্যস্থতা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছে।

তাঁর আমলে জাতিসংঘের কণ্ঠস্বর্ ক্ষীণ্ হয়ে এসেছেড় এমন সমালোচনার জবাবে গুতেরেস যুক্তি দেন যে, ইউক্রেন যুদ্ধ, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের্ ভয়াবহ্ হামলা এবং গাজায় ইসরায়েলের্ সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য্ পাল্টা আক্রমণের বিষয়ে তাঁর মতো স্পষ্ট ভাষায় খুব কম লোকই সোচ্চার হয়েছেন।

এসব সমালোচনার কারণে ইসরায়েল এবং রাশিয়া উভয় দেশই তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পক্ষপাতদুষ্টড় এমন অভিযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে গুতেরেস বলেন, “আমি মনে করি আমরা ইতিহাসের সঠিক পথেই ছিলাম। দুটি জাতি যেন পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করতে পারে, আমরা কেবল সেই প্রয়োজনীয় নীতিকেই সমর্থন জানিয়েছি।চ

গুতেরেসের পূর্বসূরি আটজন মহাসচিবের মতোই তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক। জাতিসংঘের বহুপক্ষীয় এজেন্ডা ও এর কার্যক্রম নিয়ে নিজের অসন্তোষের কথা কখনই গোপন করেননি ট্রাম্প। তাঁর প্রশাসন বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (ডব্লিউএইচও) সহ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি সংস্থা থেকে সহায়তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং জাতিসংঘের বহু কার্যক্রমের অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, সংস্থাটির মূল বাজেটে যুক্তরাষ্ট্রের বকেয়া ২০০ কোটি ডলারেরও বেশি এবং শান্তি রক্ষা মিশনে বকেয়া ৩০০ কোটি ডলার। তবে ট্রাম্প প্রশাসন জাতিসংঘের বাজেটের জন্য ৭২ কোটি ৫০ লাখ ডলার ছাড় করার ইঙ্গিত দিয়েছে।

আর্থিক ঘাটতির কারণে গুতেরেসকে কঠোর বাজেট ছাঁটাইয়ের পদক্ষেপ নিতে হয়েছে, যার ফলে জাতিসংঘের হাজার হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। মার্কিন কর্মকর্তারা এই বাজেট ছাঁটাইকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত জানালেও তাদের দাবিড় এই ছাঁটাই অনেক বছর আগেই করা উচিত ছিল। জাতিসংঘের ভেতরের কর্মকর্তারাও স্বীকার করেন যে, স্নায়ুযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং একই কাজ বিভিন্ন সংস্থা আলাদাভাবে করে অপচয় বাড়াচ্ছিল।

বাজেটের টানাপোড়েন প্রসঙ্গে গুতেরেস বলেন, “অনেকে ভেবেছিলেন জাতিসংঘের কয়েকটি সংস্থা হয়তো ভেঙে পড়বে। কিন্তু কোনো কিছুই ভেঙে পড়েনি। হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের ব্যাপ্তি কিছুটা কমেছে। কিন্তু সংস্থাগুলো কি ধসের মুখোমুখি? একদমই না, কারণ আমরা এমনভাবে পুনর্গঠিত হয়েছি, যা আমাদের দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করেছে। প্রায় ৪০০ কোটি ডলারের বিশাল বকেয়া থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছি। ২০২৬ সালের বাজেটে আমরা পদের সংখ্যা ২২ শতাংশ হ্রাস করেছি। বিশ্বের অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান এমন নজির দেখাতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই।চ তিনি আরও জানান, গত বছর শান্তিরক্ষী বাহিনী মিশনে সেনা সংখ্যা ২৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। “আমরা ইউনিট ধরে ধরে সেনা কমিয়েছি, যা ফিন্যান্সিয়াল টাইমসও হয়তো খেয়াল করেনিচ বলেন তিনি।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে গুতেরেসের সম্পর্ক অত্যন্ত শীতল। এমনকী তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প গুতেরেসের সঙ্গে তেমন একটা কথাও বলেননি। তবে গুতেরেস জানান, বিভিন্ন খবর বা হেডলাইনের বাইরেও পশ্চিম সাহারা, লিবিয়া এবং সুদানের মতো বেশ কয়েকটি বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতা বজায় রেখেছে। হাইতির মানবিক সংকট মোকাবিলায় ওয়াশিংটনকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। সহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, “কখনও কখনও মানুষের মুখের কথা আর কাজের মধ্যে... তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য আর বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য থাকে।চ

জাতিসংঘ মহাসচিব হিসেবে গুতেরেসের এই এক দশকে বিশ্বমঞ্চে্ মধ্যম শক্তি্ হিসেবে ভারত এবং ধনাঢ্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মতো গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর উত্থান ঘটেছে। গুতেরেস এটিকে্ খুবই ইতিবাচক একটি ধারা্ হিসেবে দেখছেন। এই পরিবর্তনের হাওয়া আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের মতো বৈশ্বিক সংস্থাগুলোকে তাদের ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের কাঠামো বদলে বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে বাধ্য করবে বলেও মনে করেন তিনি।

তবে এই পরিবর্তন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সামলানোর বিষয়ে হুঁশিয়ার করেন তিনি। বিশ্ব পরাশক্তিগুলো যদি পরিবর্তিত বিশ্বকে প্রতিফলিত করার জন্য এই সংস্থাগুলোর সংস্কারে দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তবে “ঝুঁকি হলো এই বহুমেরু ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা এবং শেষ পর্যন্ত চরম সংঘাত সৃষ্টি করবে।” গুতেরেস স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, “আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের ইউরোপও ছিল বহুমেরু-ভিত্তিক। কিন্তু (আন্তর্জাতিক) সুশাসনের কোনো বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান না থাকার চূড়ান্ত ফল ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।”

মধ্যম শক্তির ও অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলো নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের জোর দাবি জানাচ্ছে। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পাঁচ বিশ্বশক্তিড় নিরাপত্তা পরিষদে আনা যেকোনো প্রস্তাবে ভেটো দিতে পারে; যেখানে অন্যদের মতামত গ্রাহ্য হয় না। এমনকি জাতিসংঘ মহাসচিব নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাদের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। গুতেরেস মনে করেন, ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি দেশের মধ্যে তিনটিই ইউরোপের হওয়া কোনো টেকসই ব্যবস্থা হতে পারে না। তিনি বলেন, “দিনশেষে বাস্তবতাই জয়ী হবে। নিরাপত্তা পরিষদকে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে রূপান্তর করা অপরিহার্য।চ

তবে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে নতুন কাউকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে একমত হওয়া যে কঠিন, তাও মানেন গুতেরেস। তিনি বলেন, “ক্ষমতা কখনো উপহার হিসেবে পাওয়া যায় না, তা অর্জন বা ছিনিয়ে নিতে হয়। প্রশ্ন হলো কীভাবে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এমনভাবে সংগঠিত করব যেন সেই ক্ষমতা অর্জনের পরিবেশ তৈরি হয়।চ

এ বছরের ডিসেম্বরে গুতেরেসের দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছে। সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইঙ্গিত দিয়েছেন, তারা বৈশ্বিক সংকটে জাতিসংঘকে আরও দৃশ্যমান দেখতে চান। এক প্রার্থী তো বলেই বসেছেন যে আমূল সংস্কার না হলে জাতিসংঘ “ধীরে ধীরে বিলুপ্তিরচ মুখে পড়তে পারে এবং এর কার্যক্রম আরও সংকুচিত হতে পারে। এ বিষয়ে তাঁর উত্তরসূরির প্রতি গুতেরেসের একমাত্র পরামর্শ হলোড় “নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখুন এবং যা সঠিক মনে করেন সেটাই করুন।চ

ভবিষ্যতে জাতিসংঘের কর্তৃত্ব ও ব্যাপ্তি আরও কমে যেতে পারে বলে ব্যক্তিগত আলাপে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গুতেরেস। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জাতিসংঘের পূর্বসূরি অকার্যকর্ লিগ অব নেশনস্-এর মতো জাতিসংঘেরও একই পরিণতি হতে পারে বলে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তা তিনি উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, “সব জটিলতা ও সমস্যা সত্ত্বেওচ বিগত আট দশকে জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় অবদান হলো পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ এড়ানো।

গুতেরেসের দায়িত্বের সময়সীমা এখন শেষ লগ্নে। জাতিসংঘের অন্যান্য মহাসচিবদের মতো তাঁকেও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হয়েছেড় তিনি কি প্রশাসনিক কাজ সামলানোর দিকে বেশি নজর দিয়ে্ সেক্রেটারি্ বা সচিব হবেন, নাকি বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি সামলে সত্যিকারের্ জেনারেল্ হবেন? শেষ পর্যন্ত উভয় দিক থেকেই সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। তবে পপুলিস্ট বা জনতুষ্টিবাদী বিশ্বনেতারা জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যাকে পাত্তা না দেওয়া সত্ত্বেওড় এই ইস্যুতে লড়াই চালিয়ে যাওয়াকে নিজের একটি বড় সাফল্য মনে করেন গুতেরেস।

ভারী বৃষ্টির কবলে সৌদি আরবের মক্কা, ‘রেড এল্যার্ট’ জারি

১৬ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রের সর্বোচ্চ সতর্কবার্তা, যা চরম সতর্কতার প্রয়োজন এমন আবহাওয়ার উপস্থিতিতে জারি করা হয়ে থাকে। মক্কা প্রদেশে গত কয়েক দিন ধরেই অস্থির আবহাওয়া এবং বিভিন্ন মাত্রার বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এর আগে গত ২১ আগস্ট আল-আরদিয়াত ও আল-কুনফুদাহ প্রদেশে ঝোড়ো হাওয়া, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত এবং আকস্মিক বন্যার ঝুঁকিসহ ভারী বর্ষণের পূর্ব সতর্কবার্তা জারি করেছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

ইরানি রিয়ালের মানে সর্বনিম্ন পতন, প্রায় ২ কোটিতে মেলে ১ কেজি মাংস

১৬ পৃষ্ঠার পর

লাখ রিয়াল দিয়ে প্রায় ৪ কেজি টমেটো, আধা কেজি মুরগির মাংস এবং প্রায় ১ লিটার রান্নার তেল কেনা যেত। এখন একই অর্থে তার অর্ধেকেরও কম পণ্য পাওয়া যায়।

সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ওষুধের দাম। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য জীবন রক্ষাকারী ইনসুলিনের দাম ৬৪২ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া রান্নার তেলের দাম ১৭৭ শতাংশ, মুরগির মাংস ৭৪ শতাংশ এবং টমেটো ৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুদ্ধের আগে এক কেজি টমেটোর দাম ছিল ৯ লাখ ৪০ হাজার, এখন তা ১৬ লাখ ১০ হাজার রিয়াল। কমলার কেজি যুদ্ধের আগে ছিল ১১ লাখ ১৭ হাজার রিয়াল, এখন ২৩ লাখ। যুদ্ধের আগে প্রতি কেজি শসার ছিল ৬ লাখ ৭০ হাজার, এখন সেটা ১০ লাখ ৫০ হাজার রিয়াল।

প্রতি কেজি চালের দাম ছিল ৫৩ লাখ, যুদ্ধ শুরুর পর তা হয়েছে ৫৪ লাখ রিয়াল। যুদ্ধের আগে এক লিটার রান্নার তেলের দাম ছিল ২৪ লাখ ৫০ হাজার, এখন সেটা ৬৮ লাখ। এক সময় ডিমের ডজন ছিল ২৮ লাখ, এখন তা ৬৪ লাখ রিয়াল। চিনির কেজি ছিল ৯ লাখ ২০ হাজার, এখন অর্থাৎ যুদ্ধ শুরুর পর সেটা ১১ লাখ ১৫ হাজার রিয়াল।

গরুর মাংসের কেজি ছিল ১ কোটি ৩৫ লাখ, এখন তা বেড়ে ১ কোটি ৭৫ লাখ রিয়াল। যুদ্ধের আগে এক কেজি মুরগির মাংসের দাম ছিল ৪২ লাখ, এখন সেটা ৭৩ লাখ। বিভিন্ন ধরনের শিশু খাদ্যের কেজিপ্রতি দাম ছিল ৮২ লাখ, যুদ্ধ শুরুর পর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে কোটি ৬০ লাখ রিয়াল। যুদ্ধের আগে এক পাতা প্যারাসিটামলের দাম ছিল ১৪ লাখ, এখন সেটা ২৭ লাখ রিয়াল।

ইনসুলিনের দাম ছিল ১২ লাখ, এখন তা ৮৯ লাখ। সাধারণ একটা শার্টের দাম ছিল ৪৫ লাখ, যুদ্ধের পর তার দাম এখন ৮০ লাখ রিয়াল।

তেহরানের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী আফসানেহ এক বছরের শিশুকে নিয়ে স্বামীসহ বসবাস করেন। তিনি বলেন, তাদের যা আয় সেটা দিয়ে যুদ্ধের আগে পরিবারের তিন বা ছয় মাসের বাজার হতো। কিন্তু এখন সেই আয় দিয়ে এক মাসই সংসার চালানো দায়।

আফসানেহ জানান, তাদের সাপ্তাহিক বাজারের খরচ ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়েছে। সবচেয়ে বড় চাপ এসেছে শিশুর দেখাশোনার ব্যয় থেকে। একটি ডে-কেয়ার কেন্দ্রে প্রতিদিন শিশুকে রাখার খরচ এখন প্রায় ৫ লাখ তোমান (৫০ লাখ রিয়াল বা প্রায় আড়াই ডলার), যা তাঁদের পক্ষে বহন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রসঙ্গত, ইরানের সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন লেনদেনে ‘তোমান’ ব্যবহার করেন, যা ১০ রিয়ালের সমান। বড় অঙ্কের রিয়ালের হিসাব সহজ করতে এই এককটি বেশি প্রচলিত।

আফসানেহ বলেন, সরকার শিশু খাদ্যে ভর্তুকি দিলেও মাসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুষ্টি-সম্পূরক ওষুধ বিমার আওতায় নেই। ফলে সন্তানের মানসম্মত চিকিৎসা নিশ্চিত করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ‘নতুন কাপড় কেনা, গাড়ি বদলানোড় এসব পরিকল্পনা বাদ দিয়েছি। এখন শুধু খাবার আর প্রয়োজনীয় খরচ চালিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য।’

ব্যবসায় ধস, বিক্রি কমেছে ৪০ শতাংশ

তেহরানের ৩৫ বছর বয়সী জামির পুরুষদের পোশাকের ব্যবসা করেন। তিনি জানান, গত বছরের তুলনায় তাঁর দোকানের বিক্রি ৪০ শতাংশ কমে গেছে। জামিরের বলেন, ‘সবকিছুর দাম বেড়েছে-শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামাল, পরিবহন; যা ভাববেন সব।’

জামির আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, শীত শেষ হওয়ার আগেই বাজারের অনেক ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হবেন। বর্তমানে অনেক দোকান গ্রীষ্মকালীন পোশাক লোকসানে বিক্রি করছে, আর শরতে নতুন দামের প্রভাব আরও স্পষ্ট হবে।

জামিরের হিসাব অনুযায়ী, বাড়ি থেকে বের হয়ে আবার ফিরে আসতে শুধু কফি, সিগারেট, পানি ও যাতায়াতেই ২০ লাখ তোমান (প্রায় ১০ ডলার) পর্যন্ত খরচ হতে পারে। খুব হিসাব করে চললেও দৈনিক অন্তত ৭ থেকে ৮ লাখ তোমান ব্যয় হয় (নিত্য বাজারের বাইরে)।

বেতন বাড়েনি, কমেছে ক্রয়ক্ষমতা

দক্ষিণ ইরানের হরমোজগান প্রদেশের বাসিন্দা সালামার বয়স ২৮ বছর। তিনি একজন কর্মজীবী মা। তিনি হরমুজ উপকূলে মাছ ধরার পেশার সঙ্গে যুক্ত।

সালামা বলেন, আগে সপ্তাহের বাজার ৫ লাখ তোমান দিয়ে করা যেত, এখন একই বাজার করতে ৫০ লাখ তোমান লাগে। ফলে মাংস ও মুরগি কেনা প্রায় বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, আয় বাড়ার বদলে বরং কমে গেছে। এমনকি শিশুদের সাধারণ সর্দি-কাশির ওষুধ বা সিজনাল অ্যালার্জির ওষুধ কিনতেও এখন প্রায় ৩ লাখ তোমান লাগে। আর একজন সাধারণ চিকিৎসকের কাছে একবার দেখাতে কমপক্ষে ১০ লাখ তোমান খরচ হয়।

ন্যূনতম মজুরিতেও সংসার চলে না

চলতি ইরানি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১৬ কোটি ৬০ লাখ রিয়াল, যা বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী প্রায় ৮২ ডলার। সরকারি ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা যোগ করলেও মাসিক আয় ২২ কোটি রিয়ালের কম, অর্থাৎ প্রায় ১০৮ ডলার।

অর্থনীতিবিদদের মতে, মূল্যস্ফীতির গতি এত দ্রুত যে মাসের শুরুতে পাওয়া বেতনের প্রকৃত মূল্য পরবর্তী বেতন পাওয়ার আগেই কমে যায়। ফলে আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে।

তবে ইরানের অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ শুধু যুদ্ধ নয়। দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা, উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, হরমুজে নৌ অবরোধ, বেকারত্ব এবং স্থবির মজুরি-সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমে গেছে।

সূত্র: আল জাজিরা

মক্কা চুক্তি আসলে কাদের স্বার্থের

১৫ পৃষ্ঠার পর

তবে বাস্তবতা হলো, মক্কা চুক্তি মূলত বিশ্বজুড়ে স্নায়ুযুদ্ধের শুরুর দিক থেকে চলে আসা মার্কিন নীতিরই এক নতুন সংস্করণ। যে নীতির মূল উদ্দেশ্য পশ্চিমাপন্থী বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা, তাদের মার্কিন অভিভাবক এবং তাদের অঘোষিত মিত্র ইসরায়েলকে সুরক্ষা দেওয়া। আর অবাক করার কিছু নেই যে এই নতুন চুক্তির আসল লক্ষ্যও হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের শত্রুরা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চুক্তিটিকে তাৎক্ষণিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। তিন দেশ 'সম্প্রতি এবং অবশেষে' চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় তিনি নিজেকে 'খুবই আনন্দিত' বলে ঘোষণা করেছেন। এই নতুন চুক্তি মূলত ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র-প্রযোজিত সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সেন্টো), যা 'বাগদাদ প্যাক্ট' নামে বেশি পরিচিত, তার মডেল অনুসরণ করে গঠিত।

চুক্তির বাতিক

প্রেসিডেন্ট ডুইট আইজেনহাওয়ারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস, যিনি বিশ্বজুড়ে সামরিক জোট গঠনের বাতিক বা 'প্যাক্টোম্যানিয়া'র জন্য পরিচিত ছিলেন, তিনি মধ্যপ্রাচ্যে প্রধান সোভিয়েতবিরোধী ফ্রন্ট হিসেবে বাগদাদ প্যাক্ট তৈরি করেছিলেন। এর সদস্যদের মধ্যে ছিল ব্রিটেন, তুরস্ক, শাহ-শাসিত ইরান, পাকিস্তান এবং হাশেমিশাসিত ইরাক।

মার্কিনরা জর্ডানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কঠোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাদশাহ হোসেনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে তা ব্যর্থ হয়। নাসেরের মিসর এবং তৎকালীন হাশেমিবিরোধী সৌদি আরবও এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই চুক্তি ১৯৫৭ সালের জানুয়ারিতে ঘোষিত 'আইজেনহাওয়ার ডকট্রিন'-এরও আগে গঠিত হয়েছিল। এই ডকট্রিনের মূল লক্ষ্য ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের এক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা, যা সোভিয়েত ও কমিউনিস্টদের তৎপরতা থেকে তথাকথিত 'মুক্ত' রাষ্ট্রগুলোকে রক্ষা করবে।

আইজেনহাওয়ার জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'মধ্যপ্রাচ্য হলো তিনটি প্রধান ধর্মড়ইসলাম, খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্মের উৎপত্তিস্থল। মক্কা ও জেরুজালেম কেবল মানচিত্রের দুটি স্থান নয়। এগুলো সেই সব ধর্মের প্রতীক, যা শেখায় যে বস্তুর ওপর আত্মার প্রাধান্য রয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির এমন কিছু মর্যাদা ও অধিকার রয়েছে, যা কোনো স্বৈরাচারী সরকার ছিনিয়ে নিতে পারে না। মধ্যপ্রাচ্যের পবিত্র স্থানগুলো ঈশ্বরহীন বস্তুবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবেড়তা কোনোভাবেই বরদাশত করা যায় না।'

তৎকালে পূর্ব জেরুজালেম জর্ডানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা তারা ১৯৫০ সালে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। আইজেনহাওয়ারের সেই কৌশলে ভর করে মার্কিন নীতি এত দূর পর্যন্ত এসেছে যে মক্কা এবং ইসরায়েল-অধিকৃত ও সংযুক্ত জেরুজালেম এখন 'ঈশ্বরহীন' বস্তুবাদের বদলে পুঁজিবাদী 'ঈশ্বরভিত্তিক' বস্তুবাদের অধীনস্থ হয়েছে বলে মনে হয়।

১৯৫৮ সালের বিপ্লবের পর ইরাক বেরিয়ে গেলেও বাগদাদ প্যাক্ট আরও দুই দশক টিকে ছিল। ১৯৭৯ সালে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর ইরান এই জোট থেকে বের হয়ে এলে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত এই আঞ্চলিক সংযোগের অবশেষে বিলুপ্তি ঘটে।

তা সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্র কখনো আঞ্চলিক 'ন্যাটো' গঠনের আশা ছেড়ে দেয়নি। ২০০৬-০৭ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস আশা করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে 'নতুন মধ্যপ্রাচ্য'-এর জন্ম দেওয়া হচ্ছে, তাতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন একটি সামরিক জোট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সেই সময় রাইস সৌদি আরব, মিসর ও জর্ডানকে তাঁর নতুন জোটে ভেড়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু তখনো ইসরায়েলকে প্রকাশ্যে ও পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করার উপযুক্ত সময় আসেনি।

ন্যাটোর পুনরুত্থান

ইসরায়েলকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, যখন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে লক্ষ্য করে ইসরায়েলের সঙ্গে একটি আরব সামরিক জোটের পথ সুগম করে। কেউ কেউ যাকে 'মধ্যপ্রাচ্য ন্যাটো' নামে অভিহিত করেছিলেন, সেই 'মিডল ইস্ট এয়ার ডিফেন্স অ্যালায়েন্স' (এমইএডি) আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছিলেন তৎকালীন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেনি গ্যান্টজ।

এর পরপরই জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ মার্কিন টিভিতে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি 'মধ্যপ্রাচ্য ন্যাটোকে সমর্থনকারী প্রথম ব্যক্তিদের একজন হবেন।' তৎকালীন সময়ে এই সামরিক জোটের লক্ষ্য ছিল ইরান, আসাদের সিরিয়া, হিজবুল্লাহ, হামাসড়এমনকি রাশিয়া। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ইরান আক্রমণের প্রাক্কালে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে এই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ নেয়।

মক্কা চুক্তি ঘোষণার মাত্র কয়েক দিন আগে, ৩০ জুলাই সৌদি আরব আরও ১৩টি দেশের সঙ্গে আরেকটি সামরিক জোট গঠন করে। দেশগুলো হলো বাহরাইন, বাংলাদেশ, কোমোরোস, জিবুতি, মিসর, জর্ডান, কুয়েত, পাকিস্তান, কাতার, সোমালিয়া, সুদান, তুরস্ক এবং এডেনভিত্তিক সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেন সরকার।

গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো গণহত্যার প্রতিবাদে ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ (হুতি) আন্দোলনের নৌ-অবরোধ ও হামলার পর লোহিত সাগর, বাব আল-মানদেব প্রণালি এবং এডেন উপসাগরে জাহাজ ও জ্বালানি রুট সুরক্ষিত করতে রিয়াদে 'মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম ডিফেন্স অ্যালায়েন্স' (এমএমডিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

এই এমএমডিএ মূলত ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে শুরু হওয়া মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক অভিযান 'অপারেশন প্রসপারিটি গার্ডিয়ান'-এরই উত্তরসূরি। গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে আনসারুল্লাহ যখন ইসরায়েল-সংযুক্ত জাহাজে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন তাদের শাস্তি দিতে ওই অভিযান শুরু হয়েছিল।

সেই অভিযানে ২০টি দেশ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও একমাত্র আঞ্চলিক অংশগ্রহণকারী ছিল বাহরাইন। প্রতিবেশী দেশগুলো ইসরায়েলের গণহত্যার সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে সেখান থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিল। নতুন এই এমএমডিএ ইসরায়েলি জাহাজের পরিবর্তে সৌদি জাহাজে আনসারুল্লাহর বাধা দেওয়াকে লক্ষ্যবস্তু করে নিজেদের ওপর থেকে সেই অপবাদ দূর করার চেষ্টা করেছে।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, যুক্তরাষ্ট্রের দুই কট্টর মিত্রড়মিসর ও জর্ডান কেন নতুন এই মক্কা চুক্তিতে যোগ দেয়নি?

মিসর এখনো তাদের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করছে বলে জানা গেছে। তবে এই দুটি দেশের অনুপস্থিতি হয়তো নির্দেশ করে যে বর্তমান স্বাক্ষরকারী দেশগুলো আশঙ্কা করছে যে মিসর বা জর্ডান যদি ইসরায়েলি আক্রমণের মুখে পড়ে, তবে তাদেরও হস্তক্ষেপে ডেকে আনা হতে পারে। তেল আবিবের লাগাতার যুদ্ধংদেহী মনোভাব এবং উভয় দেশের প্রতি তাদের অব্যাহত হুমকির বিষয়টি বিবেচনা করলে এমন সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিকল্প নয়, পরিপূরক

ইসরায়েলপন্থী কিছু বিশ্লেষক আশঙ্কা করছেন যে এই নতুন চুক্তি ইসরায়েল এবং তার সাম্প্রতিক আব্রাহাম চুক্তির সহযোগীদের অবস্থানকে দুর্বল করবে, যাদের এই জোটে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের ফেলো স্টিভেন এ কুক সরলীকরণ করে দাবি করেছেন যে 'ট্রাম্পের আপাতঅবিবেচক সিদ্ধান্ত অঞ্চলটির কিছু দেশকে ভাবিয়ে তুলেছে যে তারা একটি শক্তিশালী ইরানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য একা পড়ে থ াকবে কি না।'

স্টিভেন এ কুক আরও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে 'সৌদিরা, যারা আমেরিকার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে, তারা এখন অন্য বিকল্পের সন্ধান করছে' এবং 'তাদের নতুন নিরাপত্তা সহযোগীরা এমন এক নতুন ব্যবস্থা চাইছে, যা ওয়াশিংটন নয়; বরং তাদের নিজেদের অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেবে।'

কিন্তু এই অনুমানের মূল ভুলটি হলো এটি ধরে নেওয়া যেড়দীর্ঘদিনের তিন মার্কিন সামরিক মিত্রের (যার মধ্যে তুরস্ক নিজেই ন্যাটোর সদস্য) একটি জোট মার্কিন কর্তৃত্বের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে, কিংবা এর সদস্যরা ওয়াশিংটনের নির্দেশ ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নেবে!

ইসরায়েলপন্থী কুক উপসংহারে বলেছেন যে 'মার্কিনবান্ধব আঞ্চলিক ব্যবস্থা এখন দুটি ব্লকে বিভক্ত হতে পারে: একদল যারা আব্রাহাম চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আর অন্য দল যারা এর বিকল্প মক্কা চুক্তির পক্ষে।'

অথচ মক্কা চুক্তি আব্রাহাম চুক্তির কোনো বিকল্প নয়; এটি তার পরিপূরক। কারণ, তুরস্কের সঙ্গে ইসরায়েলের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রয়েছে। আর সৌদি আরব বছরের পর বছর ধরে তেল আবিবের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চালিয়ে আসছে এবং অন্তত ১৯৮১ সাল থেকে ইসরায়েলকে এই অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে।

সৌদি আরব ইসরায়েলকে নিজের শত্রু মনে করে না, আবার ইসরায়েলও সৌদিদের শত্রু ভাবেনি। অন্যদিকে পাকিস্তানও ইসরায়েলের সঙ্গে জোটে যেতে সানন্দে রাজি হতো, যদি ইসরায়েল তাদের চিরশত্রু ভারতের প্রধান মিত্র না হতো। মিডল ইস্ট কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের নির্বাহী পরিচালক খালিদ আল-জাবেরের মতে, নতুন এই চুক্তি একটি সতর্কবার্তা যে 'আমেরিকার গুরুত্ব কমে গেলে অঞ্চলটি এমন এক ব্যবস্থার অধীনে চলে যেতে পারে, যার নিয়ম তৈরি করবে কেবল দুটি শক্তিড়ইসরায়েল ও ইরান।'

জাবের যুক্তি দেন যে 'মক্কা চুক্তিকে একটি তৃতীয় অক্ষ বা মেরু তৈরির প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে বোঝাই শ্রেয়ড়এমন একটি ব্লক, যা কোনো শক্তির সঙ্গেই যুদ্ধে জড়াবে না। তবে কোনো একক শক্তিকে এই অঞ্চলের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে দেবে না।' কিন্তু এই ব্যাখ্যা ভুল। গত নভেম্বরেই সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি কৌশলগত প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন এবং এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের প্রতিশ্রুতিসহ 'প্রধান নন-ন্যাটো মিত্র'-এর মর্যাদা পেয়ে ফিরেছেন।

পাকিস্তান ও তুরস্কের অবস্থানও একই রকম। তুরস্ক এখনো ন্যাটোর সদস্য রয়ে গেছে, আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর 'সাহসী ও সিদ্ধান্তমূলক নেতৃত্বের' জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বাস্তব সত্য হলো, এখানে তৃতীয় কোনো মেরু বা অক্ষ নেই। মক্কা চুক্তি এমএমডিএর মতোইড়বাগদাদ প্যাক্টেরই এক হালনাগাদ সংস্করণ। মার্কিন ও ইসরায়েলি ক্ষমতার অনুগত সেবা হিসেবে ইসরায়েলের সব শত্রুকে চ্যালেঞ্জ জানানোই এদের প্রধান লক্ষ্য।

এতে নতুন কিছু নেই। তাই ট্রাম্প তিন স্বাক্ষরকারী দেশকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতেই পারেন, 'একটি বড়, সাহসী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ।' ব্যাস, এতেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়। জোসেফ মাসাদ নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মিডল ইস্ট আই থেকে অনূদিত।

নিজের জীবনের অজানা গল্প নিয়ে

১৬ পৃষ্ঠার পর

নফ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই বই সম্পর্কে সোনিয়া গান্ধীর নানা ভাবনা উঠে এসেছে। বিবৃতিতে সোনিয়া গান্ধী বলেন, 'আমার পরিবার নিয়ে অনেক কিছু লেখা হলেও তাদের প্রেরণা, কর্মকাণ্ড এবং মানবিক দুর্বলতার প্রকৃত চিত্র খুব কম বর্ণনাতেই উঠে এসেছে।' অনেক দিক থেকেই বইটি তাদের মানবিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। গত ছয় দশকে যে সুন্দর দেশকে নিজের বলে গ্রহণ করেছি, সেই ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনেরও একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকরা এই বইয়ে পাবেন', যোগ করেন তিনি। ১৯৬৫ সালে ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজে ১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে রাজীব গান্ধীর পরিচয় হয়।

ভারতীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকলেও যুগের পর যুগ নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে একান্তই নিজের করে রেখেছিলেন সোনিয়া গান্ধী।

তবে স্মৃতিকথার বর্ণনায় বলা হয়েছে, সোনিয়া গান্ধী এই বইয়ে খোলামেলাভাবে তার অসাধারণ জীবনের গল্প তুলে ধরেছেন।

যুদ্ধোত্তর ইতালিতে তার শৈশব, রাজীব গান্ধীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের সূত্রে ভারতে আসা এবং তার নিজের ও তার নতুন দেশের ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়া মর্মান্তিক ঘটনাগুলো এতে উঠে এসেছে।

ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং সোনিয়ার প্রভাবশালী শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তার পরিচয়ের ঘটনাও এতে উঠে এসেছে। রাজীবের পাশে থেকে সোনিয়া আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন, হিন্দি শেখেন, শাড়ি পরেন এবং ভারতীয় খাবারের স্বাদ নিতে শুরু করেন। রাজীব বাণিজ্যিক বিমানের পাইলট হিসেবে কাজ করতেন এবং দিল্লির প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তারা তাদের দুই সন্তানকে বড় করেন।

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ভাষ্য অনুযায়ী, ভারতে সোনিয়ার সাজানো-গোছানো জীবনের প্রথম বড় ধাক্কা আসে রাজীবের ছোট ভাই সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে। সঞ্জয় তার মা ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম প্রধান সহযোগী ছিলেন। ১৯৮০ সালে উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় সঞ্জয় মারা যান। এর চার বছর পর, ৩১ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে নিজের সরকারি বাসভবনের বাগানে দুই দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন ইন্দিরা গান্ধী।

স্মৃতিকথায় বলা হয়েছে, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড এবং এর পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সোনিয়ার জীবনকে আমূল বদলে দেয়। শুরুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল না রাজীব গান্ধীর। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর হঠাৎ করেই তাকে সেই দায়িত্ব নিতে হয়।

এর সাত বছর পর আরেকটি ভয়াবহ স্বজন হারানোর ঘটনা ঘটে সোনিয়া গান্ধীর জীবনে। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুতে নির্বাচনী প্রচারের সময় রাজীব গান্ধী নিহত হন। লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলমের (এলটিটিই) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক আত্মঘাতী হামলাকারী তাকে হত্যা করে।

সোনিয়া গান্ধী বলেন, 'হৃদয়ভাঙা বেদনা ও স্বজন হারানোর ঘটনাগুলো আমাকে রাজনীতির জনজীবনে নিয়ে আসে। তার আগে আমি কঠোরভাবে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রেখেছিলাম।'

পরবর্তীতে রাজনীতিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত তাকে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্রে পরিণত করে। তিনি কংগ্রেসের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

'নিজের জীবন নিয়ে লেখা আমার জন্য সহজ ছিল না। এর অর্থ ছিল নিজেকে উন্মুক্ত করা এবং এমন কিছু মুহূর্ত ও অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া, যা আমি এতদিন নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছিলাম', যোগ করেন তিনি।

সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর একটি আসে ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর। ওই নির্বাচনে কংগ্রেস সবচেয়ে বড় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) সরকার গঠন করে।

তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

এর পরিবর্তে তিনি সরকারের বাইরে থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন এবং মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হন।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ওই সরকার এক দশক ক্ষমতায় ছিল। প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তটি সোনিয়া গান্ধীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং স্মৃতিকথায় বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এর আগে সোনিয়া গান্ধী রাজীব গান্ধীর একটি সচিত্র জীবনী এবং তার তোলা ছবির একটি বই প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ইন্দিরা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র নিয়ে দুটি বই সম্পাদনা করেছেন।

বাংলাদেশ 'মক্কা চুক্তি'তে যোগ দিলে

১৫ পৃষ্ঠার পর

কোনো সামরিক জোটে যোগ দেওয়া বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্রনীতির জন্য বড় পরীক্ষা হতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী ভূরাজনৈতিক শিবিরগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে বাংলাদেশ এত দিন বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি সম্প্রসারণ এবং পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে তৈরি পোশাক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল। এসব পোশাকের বড় অংশ যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। অন্যদিকে, মূলত মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত লাখো প্রবাসীর পাঠানো রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম প্রধান উৎস।

ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক কল্লোল কিবরিয়া বলেন, কোনো আনুষ্ঠানিক সামরিক ব্লকের সদস্যপদ কেবল ভারতের সঙ্গেই নয়; বরং চীন, ইরান, জাপান, কুয়েত, ওমান, কাতার, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও বাংলাদেশের সম্পর্ককে জটিল করে তুলতে পারে। তিনি বলেন,ওএই সম্পর্কগুলো হয়তো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যাবে না, তবে বাংলাদেশ একবার সামরিক জোটে যোগ দিলেড়বাংলাদেশ আসলে কোন পক্ষে রয়েছে, সেই প্রশ্ন এড়ানো তখন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বেa

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা

উভয় পক্ষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তারেক রহমানের ছয় মাসের পুরোনো সরকারের সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন একটি সংবেদনশীল পর্যায়ে রয়েছে।

চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভারতের কাছে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণসংক্রান্ত অনুরোধের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে ঢাকা। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে যাবেন কি না, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি।

নয়াদিল্লিতে অবস্থানরত শেখ হাসিনা চলতি মাসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর ভারত সফরের জন্যওঅনুকূল পরিবেশ্ব প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছিল ঢাকা। শেখ হাসিনার ওই বক্তব্যেরও সমালোচনা করেছিল বাংলাদেশ। মক্কা চুক্তির বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে নয়াদিল্লি। বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের এমন একটি নিরাপত্তা জোটে যোগ দেওয়াকে স্বাগত জানাবে না ভারত, যে জোটে দেশটির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান রয়েছে।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

IRS e-file

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

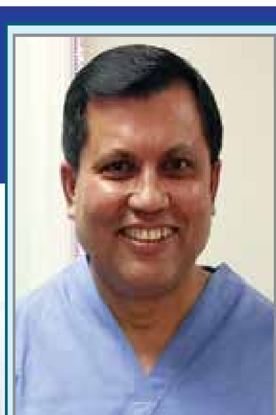

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET,	1288 WHITE PLAINS ROAD
JACKSON HEIGHTS NY 11372	BRONX NY 10472
TEL : 718-478-6100	TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ইসলামীয় নেটো'য় যোগ দিতে আগ্রহী

১৫ পৃষ্ঠার পর

যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের আমন্ত্রণে কিছু দিনের মধ্যেই রিয়াধ সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক। তখনই গোটা বিষয়টি চূড়ান্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি, এ ব্যাপারে গণমাধ্যমে মুখ খোলেন বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। তাঁর কথায়, ''সৌদি, পাকিস্তান ও তুরস্কের আর্থিক ও প্রতিরক্ষা কাঠামোয় যোগদানের ব্যাপারে ঢাকার ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। তবে আমরা নিজস্ব স্বার্থ, পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।'' তাঁর ওই বক্তব্যের পরই তুঙ্গে ওঠে 'ইসলামীয় নেটো'য় যোগদানের জল্পনা।

পরে এ ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান আরও স্পষ্ট করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেন, ''যে কোনও চুক্তি বা বহুপাক্ষিক সংস্থায় যোগদানের বিষয়টি নির্ভর করবে ঢাকা ও এখানকার জনগণের স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত থাকছে, তার উপর।'' তবে দক্ষিণ ইউরোপের তুরস্ক থেকে আরব দুনিয়া হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত জোটে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেননি তিনি।

মক্কা চুক্তিতে যোগদানে 'আগ্রহী' বাংলাদেশকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারতের সাবেক সেনাকর্তারা। তাঁদের দাবি, এতে দেশের পূর্বাংশে ঘটবে 'ইসলামীয় নেটো'র বিস্তার। ফলে ঢাকাকে ঘাঁটি করে অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর খেলায় নামতে পারে পাক গুপ্তচরবাহিনী আইএসআই (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স)। তা ছাড়া, এতে তুর্কি এবং সৌদির অর্থ পেতেও সমস্যা হবে না পদ্মাপারের প্রতিবেশীর।

২০২৪ সালের ৫ অগস্ট গণঅভ্যুত্থানে পতন হয় বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের। তড়িঘড়ি দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় নেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, তার পর থেকেই ঢাকার ফৌজে মৌলবাদী চিন্তাভাবনা এবং ইসলামিকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ হিসাবে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের কথা বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রকাশ্যেই ধর্মীয় বার্তা দিচ্ছেন তিনি।

কিছু দিন আগে বাহিনীর নতুন ইউনিটগুলির নামকরণ করেন সেনাপ্রধান ওয়াকার। তখনই প্রথম চার খলিফার নাম ব্যবহারের নির্দেশ দেন তিনি। মক্কা-চুক্তির ঠিক আগে এ বছরের জুলাইয়ে পাঁচ দিনের তুরস্ক সফর করতেও দেখা যায় তাঁকে। অন্য দিকে ভারতীয় গোয়েন্দাদের দাবি, হাসিনার পতনের পর থেকেই ক্রমাগত ঢাকায় আনাগোনা বাড়ছে পাক সেনাকর্তা ও গুপ্তচরদের একাংশের।

জনপ্রিয় যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর (পড়ুন ২০২৫ সাল) চার দিনের বাংলাদেশ সফর করেন পাক ফৌজের জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা। ওই সময় ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস এবং তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁর। সূত্রের খবর, এর পরেই পদ্মাপারে আইএসআইয়ের দফতর খোলার অনুমতি পায় ইসলামাবাদ।

সামরিক বিশ্লেষকদের দাবি, 'ইসলামীয় নেটো'য় বাংলাদেশ যোগ দিলে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের নামে ঢাকায় প্রভাব বৃদ্ধির আরও সুযোগ পাবে পাকিস্তান। এর ফলে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে চিড় ধরার আশঙ্কা প্রবল। তাই মক্কা চুক্তিতে যাওয়ার আগে তারেক সরকারকে সতর্ক করেছেন পদ্মাপারের সাবেক কূটনীতিক এম শহিদুল ইসলাম। সব দিক খতিয়ে দেখে এতে পা ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এই ইস্যুতে ইতিমধ্যেই এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) একটি পোস্ট করেন শহিদুল। সেখানে তিনি লেখেন, ''বাংলাদেশকে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বিদেশনীতি ঠিক করতে হবে, অন্যকে খুশি করতে নয়। মক্কা চুক্তির মূল্য কিন্তু কম জটিল নয়। এতে এমন সব সংঘাতে ঢাকা জড়িয়ে যাবে যেগুলি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। ফলে তাড়াহুড়ো না করে বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভাল।''

প্রায় একই সুর শোনা গিয়েছে বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার মেজর জেনারেল শহিদুল হকের গলায়। সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে তিনি লেখেন, ''বাহ্যিক ভাবে মক্কা চুক্তি খুবই ভাল। কিন্তু, এর অন্তর্নিহিত গতিপ্রকৃতি কঠোর ভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কারণ, এতে ভারত-পাক, ইরান-সৌদি বা ইজরায়েল-তুরস্ক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ষোলো আনা, যেগুলি ঢাকার স্বাধীনতা বিঘ্নিত করতে পারে।''

পদ্মাপারের সাবেক কূটনীতিক এম শহিদুল ইসলাম মনে করেন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং জ্বালানি নিরাপত্তাই সৌদি আরবের কাছে বাংলাদেশের স্বাভাবিক প্রত্যাশা হওয়া উচিত। এগুলি ঢাকার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। তুরস্কের থেকে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও হাতিয়ার আমদানিতেও আপত্তি নেই তাঁর। তবে সরাসরি 'ইসলামীয় নেটো'য় যাওয়ার একরকম বিরোধিতাই করেছেন তিনি।

যদিও এগুলির উল্টো যুক্তিও রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতৃত্বের একাংশ চরম ভারত-বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের দাবি, মক্কা চুক্তির অংশ হলে আখেরে লাভ হবে ঢাকার। এতে পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের 'নিরাপত্তা ছাতা'য় আশ্রয় পাওয়ার সুযোগ মিলবে বলে মনে করেন তাঁরা। যদিও আণবিক সুরক্ষার বিষয়টি গোপন রেখেছে সমঝোতায় সই করা তিন দেশ।

গত কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মোতায়েন থেকেছে বাংলাদেশের ফৌজ। প্রাক্তন মার্কিন কূটনীতিক জন ড্যানিলোভিচ মনে করেন, এই পরিস্থিতিতে মক্কা চুক্তির অংশ হলে তুরস্ক ও পাক সেনার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ার সুযোগ পাবে ঢাকা। এতে এক দিকে যেমন বাড়বে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, অন্য দিকে তেমনই অত্যাধুনিক হাতিয়ারের প্রশিক্ষণ নিতে সুবিধা হবে তাঁদের।

তবে রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিরক্ষা বাহিনীর অংশ হওয়ার সঙ্গে মক্কা চুক্তির একটি মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সেটা হল, প্রথমটিতে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোনও আশঙ্কা নেই। তা ছাড়া শান্তি ফৌজ থেকে যখন-তখন বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে ঢাকার। এক বার 'ইসলামীয় নেটো'র অংশ হলে সেই সুবিধা একেবারেই পাবে না বাংলাদেশ। তখন অন্যের যুদ্ধে প্রাণ দিতে হতে পারে পদ্মাপারের সৈনিকদের।

মক্কা চুক্তির অংশ হওয়ার জেরে ইতিমধ্যেই ৮,০০০ ফৌজি এবং বায়ুসেনার এক স্কোয়াড্রনকে (১২-২৪টি লড়াকু জেট) সৌদিতে মোতায়েন করেছে পাকিস্তান। অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে তুরস্কের একাধিক সামরিক বিমানের ঘন ঘন ইসলামাবাদে অবতরণের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের সন্দেহ, রাওয়ালপিন্ডিকে লাগাতার অত্যাধুনিক হাতিয়ার সরবরাহ করছে আঙ্কারা।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মক্কা চুক্তিতে চলে যাওয়া নয়াদিল্লির পক্ষে মেনে নেওয়া বেশ কঠিন। তবে ঢাকার উপর চাপ তৈরির বেশ কিছু তাসও রয়েছে কেন্দ্রের হাতে। অবস্থানগত দিক থেকে পদ্মাপারের দেশটির তিন দিকেই রয়েছে ভারত। দক্ষিণ-পশ্চিমে মায়ানমারের সঙ্গে ছোট্ট সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে তারা। উপরন্তু আর্থিক দিক থেকে এ দেশের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীলতা রয়েছে তাদের।

বাংলাদেশের মোট চাহিদার প্রায় ১৭ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে ভারত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য এ দেশের একাধিক বন্দর ব্যবহার করে ঢাকা। ১৯৯৬ সালে গঙ্গার জল পেতে এ দেশের সঙ্গে ৩০ বছরের চুক্তি করে তারা। আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে তার মেয়াদ। বিশ্লেষকদের একাংশের দাবি, মক্কা চুক্তির দোহাই দিয়ে এ ব্যাপারে নতুন করে সমঝোতায় নাও যেতে পারে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার।

ইয়াবা, রংপুরে হত্যাকাণ্ড এবং

১২ পৃষ্ঠার পর

ভাষ্য। পুলিশ আরও জানিয়েছে, চার জনকে হত্যার পরও তারা কয়েক ঘণ্টা ওই বাড়িতে অবস্থান করেন। ফ্রিজ থেকে খেজুর ও শসা খান, গোসল করেন, আগুন জ্বালিয়ে স্বর্ণালংকার পরীক্ষা করেন এবং টাকা ও গহনা নিয়ে পরে সেখান থেকে চলে যান।

এই বর্ণনা অনেকের কাছেই প্রশ্ন তৈরি করেছে। আমারও প্রশ্ন আছে, চার জনকে হত্যা করার পর তারা সেখান থেকে পালিয়ে না গিয়ে কেন বাড়ির ভেতরে গেলেন? যদি মূল উদ্দেশ্য শুধু ইয়াবা সেবন এবং ইয়াবা সেবনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে হত্যার পরও বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা থাকার প্রয়োজন কী ছিল?

ছাদটাই কেন

আরেকটি প্রশ্ন, ইয়াবা সেবনের জন্য গণপতি চক্রবর্তীর নির্মাণাধীন বাড়ির ছাদই কেন বেছে নেওয়া হলো? অনেকে বলছেন, ইয়াবা সেবনের জন্য খোলা ছাদের চেয়ে নির্মাণাধীন বাড়ির অন্য কোনও জায়গা বেশি উপযোগী হতে পারে। কারণ, ইয়াবা সেবনের প্রচলিত একটি পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়ামের কাগজে ট্যাবলেট রেখে নিচ থেকে আগুন দেওয়া হয়। খোলা জায়গায় বাতাস থাকলে এভাবে সেবন করা কঠিন হতে পারে।

পুলিশ অবশ্য আসামিদের জবানবন্দির বরাতে জানিয়েছে, তাঁরা ছাদের পানির ট্যাংকের পেছনে বসে ইয়াবা সেবন করেছিলেন।

শুধু ইয়াবা, নাকি অন্য মোটিভ

এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে শুধু ইয়াবা সেবনে বাধা দেওয়াই কারণ কি না, সেটিও তদন্তের বিষয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গণপতি চক্রবর্তীর বাড়ির জমি কেনা হয়েছিল দুই অভিযুক্তের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। জমির শরিকরা টাকার সমান ভাগ পাননি; সেখান থেকেও বিরোধের সূত্র তৈরি হয়ে থাকতে পারে। একই সঙ্গে দাস ও চক্রবর্তী পদবির আড়ালে সনাতন সমাজের গোত্র ও শ্রেণি বিভাজনজনিত কোনও অনুচ্চারিত দ্বন্দ্ব ছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তদন্তাধীন একটি ঘটনায় কোনও সম্ভাবনাকেই এখনই চূড়ান্ত সত্য বলা যায় না। একইভাবে কোনও সম্ভাবনাকে অমূলক বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আমার প্রশ্ন হলো, ছাদে গণপতি চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে দেখে বা চিনে ফেলায় যদি তাঁদের হত্যা করা হয়ে থাকে, তাহলে হত্যার পরও সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ কেন দেয়াল টপকে পালিয়ে গেলেন না? বরং তাঁরা বাড়ির ভেতরে গেলেন কেন?

চুরি বা ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল

পুলিশ জানিয়েছে, ইয়াবা কেনার জন্য সিদ্ধার্থ ঘটনার রাতে নিজের মোবাইল ফোন এক ইয়াবা ব্যবসায়ীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। আবার তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গণপতি চক্রবর্তীর স্ত্রীর স্বর্ণালংকার ও টাকা একটি প্রতিবেশীর বাড়ির পেছনের মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে।

এই তথ্যগুলো আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। হত্যাকাণ্ডকে ডাকাতি হিসেবে দেখানোর জন্য নয়, বরং নেশার টাকা সংগ্রহের জন্য বড় ধরনের চুরি বা ডাকাতির উদ্দেশ্যেই সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন; এমনটা আমার ইনফর্মড ওপিনিয়ন। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ পরস্পরের মামাতো-ফুফাতো ভাই। সিদ্ধার্থের বাড়ি গণপতি চক্রবর্তীর বাড়ির পাশেই। তিনি একটি স্বর্ণের দোকানে কাজ করেন। প্রতিবেশী হওয়ার কারণে কিংবা স্বর্ণের দোকানে কাজ করার সুবাদে গণপতি চক্রবর্তীর স্ত্রীর স্বর্ণালংকার সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকা অসম্ভব নয়। আমার অভিমত, মাদক কেনার টাকা জোগাড়ের জন্য সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ গণপতি চক্রবর্তীর বাড়িতে চুরি বা ডাকাতির পরিকল্পনা করে থাকতে পারেন। চার জনকে গামছা বা ছাদে থাকা দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার বর্ণনাও এ ঘটনাকে কোনও পেশাদার হত্যাকাণ্ডের চেয়ে আকস্মিক ও অপরিকল্পিত সহিংসতার দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। তবে শেষ কথা বলবে তদন্ত। দুই ইয়াবাসেবীর পক্ষে চার জনকে হত্যা সম্ভব? এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ সেই রাতে আট থেকে ৯টি ইয়াবা ট্যাবলেট সেবন করেছিলেন। ইয়াবা সেবনের পর মানুষের আচরণে আক্রমণাত্মক প্রবণতা, ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা, বিভ্রান্তি, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এবং শারীরিক পরিবর্তন ঘটতে পারে বলে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। তবে এর প্রভাব নির্ভর করে ট্যাবলেটে মেথামফেটামিনের পরিমাণ, সেবনকারীর শারীরিক সক্ষমতা এবং সে কতদিন ধরে মাদকটি সেবন করছে; এসব বিষয়ের ওপর। ইয়াবা নিয়ে ২০১৯ সালের ২৫ এপ্রিল প্রকাশিত বিবিসির বাংলার এক প্রতিবেদনে একজন ইয়াবাসেবীর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হয়েছিল। সেখানে ওই ব্যক্তি নিয়মিত ইয়াবা সেবন, দীর্ঘ সময় না ঘুমানো এবং পরে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন। সুতরাং পুলিশ যে ৮-৯টি ইয়াবা সেবনের তথ্য জানিয়েছে, তা সত্যিই ঘটেছিল কিনা, তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে এমনটি ঘটার সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে প্রশ্ন

হত্যাকাণ্ডের সময় বাড়িটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। পুলিশের আগমনের পর একজন ইলেকট্রিশিয়ান বাড়িটির বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপন করেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, বৈদ্যুতিক খুঁটির কাছ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। তিনি খুঁটিতে উঠে তার খোলা অবস্থায় দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে আসামিদের ভাষ্য, সিসিটিভি থাকতে পারে; মন আশঙ্কায় তারা বাড়ির নিচের মেইন সুইচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

দুই বক্তব্যের কোনটি সত্য, সেটি তদন্ত করে দেখা জরুরি। বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে কেউ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে থাকলে তা হত্যাকাণ্ডের আগাম পরিকল্পনার ইঙ্গিত হতে পারে। আবার বাড়ির মেইন সুইচই যদি বন্ধ করা হয়ে থাকে, তাহলে ইলেকট্রিশিয়ানের বক্তব্যটি কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, সেটিও তদন্তের বিষয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অভিযোগ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরও নানা অভিযোগ উঠেছে; মরদেহের মুখ ঝলসানো, গণপতি চক্রবর্তীর স্ত্রী ও মেয়েকে ধর্ষণ করা, দ্রুত মরদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করা এবং পুলিশ পাহারায় থাকা বাড়ির ছাদে পানির মোটর চালিয়ে পানি উপচে পড়ার মাধ্যমে আলামত নষ্ট করার অভিযোগও রয়েছে।

রংপুর পুলিশের কর্মকর্তারা এসব অভিযোগ সত্য নয় বলে জানিয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা এবং সাধারণ মানুষের আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ন্যায্য ও সঠিক তদন্তের জন্য মামলাটি ইতোমধ্যে ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সায়েন্টিফিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আসামিদের ডোপ টেস্টের জন্যও আবেদন করেছে।

পানির মোটরের পানি উপচে পড়ে আলামত নষ্ট হয়েছে, এই অভিযোগের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। আলামত সংরক্ষণের জন্য ছাদ তো ঢেকে রাখা হয়নি। বৃষ্টি হলেও ছাদ ভিজে যেতো। তাই পানির মোটরের ওভারফ্লোকে আলামত নষ্টের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা হিসেবে দেখার আগে বিষয়টি আরও যুক্তি দিয়ে বিচার করা দরকার।

তবে পুলিশের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গা থেকেই যায়। তদন্তে ঢিলেমি, এখনও ডোপ টেস্ট না হওয়া কিংবা ভুল করে পানির মোটরের সুইচ চালু করে দেওয়া; এসব ঘটনা জনমনে পুলিশের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।

পুলিশের ওপর আস্থার প্রশ্ন

আরেকটি প্রশ্ন, প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহ হয়ে গেলে গণপতি চক্রবর্তীর বাড়িটি এখনও কেন পুলিশের পাহারায় রাখা হয়েছে? নিকটাত্মীয়দের কাছে বাড়িটি হস্তান্তর না করার কারণ কী? অবশ্য নিরাপত্তার কারণ দেখানো হতে পারে। আর নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

তদন্তকারী কর্মকর্তার পোশাক নিয়েও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্ন উঠেছে। এক আসামির পরনের শার্টের সঙ্গে রংপুরের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) সনাতন চক্রবর্তীর শার্টের মিল নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর তিনি পরদিন সাংবাদিকদের সামনে একই শার্ট পরে এসে জানান, কবে এবং কোথা থেকে শার্টটি কিনেছেন।

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পুলিশের দায়িত্বের অংশ হতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদেরও মনে রাখতে হবেড়কোনও কাকতালীয় মিলকে প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

আবার কেউ কেউ ধর্মীয় সংবেদনশীলতার বিষয়টি মাথায় রেখে সনাতন ধর্মাবলম্বী তদন্তকারী কর্মকর্তা ও পোস্টমর্টেম করা চিকিৎসকদের এই মামলায় দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়েও প্রশ্ন তুলছেন। অভিযুক্ত দুই যুবকও সনাতন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে নানা ধরনের সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

তবে এখন পর্যন্ত তদন্তে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তাই এমন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা গেলেও সেটিকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন করতে হবে, তবে যুক্তি দিয়ে

জনগণের রক্ষক ও সেবক হিসেবে পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই আস্থায় চিড় ধরলে তা উদ্বেগের বিষয়। অতীতের বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘসূত্রতা এবং বিচারহীনতার অভিজ্ঞতাও মানুষের মনে সন্দেহ তৈরি করে। তাই পুলিশ ও প্রশাসন প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। একটি হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে নাগরিকদের প্রশ্ন করার অধিকার আছে। বরং প্রশ্ন করতেই হবে। উত্তর না পাওয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রশাসন ও সরকারকে জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে। কিন্তু সেই প্রশ্ন হতে হবে যৌক্তিক। শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিউ পাওয়ার আশায়, দ্রুত প্রচার পাওয়ার জন্য চটকদার শিরোনামে কাল্পনিক গল্প ছড়িয়ে দিলে তদন্ত ও বিচার; দুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পুলিশের প্রতি অনাস্থা থাকলে তা জোরালোভাবেই জানাতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির প্রতিও সৎ থাকতে হবে। আমরা কী বলছি, কেন বলছি এবং তার পেছনে কী তথ্য আছে; সেটিও ভাবতে হবে। কারণ সত্যিকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু প্রশ্ন করলেই হবে না; প্রশ্নের ভিত্তিটাও হতে হবে সত্য, তথ্য ও যুক্তি। - ফারজানা হুসাইন আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী।

ওয়েব পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউন এর সৌজন্যে

জমজমাট আয়োজনে ভার্জিনিয়ায়

৫১ পৃষ্ঠার পর

হাসান, কামাল, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ মিয়া সারওয়ার, আবদুল কোরেশী, হারুনুর রশীদ, শফিক মোল্লাহ ও স্যাম রিয়া।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি আয়োজন করা হয় রেফেল ড্র। এতে তিনজন ভাগ্যবান বিজয়ী যথাক্রমে ডায়মন্ড রিং, টেলিভিশন ও ল্যাপটপ জিতে নেন।

আয়োজকরা জানান, মেজবান শুধু একটি খাবারের আয়োজন নয়; এটি চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রবাসের মাটিতে এমন আয়োজনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে দেশীয় সংস্কৃতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। একই সঙ্গে বাংলা গান ও সংস্কৃতির চর্চাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াও ছিল এ আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য। তবে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী দর্শক সমাগম হওয়ায় খাবার পরিবেশন নিয়ে ভুলত্রুটি স্বাভাবিক। মেজবানে খাবার বিতরণের শেষ সময় বিকেল ৩টা পর্যন্ত । কিন্তু অনেকে ৪টার পরেও এসেছেন যখন খাবার এর পর্বটি অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিলনা। অনাহূত এ পরিস্থিতির জন্য আয়োজকরা দু:খ প্রকাশ করেছেন।

এক লিখিত বক্তব্যে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে

স্মরণকালের সফল আয়োজনড়বাইটপোর মেজবান: কৃতজ্ঞতা, ভুল-ত্রুটির স্বীকারোক্তি ও আগামী দিনের পরিকল্পনা

গত ২৩ আগস্ট বাইটপোর উদ্যোগে ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত মেজবান আমাদের জন্য ছিল অত্যন্ত আনন্দের, আবেগের এবং স্মরণীয় একটি আয়োজন। বিপুলসংখ্যক দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে ডিএমভি এলাকার অন্যতম বৃহৎ ও সফল কমিউনিটি আয়োজনে পরিণত করেছে।

শুধু ডিএমভি নয়ড়পেনসিলভানিয়া, নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক, টেক্সাসসহ বিভিন্ন স্টেট থেকে অনেকেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের মেজবানে অংশ নিয়েছেন। আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা।

শুরু থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল একটি খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান আয়োজন করা নয়। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে এবং প্রবাসে বেড়ে ওঠা সন্তানদের শেকড়ের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত করতে।

একদিকে অতিথিরা উপভোগ করেছেন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ও অথেনটিক মেজবানি খাবারের স্বাদ, অন্যদিকে ডিএমভিতে প্রথমবারের মতো উপভোগ করেছেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী নকীব খানের গান। পাশাপাশি বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী প্রতীক হাসানের পরিবেশনা এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নাচ, গান ও ফ্যাশন শো অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

হাজারো দর্শক-শ্রোতা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানস্থলে থেকে পুরো আয়োজন উপভোগ করেছেন। একটি সুশৃঙ্খল, মানসম্মত ও সময়ানুবর্তী অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার চেষ্টা আমাদের ছিল, আর আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই সেই প্রচেষ্টাকে সার্থক করেছে।

শুধু উপস্থিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানালেই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পূর্ণ হবে না। গত প্রায় তিন মাস ধরে যাঁরা নিজেদের মূল্যবান সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছেনড়আমাদের কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, ডোনার, স্পন্সর, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং নানাভাবে সহযোগিতা করা প্রত্যেক মানুষকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এত বড় একটি আয়োজন কোনোভাবেই সম্ভব হতো না।

এত বড় একটি আয়োজনের অনেক সফলতার পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ত্রুটিও ছিল। আমরা সেগুলো এড়িয়ে যেতে চাই না। আমাদের মেজবানি অনুষ্ঠান নিয়ে কমিউনিটিতে যে আলোচনা, সমালোচনা ও কিছু ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে আয়োজকদের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

প্রথমেই আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং ক্ষমাপ্রার্থী তাঁদের কাছে, যাঁরা অনুষ্ঠানে এসে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়েও খাবার পাননি অথবা অন্য কোনো ধরনের ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। আপনাদের কষ্ট আমাদেরও কষ্ট দিয়েছে।

আমাদের প্রস্তুতি মূলত রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যাকে ভিত্তি করেই করা হয়েছিল। রেজিস্ট্রেশনের তুলনায় অনেক বেশি মানুষের জন্যড়রেজিস্ট্রেশন থেকে তিনগুণ বেশি মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি মানুষের উপস্থিতি ঘটে।

পার্কটি চারদিক থেকে উন্মুক্ত হওয়ায় রেজিস্ট্রেশন ছাড়া অনেক মানুষও অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করেন। ফলে প্রবেশকারীর প্রকৃত সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

মেজবানির প্রতি কমিউনিটির ভালোবাসা এবং আমাদের আগের আয়োজনগুলোর প্রতি মানুষের আস্থার কারণে এত বিপুলসংখ্যক মানুষ উপস্থিত হবেনড়এটি আমরা সঠিকভাবে অনুমান করতে পারিনি। এখানেই আমাদের পরিকল্পনার একটি বড় ঘাটতি ছিল, এবং আমরা সেটি স্বীকার করছি।

আগের ঘোষণা ও ভিডিওগুলোতেও আমরা বারবার জানিয়েছিলাম যে, যেহেতু কিংবদন্তি শিল্পী নকীব খানের কনসার্টসহ সাংস্কৃতিক আয়োজন ছিল, তাই দুপুর ১টা থেকে ৩টার মধ্যেই খাবার পরিবেশনের মূল পর্ব শেষ করার পরিকল্পনা ছিল। এরপর পুরো টিমকে কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

কিন্তু প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি মানুষের উপস্থিতির কারণে খাবারের জন্য দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। অতিরিক্ত চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাবার ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা আমরা যত দ্রুত করা প্রয়োজন ছিল, তত দ্রুত করতে পারিনি।

যেহেতু অনুষ্ঠানটি একটি পার্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তাই শেষ মুহূর্তে নতুন করে বিপুল পরিমাণ খাবার রান্না ও সরবরাহের ব্যবস্থা করাও বাস্তবসম্মতভাবে সম্ভব হয়নি। এসব কারণে যাঁরা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছেন কিংবা শেষ পর্যন্ত খাবার পাননিড়তাঁদের কাছে আমরা আবারও আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জানাতে চাইড়এই আয়োজন কোনো ব্যবসায়িক বা লাভজনক উদ্দেশ্যে করা হয়নি। অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহে কমিউনিটির সদস্যরা স্বেচ্ছায় যে সহযোগিতা করেছেন, সেটিই ছিল সংগৃহীত অর্থের মূল উৎস।

কাউকে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ প্রদানের কথা বলা হয়নি। শিল্পী, খাবার, প্যান্ডেল, সাউন্ড, স্টেজ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ এত বড় আয়োজন সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে, তার তুলনায় সংগৃহীত অর্থ কোনোভাবেই ব্যবসায়িক লাভের পর্যায়ে ছিল না। প্রয়োজনে আয়-ব্যয়ের হিসাব কমিউনিটির সামনে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করতেও আমরা প্রস্তুত।

একটি অনুষ্ঠান সফল হয়েছে বলেই তার ভুলগুলো অস্বীকার করতে হবেড় আমরা এমনটি বিশ্বাস করি না। বরং আমরা স্বীকার করছি, আমাদের পরিকল্পিত উপস্থিতি এবং বাস্তব উপস্থিতির মধ্যে বড় ব্যবধান তৈরি হয়েছিল।

সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় খাবার বিতরণ, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং সারিবদ্ধ ব্যবস্থাপনায় আরও ভালো প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন ছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা নিচ্ছি।

ইনশাআল্লাহ, খুব শিগগিরই আগামী বছরের বাইটপোর মেজবানের তারিখ ঘোষণা করা হবে। আগামী আয়োজনে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আরও কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ, প্রবেশব্যবস্থা, সারিবদ্ধতা, ভলান্টিয়ার টিম এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আরও বড় পরিসরে ও আরও সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

বিশেষ করে, এ বছর যাঁরা রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাবার পাননি, তাঁদের জন্য আগামী মেজবানে একটি বিশেষ সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত ঘোষণা আমরা শিগগিরই জানাব।

আমাদের লক্ষ্য খুব পরিষ্কারড়এ বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আগামী বছরের আয়োজনকে আরও সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও অংশগ্রহণবান্ধব করা।

একটি বড় কমিউনিটি আয়োজনের ভুল-ত্রুটি নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা হওয়া স্বাভাবিক। আমরা সেই সমালোচনাকে সম্মান করি এবং তা থেকে শেখার চেষ্টা করি। তবে কিছু ফেইক আইডি থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অপপ্রচার চালানোর বিষয়টিও আমাদের নজরে এসেছে। সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলোর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হয়েছে।

কমিউনিটির সবার প্রতি অনুরোধড়যাচাই না করে কোনো তথ্য বিশ্বাস বা প্রচার করবেন না। গঠনমূলক পরামর্শ দিন, ভুল ধরিয়ে দিন এবং আমাদের জবাবদিহির মধ্যে রাখুন। একই সঙ্গে কমিউনিটির ইতিবাচক উদ্যোগগুলোকে উৎসাহিত করুন, যাতে ভবিষ্যতে আমরা আরও বড় ও সুন্দর আয়োজন আপনাদের উপহার দিতে পারি।

আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন শুধু হাজারো মানুষের উপস্থিতি নয়। সবচেয়ে বড় অর্জন হলোড়একটি মেজবানকে কেন্দ্র করে দূর-দূরান্তের মানুষ একত্রিত হয়েছেন, পুরোনো ও নতুন প্রজন্ম পাশাপাশি বসেছেন, আমাদের খাবার, গান, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উদ্‌যাপন করেছেন। এটাই ছিল আমাদের স্বপ্ন।

যেখানে ভুল হয়েছে, আমরা তা স্বীকার করছি। যেখানে ঘাটতি ছিল, আমরা তা সংশোধন করব। আর যেখানে আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছি, সেটিকে সঙ্গে নিয়েই আরও ভালো কিছু করার পথে এগিয়ে যাব। বাইটপোর চট্টগ্রামের মেজবান আপনাদের অনুষ্ঠানড়আপনাদের ভালোবাসা, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতাই এর সবচেয়ে বড় শক্তি।

আবারও আমাদের সকল অতিথি, শিল্পী, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, ডোনার, স্পন্সর, সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পুরো কমিউনিটির প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা।

ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে, সাফল্যকে সঙ্গে নিয়েড়ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আবার দেখা হবে আরও বড়, আরও সুন্দর এবং আরও সুশৃঙ্খল বাইটপোর মেজবানে।

কাজ ও ভালো বেতনের জন্য

৬০ পৃষ্ঠার পর

যা স্থানীয় কর্মসংস্থানে বড় ভূমিকা রাখে।

অষ্টম স্থানে রয়েছে ওয়াশিংটনের সিয়াটল, নবমে টেক্সাসের অস্টিন এবং দশমে ভার্জিনিয়ার শার্লটসভিল। শার্লটসভিল চাকরির মান ও নিরাপত্তার সূচকে দেশটির মধ্যে প্রথম হয়েছে। অস্টিন কর্মজীবী পরিবারগুলোর জন্য শিশু পরিচর্যার সুযোগ ও ক্যারিয়ার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভালো অবস্থানে রয়েছে। ইনডিডের তালিকায় আরও দেখা যায়, কর্মসংস্থানের জন্য শুধু নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া বা ওয়াশিংটনের মতো বড় শহরই এগিয়ে নেই। নর্থ ডাকোটার ফার্গো, নেব্রাস্কার ওমাহা, আইওয়ার সিডার র‍্যাপিডস এবং সাউথ ডাকোটার সিওক্স ফলসের মতো তুলনামূলক ছোট মহানগর এলাকাও সেরা ২৫-এর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

এতে বোঝা যাচ্ছে, চাকরির বাজারে বড় শহরের পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি শহরগুলোর গুরুত্বও বাড়ছে। ছোট শহরগুলোর কিছু এলাকায় চাকরির সুযোগের সঙ্গে তুলনামূলক কম যাতায়াতের চাপ, কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য এবং স্থানীয়ভাবে স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের সুবিধা রয়েছে।

ইনডিডের অর্থনীতিবিদদের মতে, কোনো একটি শহর সবার জন্য সমানভাবে উপযোগী নয়। একজন তরুণ চাকরিপ্রার্থীর জন্য যেখানে দ্রুত ক্যারিয়ার পরিবর্তন ও বেতন বৃদ্ধির সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ, অন্য কারও কাছে কাজের সময়ের নমনীয়তা, যাতায়াত, জীবনযাত্রার ব্যয় বা দীর্ঘমেয়াদি চাকরির নিরাপত্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাই তালিকাটি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সম্ভাব্য কর্মস্থল বাছাইয়ের একটি নির্দেশনা হিসেবে দেখা উচিত, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়।

ইনডিডের ২০২৬ সালের সেরা ২৫ শহরের পূর্ণ তালিকায় রয়েছে:

১. বোস্টন, ম্যাসাচুসেটস, ২. ওয়াশিংটন ডিসি, ৩. বার্লিংটন, ভারমন্ট ৪. সান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া, ৫. সান ফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়া, ৬. ম্যাডিসন, উইসকনসিন, ৭. রচেস্টার, মিনেসোটা, ৮. সিয়াটল, ওয়াশিংটন ৯. অস্টিন, টেক্সাস, ১০. শার্লটসভিল, ভার্জিনিয়া, ১১. ফার্গো, নর্থ ডাকোটা ১২. ওমাহা, নেব্রাস্কা, ১৩. অ্যালবানি, নিউইয়র্ক, ১৪. সিডার র‍্যাপিডস, আইওয়া, ১৫. মিনিয়াপোলিস, মিনেসোটা, ১৬. অ্যান আরবার, মিশিগান, ১৭. ডেনভার, কলোরাডো, ১৮. হনোলুলু, হাওয়াই, ১৯. বোল্ডার, কলোরাডো, ২০. সিরাকিউজ, নিউইয়র্ক, ২১. বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড, ২২. ডারহাম, নর্থ ক্যারোলাইনা, ২৩. ম্যানচেস্টার, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ২৪. কলম্বাস, ওহাইও, ২৫. সিওক্স ফলস, সাউথ ডাকোটা।

তবে মূল তালিকায় ১৭ নম্বরে ডেনভার, কলোরাডো থাকার কথা। প্রকাশিত কপিতে এটিকে ভুল করে ‘ডেনভার, মিশিগান’ লেখা হয়েছিল। একইভাবে তালিকাটি মূলত শহরের চেয়ে মহানগর এলাকা বা মেট্রো এলাকা বিবেচনা করে তৈরি করা হয়েছে। সূত্রঃ ইনডিড, ট্রাভেল + লেজার ও ফোর্বস।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন

৬২ পৃষ্ঠার পর

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)- এর অধীন স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম (এসইভিপি) লক্ষ্য করেছে যে, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কারিকুলার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং (সিপিটি)-এর অনুমোদনের সংখ্যা বেড়েছে। এসব অনুমোদনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী, একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে সিপিটি-এর অনুমোদন শুধু তখনই দেওয়া যাবে, যদি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ বা কাজটি তার নির্ধারিত শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়।

স্মারকে বলা হয়েছে,“এসইভিপির নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে কোনো প্রতিষ্ঠান বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমোদন হারাতে পারে”

এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস (ইউসিএলএ) এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলেসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাজের অনুমোদনের কিছু আবেদন স্থগিত করেছে।

ইউসিএলএর এক মুখপাত্র বলেন,“সাম্প্রতিক ফেডারেল নির্দেশনা পর্যালোচনা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণের সময় ইউসিএলএ কারিকুলার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের কিছু অনুমোদন স্থগিত করেছে”

ইউসি বার্কলেতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বিষয়ক দপ্তর বলেছে, ২৪ আগস্টের স্মারকটি“আরও নির্দিষ্ট, আরও সরাসরি এবং এর বিষয়বস্তু আরও বেশি বিধিনিষেধমূলক”।

ফেডারেল সরকার এর আগে আগস্টের মাঝামাঝি সময়েও একটি স্মারক জারি করেছিল।

ইউসি বার্কলের আন্তর্জাতিক দপ্তর জানিয়েছে,“অদূর ভবিষ্যতে” শিক্ষার্থীদের আর নির্দিষ্ট কিছু কাজের অনুমোদন দেওয়া হবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

তবে দপ্তরটি জানিয়েছে,“ডিগ্রির প্রয়োজনীয়তা” পূরণের জন্য সিপিটির আবেদন স্বাভাবিক নিয়মে প্রক্রিয়া করা হবে। পাশাপাশি “ডক্টরাল ডিসার্টেশন” এবং “মাস্টার্স থিসিস রিসার্চ” সিপিটির আবেদন প্রক্রিয়াও আবার শুরু করা হবে। নতুন ফেডারেল নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন প্রক্রিয়া তৈরির জন্য দপ্তরটি আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

আইসিইর মূল সংস্থা ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এক বিবৃতিতে বলেছে,“এই বিধিমালায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে স্কুল ও নিয়োগদাতাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছেড়প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অধীনে এই উদার ব্যবস্থার অপব্যবহার আর সহ্য করা হবে না”

ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইসরায়েলের গাজায় হামলার প্রতিবাদ, জলবায়ু কর্মসূচি এবং ট্রান্সজেন্ডার নীতির মতো বিভিন্ন ইস্যুতে ট্রাম্প বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত ও অর্থায়ন বন্ধের হুমকি দিয়েছেন। তবে অধিকারকর্মীরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, একাডেমিক স্বাধীনতা এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগ অভিযোগ করেছে, জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ সার্ভিসেসের ভর্তি প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিক আবেদনকারীদের বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

বিচার বিভাগ এই অভিযোগের পক্ষে একটি তদন্তে পাওয়া তথ্য-উপাত্তের কথা উল্লেখ করেছে।

বিষয়টি এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৈচিত্র্যবিষয়ক নীতি ও উদ্যোগের বিরুদ্ধে অভিযান বা কড়াকড়ি অব্যাহত রেখেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি অবশ্য বলেছে,“বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তে আমরা হতাশ। আমরা মনে করি, এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়”

তারা আরও বলেছে, তাদের ভর্তি নীতিমালা আইন মেনে পরিচালিত হয়েছে এবং এতে কোনো বৈষম্য করা হয়নি।

বিচার বিভাগ আরও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও একই ধরনের পক্ষপাতের অভিযোগ করেছে।

বিচার বিভাগ জানিয়েছে, এসব বিষয়ে সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির আলোচনা করতে চায় তারা। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে মামলা করা হবে।

ট্রাম্প প্রশাসন ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের ভিসাও বাতিল করেছে। প্রশাসন এসব বিক্ষোভকে ইহুদিবিদ্বেষী এবং উগ্রপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীলতা হিসেবে অভিহিত করেছে।

তবে বিক্ষোভকারীরা বলছেন, গাজায় ইসরায়েলের হামলা ও ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখলের বিরোধিতা করা ইহুদিবিদ্বেষ নয়। তাদের দাবি, ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে কথা বলা আর উগ্রপন্থীদের সমর্থন করা এক নয়। -রয়টার্স

৬৩০ ডলারের জন্য যেভাবে

৬০ পৃষ্ঠার পর

দুটি মাথায়, একটি বুকে। দোকানের ক্যাশ রেজিস্টারে শেষ লেনদেনটি হয়েছিল রাত ১টা ৩ মিনিটে। কয়েক ঘণ্টা আগেও যে মানুষটি কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন, সকাল হওয়ার আগেই তাঁর জীবন থেমে যায়। মাত্র ২৮ বছর বয়সে।

মোহাম্মদ জাকির হাসান আমেরিকায় এসেছিলেন অন্য অনেক অভিবাসীর মতোই একটি স্বপ্ন নিয়ে। পরিশ্রম করবেন, টাকা জমাবেন, একদিন নিজের একটি ব্যবসা দাঁড় করাবেন। আদালতে দেওয়া সাক্ষ্যে তাঁকে পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কনভেনিয়েন্স স্টোরে কাজ করতেন আর টাকা জমাচ্ছিলেন নিজের একটি দোকান কেনার জন্য। অন্যের দোকানের কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে জাকির আসলে গড়ে তুলছিলেন নিজের ভবিষ্যৎ।

কিন্তু ১৯৮৭ সালের সেই রাতেই থেমে যায় তাঁর আমেরিকান স্বপ্ন। প্রথম দেখায় ঘটনাটি ছিল একটি ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড। সেফ থেকে টাকা উধাও, দোকানের কর্মী নিহত। কিন্তু তদন্ত যত এগোয়, ততই বেরিয়ে আসতে থাকে পরিচিত মুখ, পালিয়ে যাওয়া দুই তরুণ, অস্ত্রের সূত্র আর এমন সব সাক্ষ্য, যা পুরো হত্যাকাণ্ডকে আরও ভয়াবহ করে তোলে।

তদন্তের কেন্দ্রে উঠে আসে দুই বাংলাদেশির নাম, সৈয়দ মোহাম্মদ রব্বানী ও শিবলি খান। জাকির তাঁদের চিনতেন। আর রাষ্ট্রপক্ষের মামলার ভাষ্য অনুযায়ী, সেই পরিচয়ই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হত্যাকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হাসানুর রহমান পরে আদালতে বলেন, রব্বানী তাঁকে জানিয়েছিলেন, তিনি ও শিবলি জাকিরের দোকানে গিয়ে ডাকাতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একপর্যায়ে তাঁরা বুঝতে পারেন, জাকির তাঁদের চিনতে পেরেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁদের শনাক্ত করতে পারবেন। তখনই তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হাসানুর রহমানের সাক্ষ্য অনুযায়ী, রব্বানী তাঁকে বলেছিলেন, জাকির বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং কাউন্টারের কাছে থাকা নিরাপত্তা বোতাম চাপার চেষ্টা করেছিলেন। এরপর রব্বানী ও শিবলি তাঁকে দোকানের পেছনের কুলারের দিকে তাড়া করেন। তারপর গুলি। একটি নয়, তিনটি। দুটি মাথায়, একটি বুকে। পরে জাকিরের মরদেহ পাওয়া যায় দোকানের পেছনের বাথরুমের মেঝেতে; সেখানে গুলির চিহ্নও পাওয়া যায়।

হত্যার রাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও উঠে আসে হাসানুর রহমানের সাক্ষ্যে। রাত দুইটা থেকে আড়াইটার দিকে শিবলি তাঁর বাসায় গিয়ে অস্বাভাবিক জোরে দরজায় ধাক্কা দেন এবং নাম ধরে ডাকেন। রহমান দরজা খোলেননি। পরে গ্র্যান্ড জুরির সামনে তিনি বলেছিলেন, বাইরে শিবলির সঙ্গে রব্বানীর কণ্ঠও শুনেছিলেন। জাকিরের হত্যার খবর জানার কয়েক দিন পর তিনি দুজনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

রহমান আদালতে বলেন, প্রথমবার প্রশ্ন করতেই রব্বানীকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। তিনি রহমানকে বলেন, "তুমি এতে জড়িয়ো না।" কিন্তু কয়েক দিন পর আবার কথা হলে রব্বানী জানান, তিনি ও শিবলি দুজনই দোকানে ছিলেন এবং জাকির হত্যায় জড়িত ছিলেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, দোকানে ডাকাতি করার পর তাঁরা তাঁকে হত্যা করেন, কারণ তিনি দুজনকেই শনাক্ত করতে পারতেন। শিবলি রহমানকে বলেছিলেন, ডাকাতিতে তিন থেকে চারশ ডলার নেওয়া হয়েছিল। তবে ছঁরপশ-হ-উধধং-এর ব্যবস্থাপক আদালতে সাক্ষ্য দেন, সেফ থেকে ৬৩০ ডলার নিখোঁজ ছিল।

হত্যার পর রব্বানী ও শিবলির চলাফেরা সন্দেহ আরও বাড়ায়। নিজের নিরাপত্তার ভয়ে হাসানুর রহমান পুলিশকে কিছু জানাননি। অথচ ৯ নভেম্বর, হত্যার আট দিন পর, তিনিই দুজনকে গাড়িতে করে লুইজিয়ানা নিয়ে যান এবং একটি গ্রেহাউন্ড বাসস্টেশনে নামিয়ে দেন। সেখান থেকে রব্বানী ও শিবলি নিউইয়র্কের টিকিট কাটেন।

২৩ নভেম্বর ব্রুকলিনে তাঁদের দেখা হয় মোহাম্মদ আবদুস সালামের সঙ্গে। আদালতের নথিতে সালামকে ব্রুকলিনের বাসিন্দা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সাক্ষ্য দেন, সেদিন রব্বানী ও শিবলির কাছে দুটি পিস্তল দেখেছিলেন। পরে রব্বানীর হাতে আর অস্ত্র দেখেননি, কিন্তু শিবলির কাছে একটি পিস্তল ছিল। একই দিন নিজের সদ্য কেনা খালি ব্রিফকেসের ভেতর একটি বন্দুক খুঁজে পান সালাম। আগেই রব্বানী তাঁর কাছে ব্রিফকেসটি কোথায় রাখা আছে এবং তালার নম্বর জানতে চেয়েছিলেন। সালাম বন্দুকটি নিউইয়র্ক পুলিশের কাছে জমা দেন।

২৬ নভেম্বর রব্বানী ও শিবলি আবার হিউস্টনে ফিরে আসেন। কয়েক দিন সাজেদুল চৌধুরীর বাসায়ও থাকেন। তাঁদের আচরণে সন্দেহ হওয়ায় ১ ডিসেম্বর সাজেদুল হ্যারিস কাউন্টি শেরিফের একজন কর্মকর্তাকে খবর দেন। পুলিশ আসছে শুনে রব্বানী ও শিবলি কাপড়চোপড় নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু বাইরে পুলিশ অপেক্ষা করছিল। নিউইয়র্কের নম্বরপ্লেট লাগানো একটি গাড়িতে চলে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় দুজনই গ্রেপ্তার হন।

গ্রেপ্তারের পর অস্ত্রের সূত্র ধরে তদন্ত আরও এগোয়। রব্বানী পুলিশকে জানান, তাঁর ও শিবলির কাছে দেখতে প্রায় একই রকম দুটি অস্ত্র ছিল। শিবলির নির্দেশে ৩০ নভেম্বর দ্বিতীয় অস্ত্রটি তিনি একটি কনভেনিয়েন্স স্টোরের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া নির্দেশনা ধরে পুলিশ সেখান থেকে .৩৮ ক্যালিবারের একটি জড়যস রিভলভার ও একজোড়া গ্লাভস উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তে জাকিরের বুক থেকে পাওয়া গুলিটি পরীক্ষা করে আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ আদালতে বলেন, সেটি ওই ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার করা রিভলভার থেকেই ছোড়া হয়েছিল। নিউইয়র্কে পাওয়া অস্ত্রটিও ছিল একই ধরনের .৩৮ ক্যালিবার জড়যস রিভলভার।

তারপরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। জাকিরকে সরাসরি কে গুলি করেছিল, রব্বানী নাকি শিবলি? জুরি সেই প্রশ্নের আলাদা উত্তর দেয়নি। টেক্সাসের 'ল অব পার্টিজ' বা সহযোগী দায়বদ্ধতার আইনে একজন নিজে গুলি না চালালেও হত্যায় সহায়তা, উৎসাহ বা সহযোগিতা করলে একই অপরাধে দোষী হতে পারেন। আদালত পরে বলে, রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে না পারলেও যে রব্বানীর হাত থেকেই প্রাণঘাতী গুলি বের হয়েছিল, অন্তত সহযোগী হিসেবে হত্যাকাণ্ডে তাঁর অংশগ্রহণ প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য যথেষ্ট ছিল। সেই মামলায় রব্বানী ক্যাপিটাল মার্ডারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

জাকির হত্যার ঘটনার পাশে আদালতের নথিতে উঠে আসে আরও একটি রহস্যময় মৃত্যু। প্রায় এক মাস পর, ৩০ নভেম্বর, খায়রুল কবির নামে এক ব্যক্তিকে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের বাথরুমে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর দুই হাত পেছনে হাতকড়া পরানো এবং মাথায় গুলির ক্ষত ছিল। আগের দিন শিবলি খান তাঁর বাসায় গিয়েছিলেন। খায়রুলের বন্ধু মইনুদ্দিন সালেহ আদালতে বলেন, শিবলি চলে যাওয়ার পর খায়রুল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলেছিলেন, "পিন্টু বাইরে আছে।" আদালতের নথিতে পিন্টু বলতে রব্বানীকেই বোঝানো হয়েছে। রব্বানীর সাজা নির্ধারণের সময় রাষ্ট্রপক্ষ এই ঘটনা আদালতে তুলেছিল। তবে প্রকাশিত রায়ে রব্বানী বা শিবলিকে খায়রুল কবির হত্যায় দোষী সাব্যস্ত করার কোনো তথ্য নেই।

কিন্তু শিবলি খানের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত এই আপিল রায়ে নেই। জাকির হত্যার রাত, নিউইয়র্ক যাত্রা, অস্ত্র নিয়ে দেখা যাওয়া, হিউস্টনে ফিরে আসা এবং রব্বানীর সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা আছে। অথচ তাঁর নিজের বিচার, সাজা কিংবা পরবর্তী জীবনের কোনো বিবরণ ওই রায়ে পাওয়া যায় না।

পরবর্তী সাড়ে তিন দশকে হন্তারক সৈয়দ রব্বানীর নাম ঘিরে তৈরি হয়েছে আরেকটি দীর্ঘ আইনি ইতিহাস। তাঁর আপিল প্রায় ২৮ বছর পড়ে ছিল, পরে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয়েছে, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিনি এখনও কারাগারে আছেন। সেই গল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে আদালতে, সংবাদমাধ্যমে, মানবাধিকার মহলে। কিন্তু সেই আলোচনার আড়ালে হারিয়ে গেছেন যে মানুষটির হত্যাকাণ্ড থেকে এই দীর্ঘ মামলার শুরু, তিনি মোহাম্মদ জাকির হাসান।

জাকিরের জন্য কোনো আপিলের অপেক্ষা ছিল না, নতুন কোনো শুনানিও ছিল না। তাঁকে ফিরিয়ে আনার মতো কোনো আদালতের রায়ও আর আসতে পারত না। ২৮ বছরের এই তরুণ অন্যের দোকানে কাজ করে নিজের একটি দোকান কেনার স্বপ্ন দেখতেন। সামনে পড়ে ছিল একটি অনিশ্চিত কিন্তু সম্ভাবনায় ভরা জীবন। ব্যবসা হতে পারত, সংসার হতে পারত, সন্তান হতে পারত। কিন্তু যে দোকানের কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে নিজের ভবিষ্যতের জন্য টাকা জমাচ্ছিলেন, সেই কর্মস্থলেই এক রাতে থেমে যায় তাঁর জীবন।

চার দশক পর পুরোনো আদালতের নথি খুললে পাওয়া যায় গুলির হিসাব, অস্ত্রের হিসাব, সাক্ষীর বয়ান, পালিয়ে যাওয়ার পথ আর দীর্ঘ বিচারের ইতিহাস। পাওয়া যায় দোকানের সেফ থেকে হারিয়ে যাওয়া ৬৩০ ডলারের হিসাবও। কিন্তু কোনো নথিই বলতে পারে না, ২৮ বছর বয়সে থেমে যাওয়া জাকির হাসানের সামনে আর কতটা জীবন ছিল, কত স্বপ্ন ছিল, কত সম্ভাবনা ছিল।

আদালত হত্যার বিচার করতে পারে, কিন্তু কেড়ে নেওয়া সেই জীবন আর ফিরিয়ে দিতে পারে না। নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক।

বাংলাদেশকে মৌলবাদ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হব - ড. নুরুন নবী

পরিচয় ডেস্ক: বাংগালির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের উদ্যোগে গত রবিবার ২৩ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসের জুঁইশ সেন্টারে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি সাখাওয়াত আলী'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদার ও যুগ্মসাধারণ সম্পাদক রেজা আব্দুল্লাহ ও আজিজ চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তিরা স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং দেশটাকে দখল করেছে। এই সকল মৌলবাদী ও জঙ্গি গোষ্ঠীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। ড. নূরুন নবী আরো বলেন এই জন্য বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দের এক যুগে কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নতুন প্রজন্মের মাঝে বিভিন্ন সমাবেশ ও সেমিনারের মধ্যে দিয়ে প্রচার করতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পর্যন্ত দেশ ও জাতির জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ডেপুটি কমান্ডার মোঃ আবু জাফর এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বিজয় কৃষ্ণ সাহা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি সিরাজউদ্দিন আহমদ সোহাগ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী রানা হাসান মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক ফজলুর রহমান, বাঙালি পত্রিকার সম্পাদক কৌশিক আহমদ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, নিউইয়র্ক স্টেইট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, ফোবানার চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের উপদেষ্টা লুৎফুন নাহার লতা, রাফায়েত চৌধুরী, কবি ফকির ইলিয়াস, মনজুর কাদের, কমান্ডার মনজুর আহমদ,সিনিয়র সাংবাদিক ও উপদেষ্টা হাকিকুল ইসলাম খোকন, সঞ্জীবন সরকার ও কানু দত্ত।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের উপদেষ্টা দিনাত জাহান মুন্নী।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও কবিতা আবৃত্তি করেন এবং উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ড.আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, দিদার শাহীন, মাহমুদুল হাসান, অধ্যাপক আব্দুল খালিক,এডভোকেট সাইদুর রহমান, অধ্যাপিকা সঞ্চিতা ঠাকুর,আব্দুল মতিন পারভেজ,মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাপ্পী সোম, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল তালুকদার, মঈনুর রহমান শোয়েব,বিপ্রেশ রায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু, আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট জয়জিৎ আচার্য্য, গণশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক জাহানারা বি. আহমদ লক্ষী,আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমদ, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার উত্তম কুমার সেন,অর্থ সম্পাদক মোঃ নুর উদ্দিন,প্রচার সম্পাদক কাজীরুল ইসলাম শিপন, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক মনোয়ারা বেগম মনি,মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক প্রভাষক আফাজুর রহমান চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক বাবুল শীল, যুব বিষয়ক সম্পাদক রিটন সরকার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শিক্ষিকা ফয়জিয়া জাহান, জনসংযোগ সম্পাদক শোভন চৌধুরী, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মোঃ জুয়েল চৌধুরী, সদস্য ডা. মিতা চৌধুরী,ফারহানা ইলিয়াস তুলি, আক্তার হোসেন, হাবিবা কুরেশী,নুসরাত কবীর এলিন,রুহুল আলম চৌধুরী উজ্জ্বল, আশফাকুল হক চৌধুরী, সৈয়দ কে ফয়েজ, শেখ অলি আহমদ,সৈয়দ রুহুল আলী, নাসির উদ্দিন আদর প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বপ্নীল তালুকদার ও অরণ্য মাহমুদ। তাছাড়া সভায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

এআই-এর সহায়তায় বিশ্বে প্রথম

৬২ পৃষ্ঠার পর

সেবা ব্যবস্থাপক হিববার্ট সুস্থ ও ফিট ছিলেন এবং প্রতিদিন দুপুরের খাবারের বিরতিতে দুই মাইল পথ হাঁটতেন।

এইরকমই এক হাঁটার সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং রাস্তার ওপর খিঁচুনিতে আক্রান্ত হন।

মস্তিষ্কের স্ক্যানে ধরা পড়ে যে তার পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে ড় যা মাথার খুলির গোড়ায় অবস্থিত মার্বেল আকারের একটি অঙ্গ ড় একটি ১১ মিলিমিটারের (০.৪৩৩ ইঞ্চি) ক্যানসারহীন টিউমার বড় হচ্ছিল।

এই গ্রন্থিটি অত্যাবশ্যকীয় হরমোন নিঃসৃত করে যা শারীরিক বৃদ্ধি, বিপাক প্রক্রিয়া এবং রক্তচাপ ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মতো শারীরিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, এটি ক্যারোটিড ধমনীর খুব কাছে অবস্থিত যা মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী প্রধান রক্তনালী, এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রণকারী অপটিক স্নায়ুর কাছাকাছি অবস্থান করে।

হিববার্টের টিউমারটি যখন তার অপটিক স্নায়ুর ওপর চাপ দিতে শুরু করে, তখন এটি তার প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণ করে ফেলে।

চরম ক্লান্ত ও মাথা ঘোরা

যদিও অবিলম্বে তার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়নি, হিববার্ট বিভিন্ন জিনিসে হোঁচট খেতে শুরু করেন এবং চরম ক্লান্তি ও মাথা ঘোরা অনুভব করতে থাকেন।

হিববার্ট বলেন বলেন, ‟১৮ বছরের বৈবাহিক জীবনে আমি সবসময় বিছানা থেকে উঠে আমার স্ত্রীর জন্য এক কাপ কফি বানিয়েছি এবং আমি এই টিউমারটিকে তা বন্ধ করতে দিতে চাইনি।চ

তিনি বলেন তার জন্য সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক।

তিনি আরও বলেন, ‟যদিও অনেক মানুষ সদয় হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তবুও আপনি মানুষের কাছে বোঝা হয়ে থাকতে চান না।চ

শল্যচিকিৎসকরা যখন তাকে তাদের কাস্টমাইজড বা বিশেষভাবে তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এই অস্ত্রোপচারের চেষ্টা করার সুযোগ দেন, তখন তিনি দ্বিধা করেননি।

তিনি বলেন, ‟রোগীরা যদি গবেষণায় যোগ দিতে প্রস্তুত না হন তবে চিকিৎসকরা কীভাবে শিখবেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিই বা কীভাবে হবে?চ

অস্ত্রোপচারে একটি এন্ডোস্কোপ ড় একটি লাঠির মাথায় পাতলা ক্যামেরা ড় নাকের মাধ্যমে মাথার খুলির গোড়া পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়।

এই স্থানে টিউমারটি খুব কাছাকাছি থাকলেও হাড় এবং শক্ত ঝিল্লির স্তরের পেছনে লুকিয়ে ছিল।

এটি বের করার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করা সহজ ছিল না, বিশেষ করে যেহেতু ব্যক্তির শারীরিক গঠন একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

জটিলতার হার একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হলেও, পুরো টিউমারটি বের করতে না পারার ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা ছিল এবং কোনো প্রধান রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ০.৫ থেকে ২ শতাংশ সম্ভাবনা ছিল।

ঠিক এখানেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ভূমিকা পালন করেছে।

ওশল্যচিকিৎসার চ্যাটজিপিটিি

একটি দ্বিতীয় স্ক্রিনে এটি সরাসরি ভিডিও ফুটেজটি বিশ্লেষণ করেছে, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিগুলো পর্যবেক্ষণ করেছে এবং যে অঞ্চলগুলোতে রক্তনালী ও স্নায়ু থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেগুলো চিহ্নিত করেছে, সেই সাথে যে অঞ্চলগুলোতে টিউমার অপসারণ করা সবচেয়ে নিরাপদ তা প্রদর্শন করেছে।

এটি ফোনে ব্যবহৃত চেহারা শনাক্তকরণ প্রযুক্তির মতোই, তবে মুখের বদলে এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়ই লুকিয়ে থাকা ব্যবচ্ছেদসংক্রান্ত গঠন শনাক্ত করে।

যুক্তরাজ্যের একজন সাধারণ শল্যচিকিৎসক বছরে প্রায় ১০ থেকে ২০টি এই ধরনের অস্ত্রোপচার করেন, যেখানে রোগীর শরীরের গঠনের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য তারা অস্ত্রোপচারের আগে করা স্ক্যানের ওপর নির্ভর করেন।

গবেষকরা পিটুইটারি টিউমার অপসারণের শত শত ভিডিওর ওপর তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাটিকে প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন করেছেন ড় প্রতিটি ভিডিওতে রক্তনালী ও স্নায়ুর চারপাশ যত্ন সহকারে একে দিয়েছেন যাতে এই ব্যবস্থাটি তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঠনগুলো ‟শনাক্ত করতে শুরু করতে পারে।

অস্ত্রোপচারটি পরিচালনায় সহায়তাকারী অধ্যাপক হানি মার্কাস বলেন‚এটি এমন সংখ্যক অস্ত্রোপচারের তথ্য দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছে, যা অধিকাংশ শল্যচিকিৎসক তাদের পুরো কর্মজীবনেও দেখেন বা করেন না। তাই এটি একজন বিশেষজ্ঞের দ্বিতীয় একজোড়া চোখের মতো কাজ করতে পারে৷

তিনি আরও বলেন, অন্যান্য পরীক্ষামূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবস্থার সঙ্গে এর পার্থক্য হলো, এটি অস্ত্রোপচারের সময় সরাসরি কাজ করতে পারে।

তবে দলটি স্পষ্ট করে জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তিটি কেবল সহায়তা করছে এবং অস্ত্রোপচারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শল্যচিকিৎসকদের হাতেই রয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদে তাদের লক্ষ্য হলো শল্যচিকিৎসকদের জন্য চ্যাটজিপিটির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো একটি ব্যবস্থা তৈরি করা। এর মাধ্যমে অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকদের কাছে পরামর্শ নেওয়ার জন্যওকক্ষে থাকা আরেকজন বিশেষজ্ঞ থাকবে। তবে চিকিৎসকেরা চাইলে তার পরামর্শ নিতে পারবেন, আবার তার সঙ্গে একমত না হলে সেই পরামর্শ উপেক্ষাও করতে পারবেন।

জাতীয় স্বাস্থ্য ও সেবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং গুগলের অর্থায়নে দলটি বহু বছর ধরে গবেষণাগারে তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছে।

বাস্তব জীবনের অস্ত্রোপচারে প্রযুক্তিটির প্রথম প্রয়োগের ফলাফল নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। এখন তারা আরও বড় পরিসরে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগের কাজ করছেন।

ওএটি আমাকে আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে

হিববার্ট বলেন, ‟অস্ত্রোপচারের পর যখন আমি চোখ খুললাম তখন মনে হলো আমি ৩৬০-ডিগ্রি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ড় আমি এক বছর ধরে এত পরিষ্কার দেখিনি।চ

এবং অস্ত্রোপচারের পর থেকে আট সপ্তাহে, তিনি প্রতি কয়েকদিন পর পর তার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি লক্ষ করেছেন।

তিনি বলেন,‚আমি আমার শারীরিক শক্তিও ফেরত পেয়েছি এবং অস্ত্রোপচারের আগে যে সমস্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভুগছিলাম তা চলে গেছে। এটি আমাকে আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে৷

স্বাস্থ্য খাতে উদ্ভাবনবিষয়ক মন্ত্রী জেমস ফ্রিথ বলেন, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার অংশ হিসেবে রিস যে ‟জীবন পরিবর্তনকারী অস্ত্রোপচারচ পেয়েছেন তাতে তিনি আনন্দিত।

তিনি আরও বলেন, ‟কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য সঠিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং আমরা সর্বদা নিশ্চিত করব যে নিরাপত্তাকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। তবে এটি যে সুযোগগুলো নিয়ে আসে তা থেকে আমরা যেন উপকৃত হই তাও আমরা নিশ্চিত করব।চ

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশিসহ দুটি

৬২ পৃষ্ঠার পর

করেন। বন্দুকধারী কাছে এসে তাঁকে পরীক্ষা করেছিল বলেও জানান রাসেল। তাঁর ধারণা, তিনি মারা গেছেন ভেবেই হামলাকারী তাঁকে আর গুলি করেনি । সেই কয়েক মুহূর্তের অভিনয়ই সম্ভবত তাঁর জীবন বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু পাশে পড়ে থাকা বন্ধু ইউসুফ আর উঠতে পারেননি।

পরিবারের তথ্য ও বাংলাদেশি কমিউনিটির সূত্রে তাঁর পূর্ণ নাম মোহাম্মদ ইউসুফ রাজু। তিনি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার আমিশাপাড়া ইউনিয়নের কংশনগর এলাকার বাসিন্দা। প্রায় তিন বছর আগে পরিবারের ভবিষ্যৎ বদলানোর আশায় মেক্সিকো সীমান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। দেশে থাকা পরিবারটি তাঁর আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক গণমাধ্যম এবং তাঁর পরিবারের জন্য খোলা তহবিল সংগ্রহের নিমিত্ত তাঁকে দুই কন্যাসন্তানের জনক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কন্যা দুইজনের বয়স ১২ ও ৩ বছর।

ইতোমধ্যে নিউ ইয়র্কে জানাজার নামাজের পর মোহাম্মদ ইউসুফ রাজুর মরদেহ নিউ ইয়র্কের নোয়াখালী সোসাইটির উদ্যোগ ও সংগঠনের সভাপতি জাহিদ মিন্টুর ব্যবস্থাপনায় দাফনের জন্য বাংলাদেশে পরিবারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

এর দুদিন পর, ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার মধ্যরাতের পরপরই ব্রঙ্কসের মেলরোজ এলাকার ‘১৪৯ গ্রিল’-এ ঢুকে পড়ার অভিযোগ ওঠে অ্যাকোস্টার বিরুদ্ধে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বন্দুকধারী পিস্তল বের করে ৩৩ বছর বয়সী গ্রাহক টেইভন গুলারকে গুলি করছেন। এরপর ভিডিওতে দেখা যায়, গ্রাহক ও কর্মীরা যখন প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি করছেন, তখন বন্দুকধারী কাউন্টারের পেছনে গিয়ে ক্যাশ রেজিস্টার থেকে টাকা চুরি করছেন।

‘প্লাকি’ (Plucky) নামে পরিচিত টেইভন গুলার পরবর্তীতে হাসপাতালে মারা যান।

টেইভন গুলারের বন্ধুরা তাঁর কথিত হত্যাকারীর আটকের খবর শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

মনি (গড়হ’বব) বলেন, “তার ভাগ্যে যা ঘটেছে, সে তার যোগ্যই ছিল।”

‘ইউনাইটেড বোদেগাস অফ আমেরিকা’-র ফার্নান্দো মাতেও গ্রেপ্তারের খবরে সন্তোষ প্রকাশ করলেও বলেন যে, তিনি যেসব কর্মীর প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের সুরক্ষায় আরও পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

আকোস্তার বিরুদ্ধে এর আগে ১৩ বার গ্রেপ্তারের ঘটনা রয়েছে; এর শুরুটা হয়েছিল ১৪ বছর বয়সে সংঘটিত একটি সশস্ত্র ডাকাতির মধ্য দিয়ে। সাবওয়ে প্ল্যাটফর্মে এক ব্যক্তিকে গুলি করার দায়ে তিনি রাজ্যের কারাগারে ১০ বছর সাজা ভোগ করেন এবং গত এপ্রিলে প্যারোলে মুক্তি পান।

গ্রেপ্তারের আগে, আকোস্তার অবস্থান শনাক্ত ও তাকে গ্রেপ্তারে সহায়তা করবে এমন তথ্যের জন্য এফবিআই ২৫,০০০ ডলার পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এছাড়া, ‘ইউনাইটেড বোদেগাস অফ আমেরিকা’-ও তাকে গ্রেপ্তারে সহায়ক তথ্যের জন্য ১০,০০০ ডলার পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছিল।

পুলিশ আকোস্তার গ্রেপ্তার সংক্রান্ত অতিরিক্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি কিংবা তার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আনা হয়েছে, সে বিষয়েও কিছু জানায়নি।

এই দুই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ব্রুকলিনের ঘটনাটি নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য আলাদা এক বেদনা হয়ে আছে। ইউসুফ ছিলেন রাতের শিফটে কাজ করা একজন অভিবাসী শ্রমজীবী মানুষ। পরিবারের জন্য আয় করতেন, দেশে টাকা পাঠাতেন, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা করছিলেন। অথচ কর্মস্থলে কয়েক সেকেন্ডের বন্দুক হামলায় সেই জীবন থেমে যায়।

৯ সেপ্টেম্বর আসছে নতুন আইফোন

৬২ পৃষ্ঠার পর

৯ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোতে অবস্থিত ‘অ্যাপল পার্ক’ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে এ আয়োজন। এবারের আয়োজনের ট্যাগলাইন রাখা হয়েছে ‘সারপ্রাইজ অ্যান্ড শাইন’।

গত বুধবার (২৬ আগস্ট) আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এবারের আয়োজনটি অ্যাপলের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে টিম কুকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার কথা রয়েছে জন টার্নাসের। ২০১১ সাল থেকে অ্যাপলের নেতৃত্ব দিয়ে আসা টিম কুকের পর, জন টার্নাসের নেতৃত্বেই এটি হতে যাচ্ছে অ্যাপলের প্রথম কোনো পণ্য উন্মোচন অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে আইফোন ১৮ প্রো এবং আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স উন্মোচন করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, নতুন এই মডেল দুটিতে বড় ধরনের নকশাগত পরিবর্তনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ধারাবাহিক বা সীমিত আপগ্রেড দেখা যেতে পারে।

অন্যদিকে, মূল ‘আইফোন ১৮’ মডেলটি এই অনুষ্ঠানে না এনে আগামী বছর বাজারে আনার পরিকল্পনা থাকতে পারে অ্যাপলের।

এছাড়া, এই অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিনের আলোচনায় থাকা অ্যাপলের প্রথম ফোল্ডেবল আইফোন উন্মোচিত হতে পারে। বিশ্লেষকদের ধারণা, অ্যাপলের প্রথম ফোল্ডেবল আইফোনের পর্দাটি আকারে ‘আইপ্যাড মিনি’র কাছাকাছি হতে পারে।

বর্তমানে ফোল্ডেবল স্মার্টফোনের বাজারে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিষ্ঠান স্যামসাংয়ের আধিপত্য রয়েছে। গত জুলাইয়ে তারা একটি নতুন ‘পাসপোর্ট’ আকৃতির ফোল্ডেবল ফোন উন্মোচন করেছে। অ্যাপল এই বাজারে প্রবেশের আগে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতেই স্যামসাং ডিভাইসটি এনেছে বলে মনে করা হচ্ছে। অতিরিক্ত দামের কারণে ফোল্ডেবল ফোনের ব্যবহার এখন সীমিত হলেও, ভবিষ্যতে তা সাধারণ স্মার্টফোনের মতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে নির্মাতারা আশা করছেন।

অন্যদিকে, বিশ্বজুড়ে মেমোরি ও স্টোরেজ চিপের তীব্র সংকটে পুরো ভোক্তা ইলেকট্রনিকসের বাজারে নতুন চাপ তৈরি হয়েছে। চিপের বাড়তি খরচ সামাল দিতে অ্যাপল ইতোমধ্যে তাদের ম্যাক এবং আইপ্যাড-এর বিভিন্ন মডেলের দাম বাড়িয়েছে।

গত জুলাইয়ে অ্যাপল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, তাদের সরবরাহ ব্যবস্থায় এখনো বড় ধরনের সংকট রয়েছে, যার ফলে বিক্রিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ফোল্ডেবল ফোন খাতকে একটি বড় সম্ভাবনাময় জায়গা হিসেবে দেখা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইডিসির (ওউঈ) হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছর বিশ্ববাজারে মোট স্মার্টফোনের সরবরাহ ১৬.৭% কমে যেতে পারে। বিপরীতে, একই সময়ে বিশ্বজুড়ে ফোল্ডেবল ফোনের সরবরাহ ১২.৬% বাড়তে পারে। ২০২৭ সালের মধ্যে অ্যাপল বাজারে আনতে পারে ১ কোটি ৭০ লাখের বেশি ফোল্ডেবল আইফোন।

এছাড়া অ্যাপলের পরবর্তী প্রজন্মের অপারেটিং সিস্টেমগুলোর প্রকাশের তারিখও অনুষ্ঠানে জানানো হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে আইওএস ২৭, আইপ্যাডওএস ২৭ এবং ম্যাকওএস গোল্ডেন গেট।

সব মিলিয়ে, নতুন আইফোনের পাশাপাশি ফোল্ডেবল ডিভাইস, নতুন প্রজন্মের স্মার্ট ডিভাইস ও নতুন সিইওকে ঘিরে ৯ সেপ্টেম্বরের আয়োজনটি অ্যাপলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে ২ দশকের ব্যবধানে প্রায় ৬ গুণ বেড়েছে বাংলাদেশি জনসংখ্যা: শীর্ষে নিউইয়র্ক

৬২ পৃষ্ঠার পর

জনসংখ্যার প্রায় ৪৪ শতাংশ।

বাংলাদেশি কমিউনিটির আকারের দিক থেকে নিউইয়র্ক স্টেটের পর রয়েছে পর্যায়ক্রমে মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস ও নিউ জার্সি। এই পাঁচ স্টেটেই যুক্তরাষ্ট্রে একক বাংলাদেশি পরিচয় দেওয়া মানুষের বড় একটি অংশ বসবাস করেন।

নিউইয়র্ক স্টেটে সবচেয়ে বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি

প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার বাংলাদেশি নিয়ে নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রধান কেন্দ্র। বিশেষ করে নিউইয়র্ক মহানগর এলাকাকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশিদের বড় সামাজিক ও জনসংখ্যাগত উপস্থিতি তৈরি হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থানে মিশিগান

বাংলাদেশি জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মিশিগান। স্টেটটিতে প্রায় ২০ হাজার বাংলাদেশি বসবাস করেন। ডেট্রয়েট মহানগর এলাকায় তাদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি। পিউ রিসার্চ সেন্টারের হিসাবে, ওই মহানগর এলাকায় প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশি রয়েছেন।

তৃতীয় ক্যালিফোর্নিয়া

প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশি বসবাস করেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। জনসংখ্যার হিসাবে এটি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের তৃতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র।

চতুর্থ টেক্সাস

টেক্সাসে বসবাসকারী বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার। বাংলাদেশি কমিউনিটির আকারের দিক থেকে স্টেটটি যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর একটি।

পঞ্চম নিউ জার্সি

প্রায় ১২ হাজার বাংলাদেশি নিউ জার্সিতে বসবাস করেন। নিউইয়র্ক মহানগর এলাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভৌগোলিক ও সামাজিক যোগাযোগের কারণে স্টেটটিতেও দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি কমিউনিটি গড়ে উঠেছে।

২০০০ সালের তুলনায় বড় বৃদ্ধি

পিউ রিসার্চ সেন্টারের হিসাবে, ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের এককভাবে বাংলাদেশি পরিচয়ে উল্লেখ করা মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। হিসাব অনুযায়ী, এই সময়ে একক বাংলাদেশি পরিচয় দেওয়া মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে এই পরিসংখ্যান যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সব বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষকে নির্দেশ করে না। এই নির্দিষ্ট হিসাবে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা নিজেদের বাংলাদেশি পরিচয় এককভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এর সঙ্গে অন্য কোনো জাতিগত বা এশীয় পরিচয় দেননি।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের পূর্ণাঙ্গ হিসাবে ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পরিচয় দেওয়া মানুষের আনুমানিক সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। ফলে একক বাংলাদেশি পরিচয়ের হিসাবের তুলনায় বৃহত্তর বাংলাদেশি পরিচয়ের জনসংখ্যা আরও বেশি।

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

জমজমাট আয়োজনে ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান ও জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।। গত রোববার (২৩ আগস্ট) দিনব্যাপী ফোর্ট হান্ট পার্কে এ আয়োজন করে বাংলাদেশি-আমেরিকান আইটি পিপলস অর্গানাইজেশন, বাইটপো। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ মেজবান অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান, গ্লোবাল ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিস্ট ও সিপিএ রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনেটর সাদ্দাম আজলান সেলিম; ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্ক; মনমাউথ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্কের ডিন এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. গোলাম এম. মাতব্বর; কাইফ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ড. ফাইজুল ইসলাম এবং ই-লার্নিংয়ের পথিকৃৎ, চট্টগ্রামের খান বাড়ির সন্তান অধ্যাপক ড. বদরুল হুদা খান।

আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বাংলা গানের কিংবদন্তি শিল্পী ও বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র নকীব খান। গান পরিবেশনের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো ওয়াশিংটন ডিসিতে আসেন তিনি। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী প্রতীক হাসান।

অধ্যাপক ড. বদরুল হুদা খানের রচনায় উদ্বোধনী সংগীত 'চল মেজ্জানে' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক পর্ব শুরু হয়। এতে অংশ নেন বাইটপোর শিল্পীরা। এরপর একে একে গান পরিবেশন করেন মাহবুব হোসেন অরুণ, আদিল রহমান, শোয়েব রহমান, ডেভিড গোরস্কি ও সীমা খান। নৃত্য পরিবেশন করেন নতুন প্রজন্মের শিল্পী সুদীতি সরকার ও অদিতি সরকার। ফ্যাশন শোতে অংশ নেন সারা, দিশা ও স্মিতা দম্পতি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন কচি খান।

অনুষ্ঠান সফল করতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন দীন খালেদ, শরীফ আহমেদ, তানভীর আজিজ, স্বপন ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার জাহানারা ভূঁইয়া, কাজী আক্তার বাঁধন, মো. কাজল, সারা গোরস্কি, মিষ্টি সরকার, শুভ্র সরকার, খুরশীদ সাব্বির, কচি খান, মোহাম্মদ নাইম উদ্দীন অভি, সাইফুল্লাহ খালেদ, এম. এ. করিম, মোহাম্মদ মোল্লা, মামুন মোতালিব, মো. *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

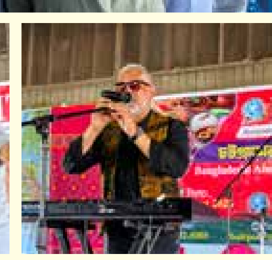

ভারতের বিদ্যুৎ আনতে

১৭ পৃষ্ঠার পর

০.০০৫ ভারতীয় রুপি করে ‘সেটেলমেন্ট নোডাল এজেন্সি’ (এসএনএ) চার্জ নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত। পরিমাণে কম হলেও বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ আমদানির কারণে দীর্ঘমেয়াদে এর বড় আর্থিক প্রভাব পড়তে পারে।

এই চার্জ কার্যকর করতে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এনটিপিসি বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেড (এনভিভিএন) ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) মধ্যে এসএনএ চুক্তি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত চেয়ে গত ১৮ আগস্ট অর্থ বিভাগে চিঠি পাঠিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুৎ বিভাগের আশঙ্কা, চুক্তি সম্পন্ন করতে দেরি হলে এনভিভিএনের মাধ্যমে ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিতে জটিলতা তৈরি হতে পারে।

কেন নেওয়া হচ্ছে এই চার্জ?

বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (সিইআরসি) আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ বাণিজ্যের জন্য শুরুতে প্রতি ইউনিটে ০.০১ ভারতীয় রুপি চার্জ নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছিল। পরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আবেদনের পর তা কমিয়ে ০.০০৫ রুপি করা হয়।

ভারত থেকে নেপাল ও ভুটানে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একই হারে এসএনএ চার্জ নেওয়া হচ্ছে।

ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের সময়সূচি তৈরি, মিটার থেকে ব্যবহারসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ব্যবহারের হিসাব সমন্বয় এবং গ্রিড পরিচালনাসহ বিভিন্ন কাজের ব্যয় মেটাতেই এই চার্জ নেওয়া হবে।

ভারতের বিদ্যুতের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা

বিভিন্ন চুক্তির আওতায় ভারত থেকে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের। এর মধ্যে সরকারি পর্যায়ে এনভিভিএনের মাধ্যমে এনটিপিসির কেন্দ্র থেকে ২৫০ মেগাওয়াট, দামোদর ভ্যালি করপোরেশন থেকে ৩০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি করপোরেশন থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা রয়েছে।

এ ছাড়া পিটিসি ইন্ডিয়ার মাধ্যমে সেম্বকর্প এনার্জি ইন্ডিয়ার একটি কেন্দ্র থেকে ২০০ মেগাওয়াট এবং সেম্বকর্প থেকে সরাসরি আরও ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি রয়েছে। এসব উৎস মিলিয়ে ১ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য এনভিভিএন ও বিপিডিবির মধ্যে এসএনএ চুক্তি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, ভারতের আদানি পাওয়ারের ঝাড়খণ্ডের গড্ডা কেন্দ্র থেকেও ১ হাজার ৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি রয়েছে বাংলাদেশের। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, আদানি পাওয়ারের সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিতেই এ ধরনের চার্জের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে এই বিদ্যুতের জন্য আলাদা এসএনএ চুক্তির প্রয়োজন হবে না।

বছরে বিদ্যুৎ আমদানিতে ব্যয় ১৭ হাজার কোটি টাকার বেশি

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যয় শুধু বিদ্যুতের মূল দামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর সঙ্গে হুইলিং বা সঞ্চালন চার্জও যুক্ত হয়। এবার এর সঙ্গে নতুন করে যোগ হতে যাচ্ছে এসএনএ চার্জ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাবে, আদানি পাওয়ার, এনভিভিএন, পিটিসি ইন্ডিয়া ও সেম্বকর্পড়এই চার উৎস থেকে বাংলাদেশ প্রায় ১ হাজার ৬৪১ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ আমদানি করেছে। এর মূল দাম বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ১৬ হাজার ৯৯৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে আদানি পাওয়ারের বিদ্যুৎ কিনতে। ৮০৩ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ আমদানির বিপরীতে প্রতিষ্ঠানটিকে দেওয়া হয়েছে ১১ হাজার ৯৩৩ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। এনভিভিএনের বিদ্যুতের জন্য ব্যয় হয়েছে ৩ হাজার ৪৫৭ কোটি ৮২ লাখ টাকা। পিটিসি ইন্ডিয়ার বিদ্যুতে ১ হাজার ৬৫১ কোটি ৩২ লাখ এবং সেম্বকর্পের বিদ্যুতে ১ হাজার ৯৫৭ কোটি ৫৬ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

এনভিভিএনের বিদ্যুতের জন্য হুইলিং চার্জ বাবদ আলাদাভাবে আরও ২১১ কোটি ৭১ লাখ টাকা দিয়েছে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে ওই অর্থবছরে চার উৎস থেকে আমদানি করা বিদ্যুতের পেছনে মোট ব্যয় হয়েছে ১৭ হাজার ২১১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা।

নতুন এসএনএ চার্জ এই ব্যয়ের সঙ্গে আরও একটি খরচ যোগ করবে। প্রতি ইউনিটে ০.০০৫ ভারতীয় রুপি হিসাবে হারটি তুলনামূলকভাবে কম হলেও আমদানির পরিমাণ বেশি হওয়ায় মোট ব্যয়ের ওপর এর প্রভাব পড়বে।

বিশেষ করে দেশে গ্যাসের সংকটের কারণে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হলে আমদানিনির্ভরতা আরও বাড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসএনএ চার্জ বাবদ বাংলাদেশের ব্যয়ও বাড়বে।

ঋণের দায় মেটানো ও ঘুরে দাঁড়াতে

১৭ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তার বেতন বকেয়া পড়েছে এবং সিংহভাগ শিল্পকারখানা এখন অলস পড়ে আছে। সাফল্যের শীর্ষ থাকার সময়ে এই শিল্পগোষ্ঠীতে ৭০ হাজারের বেশি কর্মী কর্মরত ছিলেন। আজ নীরব তাদের করপোরেট কার্যালয়, তালাবদ্ধ ঝুলছে কারখানাগুলোয়। আর সচল অল্প কয়েকটি ইউনিটের তদারকিতে কেবল নামমাত্র কয়েকজন কর্মী দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে চলতি মূলধনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে, ব্যবসার রাজস্ব ধসে পড়েছে এবং গ্রুপের ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) হয়ে রয়েছেড়যার ফলে কিছু করপোরেট কর্মকর্তার বেতন প্রায় এক বছর ধরে বকেয়া পড়ে আছে।

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠে বেক্সিমকোর এই বিশাল সাম্রাজ্যড়যা টেক্সটাইল, ওষুধ, সিরামিক, আবাসন, নির্মাণ, জ্বালানি, গণমাধ্যম এবং আর্থিক সেবাসহ নানা খাতে আগ্রাসী বিস্তার ঘটিয়েছিল।

তবে ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গ্রুপটির ভাগ্য দ্রুত পরিবর্তিত হয়। গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক বেসরকারি শিল্প উপদেষ্টা এবং বেক্সিমকোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা সালমান এফ রহমান গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। গণঅভ্যুত্থানের পরপরই গ্রুপটির সদর দপ্তর ও খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়, রপ্তানি আয়ে দ্রুত পতন ঘটে এবং ব্যাংকের ঋণের দায় লাফিয়ে বাড়ে।

১৯৭০-এর দশকে দুই ভাই আহমেদ সোহেল ফসিহুর রহমান ও সালমান এফ রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেক্সিমকো ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের শাসনামলে দেশের অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

কিন্তু, বর্তমানে গ্রুপটি বড় ধরনের আইনি ও আর্থিক ঝুঁকির মুখে পড়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্তকারীরা ঋণ জালিয়াতি, অর্থপাচার এবং অনিয়মিত ঋণ গ্রহণের অভিযোগে একাধিক মামলা দায়ের করেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, গ্রুপের মোট ঋণের পরিমাণ ৫০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে, যার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকের কাছেই রয়েছে ২৫,৫২৪ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ।

সালমান এফ রহমান সরকারে তার প্রভাব খাটিয়ে এসব ঋণ নিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। পাওনা আদায়ে ঋণদাতারা ইতোমধ্যেই উদ্যোগও নিয়েছে। ২০২৪ সালের শেষের দিকে জনতা ব্যাংক ১,৩২২ কোটি টাকারও বেশি বকেয়া পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে বেক্সিমকোর কারখানা, জমি এবং করপোরেট সদর দপ্তর নিলামে তোলার চেষ্টা করে। তবে সেই নিলামে কোনো ক্রেতা বা দরদাতা পাওয়া যায়নি।

মানবিক বিপর্যয় ও কারখানা বন্ধের চিত্র

শিল্পখাতে এই ধসের প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর রূপ নেয়। গাজীপুরের বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের প্রায় ১৫টি টেক্সটাইল কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, কারণ ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ (অবরুদ্ধ) হয়ে থাকায় কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র (এলসি) খুলতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

প্রোডাকশন লাইনের প্রায় ৪৪,০০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করার আগে তাঁদের সংবিধিবদ্ধ পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হলেওড়তীব্র সংকটে পড়েন প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ব্যবসা পরিচালনায় যুক্ত থাকা প্রায় ২,০০০ প্রশাসনিক কর্মকর্তার মধ্যে বেতন না পাওয়ায় অধিকাংশেরই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। বর্তমানে স্থাপনাগুলো পাহারা দেওয়ার জন্য ৫০০ জনেরও কম প্রশাসনিক কর্মী এবং অল্পসংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী অবশিষ্ট রয়েছেন।

রাজধানীর ধানমন্ডিতে অবস্থিত বেক্সিমকো গ্রুপের ১৪ তলা সদর দপ্তর বেল টাওয়ারড় একসময় ছিল কোলাহলপূর্ণ এক বাণিজ্যিক কেন্দ্র। কিন্তু, সেখানকার করিডোরগুলো এখন প্রায় জনশূন্য। এখন যারা আসেন, তাঁরা আসছেন বিভিন্ন চাওয়া নিয়েড় কারো বেতন বকেয়া, কেউ বন্ডে বিনিয়োগ করে রিটার্ন পাচ্ছে না।

গ্রুপের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেক্সিমকো ফার্মা পূর্ণ ক্ষমতায় চালু রয়েছে, আর শাইনপুকুর সিরামিকস আংশিকভাবে চালু রয়েছে। অন্যদিকে এলসি খুলতে না পারায় স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ করে সীমিত পরিসরে পরিচালিত হচ্ছে বেক্সিমকো এলপিজি ইউনিট-১।

বেক্সিমকোর সেবা খাত, আবাসন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় হিমশিম খাচ্ছে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য

ধানমন্ডির বেল টাওয়ারে নিজ কার্যালয়ে গ্রুপের বিদ্যমান সংকট ও ব্যবসায়িক অচলাবস্থার বিষয়ে কথা বলেন বেক্সিমকো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওসমান কায়সার চৌধুরী।

তিনি বলেন, “রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে নতুন সরকার আসে, পুরোনোরা বিদায় নেয়। কিন্তু পটপরিবর্তনের কারণে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস কিংবা টার্গেট করে ধ্বংস আর কোনো দেশে হয় কিনা জানি না।চ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অভিযোগের বিষয়ে তিনি যুক্তি দেন যে, মালিকপর্যায়ের অনিয়মকে কারখানা পরিচালনার থেকে আলাদা করে দেখা উচিত। তিনি বলেন, “ব্যাংক ঋণ নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। ঋণ মালিকরা নিয়েছে, প্রতিষ্ঠান তো কিছু করেনি। কেন আগুন দিয়ে পুড়াতে হবে? কেন কারখানা বন্ধ করা হবে? একসঙ্গে ৪৪ হাজার মানুষকে চাকুরিচ্যুত করতে হয়েছেড় এই সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করতে গিয়ে বারবার হাত কাঁপছিল, কিন্তু কিছু করার নেই।চ

তিনি আরও বলেন, “অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময় বেক্সিমকো কোনো সহায়তা পায়নি। বরং জটিলতা বেড়েছে। শত শত ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে, যা এখনো চলছে। গ্রুপের কর্মীরা মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছে না।চ

ওসমান উল্লেখ করেন ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ থাকায় বিদ্যমান মূলধন ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, “আমি নিজেও বেতন পাচ্ছি না। কোনো মাসে অর্ধেক কিংবা দুই মাস পর একবার বেতন পাচ্ছি। বিগত ২৪ মাসের মধ্যে ১২ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। আমরা যারা তিল তিল করে এখানে আমাদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছি, এই কষ্টে থাকা সত্ত্বেও তারা রয়ে গেছি।চ

বেক্সিমকোর কত টাকা ঋণ রয়েছেড়এ বিষয়ে ওসমান কায়সার বলেন, টেক্সটাইলে মোট ঋণ হতে পারে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা, যার ৪০ শতাংশই সুদ। আর গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে আরও ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ হতে পারে।

আইনি জটিলতায় ঘনীভূত সংকট

বেক্সিমকোর পরিচালনগত সমস্যাগুলো আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। গ্রুপের চেয়ারম্যান এএসএফ রহমান দেশের বাইরে এবং ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান কারাগারে থাকায়ড় নতুন অর্থায়নের জন্য প্রয়োজনীয় করপোরেট গভর্ন্যান্স ও আইনি সম্মতি বা কমপ্লায়েন্স বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

একদিকে ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ রয়েছে, অন্যদিকে ঋণদাতারা নতুন ঋণ দেওয়ার আগে বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য কমপ্লায়েন্স নথি দাবি করছে। ফলে ব্যবসা নতুন করে শুরু ও অর্থায়নের জন্য সরকারের সহায়তার চাইছে গ্রুপটি।

ওসমান কায়সার বলেন, “আমরা সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছি। তাঁরা আমাদের সহায়তার আশ্বাস দিচ্ছেন। আমরা সবার সহযোগিতায় কারখানাগুলো পুনরায় চালুর চেষ্টা করছি।চ

শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ

বিদেশি অর্থায়নের মাধ্যমে বেক্সিমকোর বন্ধ থাকা টেক্সটাইল কারখানাগুলো চালুর একটি বড় উদ্যোগ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেও ভেস্তে যায়।

২০২৫ সালের আগস্টে জনতা ব্যাংক, জাপানি কোম্পানি- রিভাইভাল, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইকোমিলি এবং বেক্সিমকো গ্রুপের যৌথ সমঝোতার মাধ্যমে বেক্সিমকো টেক্সটাইলের ১৫টি কারখানা খোলার কথা ছিল। কারখানাগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে এবং ২৫,০০০-এর বেশি কর্মীর কর্মসংস্থান ফিরিয়ে আনতে রিভাইভাল প্রাথমিকভাবে ২ কোটি ডলারের বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছিল, যা অর্থায়ন করত ইকোমিলি।

ওসমান কায়সার বলেন, “সবকিছুই ঠিক ছিল। কারখানা সচল হওয়ার একদিন আগে চিফ অ্যাডভাইজারের অফিস থেকে জানানো হয়, ডিলটা হবে না। কারণ হিসাবে জানানো হয়, ওই প্রতিষ্ঠানটির কোনো ঠিকানা নাই। আমরাও অবাক, সবকিছুই ঠিকঠাক করা হলো কিন্তু হলো না।চ

ওসমান এখন মনে করেন যে বেক্সিমকোর কারখানাগুলোর পুনরুজ্জীবন অনেকাংশে নির্ভর করছে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর দায়িত্ব নেওয়া নতুন সরকারের ওপর।

তিনি বলেন, “নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে দফায় দফায় সভা করেছি, এখনো করছি। প্রতিদিনই কোনো না কোনো মিটিং করতে হয়। আমরা আশাবাদী, কারণ নতুন সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে প্রাধ্যান্য দিয়ে বন্ধ ও নাজুক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। আমরাও চাই আমাদের কারখানাগুলো সচল হোক।চ

তিনি বলেন, “মালিকরা ঋণ নিয়েছে। ঋণে অনিয়ম থাকতে পারে। তাই বলে প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করা, কোনোভাবেই কাম্য নয়। সরকার কারখানা চালুতে সহায়তা করুক, প্রয়োজনে আয়-ব্যয়ের হিসাব মনিটরিং করুক। তারপরও চালু হোক।চ

পূর্ণদ্যমে চলছে ফার্মাসিউটিক্যালস

গ্রুপটির ব্যবসাগুলোর মধ্যে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এখনও সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, আবার শাইনপুকুর সিরামিকস ও তিস্তা সোলার পার্কও বিভিন্ন সক্ষমতায় সচল রয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে জমা দেওয়া প্রান্তিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেক্সিমকো ফার্মা ৬৯৯ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে প্রায় ৭০৫ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

গত বছরের শুরুতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসে ৯ জন স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ দিয়েছিল। তবে কোম্পানিটি বিএসইসির এ সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করে। বিষয়টি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন থাকায় বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস দীর্ঘদিন পর্ষদ সভা করতে পারেনি, তবে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে বেক্সিমকো ফার্মার ডি-লিস্টিংয়ের শঙ্কা তৈরী হওয়ায় পর্ষদ সভা করতে বিশেষ অনুমোদন দেয় কমিশন।

শাইনপুকুর সিরামিকসও আংশিকভাবে চালু রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোম্পানিটি ২.২৯ কোটি টাকা মুনাফা করলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর প্রান্তিকে ১৯ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে।

সোলার পার্ক থেকে আয় হলেও সামান্যই পায় বেক্সিমকো

তিস্তা সোলার পার্কের অর্থায়নে বিতর্কিত এক সুকুক বন্ডের মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে ৩,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল বেক্সিমকো। এই সোলার পার্কটি বর্তমানে জাতীয় গ্রিডে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং প্রতি মাসে প্রায় ৫০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় করছে।

কিন্তু, সব টাকা পায় না বেক্সিমকো। পরিচালন ব্যয় নির্বাহে ৫-৭ কোটি টাকা পায়। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে নেওয়া টাকার সুদ পরিশোধ ও চূড়ান্ত মূলধন পরিশোধের জন্য সিঙ্কিং ফান্ডে জমা করা হচ্ছে।

পুঁজিবাজারে আটকে থাকা বিনিয়োগ

পুঁজিবাজারেও বেক্সিমকো গ্রুপের কয়েকশ্ব কোটি টাকার বিনিয়োগ আটকে রয়েছে। সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে শেয়ার কিনে দুটি তালিকাভুক্ত কোম্পানির মালিকানা অর্জন করেছিল গ্রুপটি এবং পরবর্তীতে মনোনীত পরিচালক বসিয়েছিলড়যার মধ্যে রয়েছে বিতর্কে জড়ানো ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)।

বেক্সিমকোর সাথে যুক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান ট্রেডনেক্সট ইন্টারন্যাশনাল এবং জুপিটার বিজনেস যথাক্রমে ৯.৯১ শতাংশ এবং ৯.৯ শতাংশ শেয়ার কেনে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সে। এছাড়া বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ৫ শতাংশ শেয়ার কেনে গ্রুপটি।

সরকার পরিবর্তনের পর দুই কোম্পানি থেকেই মনোনীত পরিচালকদের প্রত্যাহার করে নেয় বেক্সিমকো, তবে তাদের বিও (ইঙ) অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ বা ফ্রিজ থাকায় শেয়ারগুলো বিক্রি করতে পারছে না।

একইভাবে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করতে পারছে না গ্রুপের ব্রোকারেজ হাউসড় বেক্সিমকো সিকিউরিটিজ। সরকার পরিবর্তনের পর এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকদের স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতা থাকায় লাইসেন্স নবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

সালমান এফ রহমান কারাগারে থাকায় ব্রোকারেজ হাউসটি সময়মতো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে পারেনি। পরবর্তীতে কারাগারে তার স্বাক্ষর নিয়ে তা জমা দেওয়া হলেওড় এখনো পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন করা হয়নি।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক :নিউ ইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত কুইন্সের জ্যামাইকা এলাকার নতুন প্রজন্মদের উৎসাহিত করতে প্রতি বছরের মতো এবছরও প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি (জেবিএফএস) স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করেছে। উৎসবমুখর পরিবেশে গত ২১ আগস্ট শুক্রবার বিকালে স্থানীয় হাইল্যান্ড এভিনিউস্থ ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয় বলে সংগঠনের কর্মকর্তা জানিয়েছেন। স্কুল সাপ্লাই বিতরণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য ছিলো বিনোদনেরও ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য, গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষে নিউইয়র্ক সিটির স্কুল শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নিচ্ছে নূতন শিক্ষা বর্ষ শুরু করতে। অভিভাবকরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সন্তানদের সাথে তাদের স্কুল সাপ্লাই কেনাকাটা সহ অন্যান্য প্রস্তুতি নিতে। সংশ্লিস্ট সূত্র মতে, আগামী ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্কে প্রি-কে থেকে ১২ গ্রেড পর্যন্ত প্রায় ১ মিলিয়ন শিক্ষার্থী নতুন ক্লাসে যাবে। বিকাল ৫টায় স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করার কথা থাকলেও বিকাল ৪টা থেকেই অভিভাবকদের নিয়ে শিক্ষার্থীরা পার্কে উপস্থিত হতে থাকে। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটির অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে স্কুল সাপ্লাই গ্রহণ করেন। তাদের হাতে স্কুল সামগ্রী তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথি ও সোসাইটির কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে চিপস, পপকন, সিঙ্গারা, পানির বোতলসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

নতুন স্কুল সামগ্রী পেয়ে শিশু-কিশোররা আনন্দে মুখরিত করে তোলে ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক। তাদেও কলকাকলিতে উৎসবমখির হয়ে উঠে পার্ক প্রাঙ্গন। স্কুল সাপ্লাইয়ের মধ্যে ছিল স্কুলব্যাগ, পেন্সিল, খাতা, নোটবুক সহ বিভিন্ন ধরনের খেলনা।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বতর্মান সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিআইপি গহর এস জামিল ও জাকির চৌধুরী সিপিএ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সীর পরিচালনায় এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানির তত্তাবধানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা ডা. ওয়াজেদ খান, উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ,উপদেষ্টা অধ্যাপিকা হুসনে আরা,উপদেষ্টা শাহাব উদ্দিন সাগর, উপদেষ্টা কামরুজ্জামান কামরুল, জুলকার হায়দার, সাবেক কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম চুন্নু, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ইকবাল আহমেদ ও সদস্য সচিব রাশেদুজ্জামান মিয়া হিমু, প্রধান সমন্বয়কারী ইসমাইল হোসেন স্বপন, যুগ্ম আহ্বায়ক জিল্লুর রহিম, সেবুল মিয়া, শরিফ হোসেন, যুগ্ম সদস্য সচিব ইফফাত ইয়াসমিন রিমি, সাইফুল ইসলাম রিয়াদ, মহিন উদ্দিন পাটোয়ারী, তামান্না আইরিন এবং কর্মকর্তা আলম সরকার, রিজু মোহাম্মদ, নওশাদ হায়দার প্রমুখ। আরো ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী একেএম শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির আগামী নির্বাচনে প্রার্থী রোমানা আহমেদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথি ও ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তারা সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর সবার মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে স্কুল সাপ্লাই তুলে দেওয়া হয়। বক্তারা তাদের বক্তব্যে ফ্রেন্ডস সোসাইটির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সংগঠনের সকল কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বক্তারা জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি-কে প্রবাসের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এছাড়াও ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রামটি সফল করার জন্য তারা অভিভাবক এবং ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। খবর ও ছবি
খবর ইউএনএ'র।

নিউ ইয়র্কে সেবার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা, ‘রোটারি ক্লাব অফ বাংলাদেশি-আমেরিকানস’ এর যাত্রা শুরু

পরিচয় ডেস্ক: মানবিক সেবা, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং অন্যদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে নিউ ইয়র্কে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে ‘রোটারি ক্লাব অফ বাংলাদেশি-আমেরিকানস’। এই বিশেষ আয়োজনে রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৭২৫৫-এর গভর্নর থমাস জে. ক্রাউলি-কে স্বাগত জানাতে

পেরে রোটারি ক্লাব অফ বাংলাদেশি-আমেরিকানস এর সদস্যরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত; সেই সাথে আমাদের নতুন নেতৃত্বস্থানীয় দল এবং চার্টার সদস্যদেরও স্বাগত জানানো হয়েছে ।

রোটারি ক্লাব অফ বাংলাদেশি-আমেরিকানসল এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ

চার্টার প্রেসিডেন্ট: মঈন চৌধুরী, এস্কোয়ার
প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট: ওয়াসি উদ্দিন চৌধুরী
সেক্রেটারি: দুলাল বেহেদো
ট্রেজারার: তরিকুল ইসলাম মিঠু
মেম্বারশিপ চেয়ার: মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকী
রোটারি ফাউন্ডেশন চেয়ার: মোহাম্মদ আবদুস সালাম

এই আয়োজনে আমাদের চার্টার সদস্য মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, আজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ চিশতী এবং উত্তম মণ্ডলের উপস্থিতি আমাদের আনন্দিত করেছে। রোটারি ক্লাব অফ বাংলাদেশি-আমেরিকানস’ এর সবাই মিলে ‘আত্মস্বার্থের ঊর্ধ্বে সেবা’ (ঝবৎারপব অনড়াব ঝবষভ)ড়রোটারির এই মূলমন্ত্রকে এগিয়ে নিতে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সহায়তা ও মানবিক সেবামূলক অর্থবহ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায় ও বৃহত্তর নিউ ইয়র্ক কমিউনিটির সেবা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এটি কেবল যাত্রার শুরু। সবাই মিলে সেবা ইতিবাচক পরিবর্তন আনার প্রয়াসে সবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ব্রিটেনে সমকামী পরিচয়ের ভিত্তিতে আশ্রয় আবেদনে পাকিস্তান প্রথম, বাংলাদেশ দ্বিতীয়

৬২ পৃষ্ঠার পর

অর্থাৎ, সামগ্রিক আশ্রয় আবেদনে পাকিস্তানি নাগরিকদের যে অংশ, যৌন অভিমুখিতাকে আবেদনের ভিত্তি করা মামলায় তাদের অংশ তার তুলনায় অনেক বেশি। তবে এই পরিসংখ্যানকে পাকিস্তানি নাগরিকদের যৌন অভিমুখিতা সম্পর্কে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা যাবে না। হোম অফিস নিজেই সতর্ক করেছে, এসব তথ্য মূলত আবেদনকারীরা তাদের আবেদনে যৌন অভিমুখিতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন কি না, তার ওপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি নিজের যৌন অভিমুখিতা প্রকাশ না করলে তা এই পরিসংখ্যানে নাও আসতে পারে।

২০২৩ সালে যুক্তরাজ্যে যৌন অভিমুখিতাকে আবেদনের ভিত্তির অংশ হিসেবে উল্লেখ করা আশ্রয় মামলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ৩ হাজার ৪৩০টি সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৬২ শতাংশ ক্ষেত্রে আশ্রয় বা অন্য কোনো ধরনের সুরক্ষা বা থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। সংখ্যার হিসাবে ২ হাজার ১৩৩টি সিদ্ধান্তে আবেদনকারীরা প্রাথমিক পর্যায়েই সুরক্ষা বা অন্য ধরনের অনুমতি পেয়েছেন।

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ২০২৩ সালে করা আবেদন এবং ২০২৩ সালে দেওয়া সিদ্ধান্ত একই বিষয় নয়। হোম অফিস জানিয়েছে, কোনো আবেদনের সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে দেওয়া হতে পারে। ফলে ওই বছরের ৬২ শতাংশ অনুমোদনের হারকে শুধু ২০২৩ সালে জমা পড়া আবেদনগুলোর ফল হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।

হোম অফিসের সংজ্ঞা অনুযায়ী, এসব পরিসংখ্যানে এমন আশ্রয় আবেদন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে লেসবিয়ান, গে বা বাইসেক্সুয়াল পরিচয় বা যৌন অভিমুখিতা আবেদনের ভিত্তির অংশ হিসেবে কোনো পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি আবেদনকারীকে কেবল যৌন অভিমুখিতার কারণেই সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, কোনো আবেদনকারী যৌন অভিমুখিতার বিষয় উল্লেখ না করেও অন্য কোনো ভিত্তিতে সুরক্ষা পেতে পারেন।

ফলে পাকিস্তানি নাগরিকদের এই ধরনের আবেদনের উচ্চ হার নিয়ে পরিসংখ্যান একটি স্পষ্ট প্রবণতা দেখালেও, কতগুলো আবেদন সত্যিকার অর্থে যৌন অভিমুখিতার কারণে নিপীড়নের আশঙ্কার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কতগুলো ক্ষেত্রে অন্য কারণ কাজ করেছে, তা শুধু এই তথ্য দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না। হোম অফিসের পরিসংখ্যানও আবেদনকারীদের দাবির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, কোনো ব্যক্তির যৌন পরিচয় বা দাবির সত্যতা সম্পর্কে স্বতন্ত্র যাচাইয়ের ফল নয়। সূত্র: ইউকে বাংলা পোস্ট

জ্যাকসন হাইটসে খান’স টিউটোরিয়াল’র নতুন কার্যালয়ের শুভ যাত্রা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির সবচেয়ে বৃহৎ, পুরনো ও স্বনামধন্য টিউটোরিং সেন্টার ‘খান’স টিউটোরিয়াল’র নতুন কার্যালয়ের শুভ যাত্রা হয়েছে ২২ আগস্ট শনিবার দুপুরে। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউর ৭৪ স্ট্রিটে পুরনো লোকেশনের পাশের ভবনের সুপরিসর ৩য় ও ৪র্থ তলায় খান’স টিউটোরিয়াল’র পথচলা শুরু হলো। তাদের পুরনো লোকেশনটি বন্ধ করা হয়েছে। নতুন লোকেশনের ঠিকানা ৩৭-২০ ৭৪ স্ট্রিট,জ্যাকসন হাইটস,নিউইয়র্ক ১১৩৭২।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয় দুপুর ২টার পর। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সেন্টারের দুইটি ফ্লোরই মিডিয়া-কর্মীসহ আগত অভিভাবকদের ঘুরিয়ে দেখান খান’স টিউটোরিয়ালের চেয়ারপারসন নাঈমা খান এবং সিইও ডা. ইভান খান।

নিউইয়র্কে সামারের ছুটি শেষে সিটির স্কুল শুরু হবে ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। প্রি-কে থেকে ১২ গ্রেড পর্যন্ত প্রায় ১ মিলিয়ন শিক্ষার্থী নতুন ক্লাসে যাবে সেদিন থেকে। খান’স- এর শিক্ষার্থীরা আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে নূতন শিক্ষা বর্ষ শুরু করতে। অভিভাবকরাও সন্তানদের সাথে সাথে নিয়ে টিউটোরিং করাতে নিয়ে আসছেন সেন্টারে। খান’স টিউটোরিয়ালের প্রশিক্ষকরাও যত্ন সহকারে স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের সহয়তা করছেন।

উল্লেখ্য, খান’স-এর ওয়েবসাইট অনুযায়ী গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিউইয়র্ক সিটির টেস্টে তাদের টিউটোরিয়ালে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী পারফেক্ট স্কোর করেছে। নিউইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ৫,০০০ জনের বেশী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।

BHALO-র আয়োজনে নিউ ইয়র্ক সিটির স্কুল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করলেন মেয়র মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশে মানবসেবায় ও জনহিতকর কর্মকান্ডে জড়িত নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভালোর (BHALO) উদ্যোগে প্রায় ৬শ শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার ২৭ আগস্ট। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও ১৭৩-১৭৫ স্ট্রীট এর সংযোগ স্থলে অবস্থিত মেজর মার্ক পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শিশুদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেন।। নতুন বছরের স্কুলে যাওয়ার আগে বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে শিক্ষার্থীরাও। BHALO-র পক্ষে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে ছিলেন শাহরিয়ার রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন এলাকার কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার এর সেক্রেটারি ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পজএবং বতর্মান সভাপতি, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

নেতৃত্বের প্রতি আস্থা : নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কমিটির ১৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১৩ জনই 'সেলিম-আলী'র প্যানেলের প্রার্থী

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির ত্রি-বার্ষিক (২০২৭-২০২৯) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আগামী ২৫ অক্টোবর রোববার। গত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবাইরই প্রথম তিন বছরের জন্য কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বর্তমান কার্যকরী পরিষদের ১৯জন সদস্যের স্থলে ২১জন কর্মকর্তা সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে সোসাইটিতে নতুন নতুন মুখ আসছে।

অতীতের নির্বাচনগুলোর মধ্যে এবারের নির্বাচন নানাদিক থেকে আলোচিত নির্বাচনে পরিণত হতে চলেছে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন।

এদিকে আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ঘিরে ইতিমধ্যেই দুটি প্যানেল প্রতিদ্বিদ্বতায় নামছেন। নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পুনরায় 'সেলিম-আলী' প্যানেল অপরদিকে সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু ও সন্ধীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদের নেতৃত্বে কুনু-ফিরোজ' প্যানেল প্রচারনা শুরু করেছে।

বর্তমান কার্যকরী কমিটির ১৯ জন সদস্যের মধ্যে ১৩ জন কর্মকর্তা 'সেলিম-আলী'র সফল নেতৃত্বে প্রতি আস্থা রেখে পুনরায় এই প্যানেলের হয়ে আবার নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বর্তমান কার্যকরী কমিটির বাকি ৬ জন সদস্যের কুনু-ফিরোজ প্যানলের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, বিগত নির্বাচন 'সেলিম-আলী' প্যানেল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করেছিল।

পূজার কারণে বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নিবার্চনী কর্মসুচির কিছুটা পরিবর্তনের ফলে অগামী ২ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে মনোনয়নপত্র বিতরণ। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অন্যান্য কার্যক্রম চলবে।

নির্বাচন হবে ২৫ অক্টোবর। কিন্তু তার আগই সংশ্লিস্ট প্যানেল ও প্রার্থীরা প্রচারণায় নেমেছেন।

প্যানেল দুটির সভা-সমাবেশের পাশাপাশি চলছে প্রার্থী বাছাই। সোসাইটির বর্তমান কমিটির কার্যকরী পরিষদের অধিকাংশ কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পুনরায় 'সেলিম-আলী'র নেতৃত্ব ও কর্মকান্ডের ফলে এই প্যানেলের সাথেই পুনরায় নির্বাচন করতে আগ্রহী। তাদের দাবি , সোসাইটি পরিচালনায় 'সেলিম-আলী' প্যানেল তথা বর্তমান কার্যকরী পরিষদের অনেক সাফল্যও রয়েছে। আর কিছু কাজ চলমান রয়েছে। কাযকরী কমটির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান কার্যকরী পরিষদের যারা 'সেলিম-আলী' প্যানেলের সাথেই রয়েছেন তারা হলেন- সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজ্জামান কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) এবং কার্যকরি সদস্য- হারুন রশিদ (চেয়ারম্যান), জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমেদ ও হাসান খান। তাদের সাথে আরো নতুন মুখ যোগ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ও পরিচিত মুখ থাকবেন। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে মাথাপিছু ৬ গুণ ও

১৬ পৃষ্ঠার পর

কাঠামোতে অস্ত্রের বাণিজ্য কতটা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। সিপরির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ইসরায়েলের অস্ত্র রপ্তানি ছিল তাদের মোট জিডিপির প্রায় ০.২৫ শতাংশ। এই হার ফ্রান্সের সমপরিমাণ অনুপাতের চেয়ে তিন গুণেরও বেশি এবং যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ছয়গুণেরও বেশি। তবে ইসরায়েলের লাভজনক বাণিজ্যের একটি বড় অংশ, যেমন ড্রোন, গোলাবারুদ, ছোটখাটো অস্ত্র, সাইবার প্রযুক্তি, নজরদারি সরঞ্জাম, সেবা ও প্রশিক্ষণমূলক বিষয়গুলো সিপরির হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রতিরক্ষা চুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের নিজস্ব বৃহত্তর পরিসংখ্যানগুলো ব্যবহার করলে দেখা যায়, ২০২৩ সালে ইসরায়েল ১৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র রপ্তানি চুক্তির কথা জানিয়েছেড়্যা দেশটির জিডিপির প্রায় ২.৫ শতাংশের সমতুল্য।

বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচন-২০২৬
"সেলিম-আলী" পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন, নেতৃত্বে কমিউনিটির অভিজ্ঞ মুখ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করেছে সেলিম-আলী পরিষদ। প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের অভিজ্ঞ ও পরিচিত নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. মইনুল ইসলাম মিয়াকে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

সোসাইটির সাবেক সহ-সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টির সাবেক সদস্য ওয়াসি চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টা, প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নাজমুল হাসান মানিককে আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা এবং প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ড সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানিকে সদস্য সচিব এবং প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার একাংশের সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরীকে প্রধান সমন্বয়কারী করে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রাথমিক কাঠামো। শিগগিরই প্রবাসের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হবে।

এদিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নবগঠিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ আসন্ন নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা, সমর্থন ও অংশগ্রহণ কামনা করেছেন।

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে "সেলিম-আলী" পরিষদকে পুনরায় নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে, তাঁরা বলেন বিগত দিনের কার্যক্রম ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, চলমান কাজ সম্পন্ন করা এবং নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশ সোসাইটিকে সময়োপযোগী ও কার্যকর সংগঠন হিসেবে এগিয়ে নেওয়াই সেলিম-আলী পরিষদের লক্ষ্য।

নির্বাচনে "সেলিম-আলী" পরিষদ এর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের আস্থা, ভালোবাসা ও সম্মিলিত সহযোগিতায় নিউইয়র্ক এর বাংলাদেশ সোসাইটির উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

একই সঙ্গে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও উৎসবমুখর পরিবেশে আসন্ন নির্বাচন সম্পন্ন হবে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি আরও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল ও ঐতিহ্যবাহী মেজবান

পরিচয় ডেস্ক: বরাবরের মত এবারও নিউইয়র্ক সিটিতে উদযাপিত হতে যাচ্ছে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর (রোববার) সন্ধ্যা ৬টায় জ্যাকসন হাইটসের 'নবান্ন পার্টি হলে' এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। 'ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) আয়োজক কমিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক' এর উদ্যোগে এ মিলাদ মাহফিল ও মেজবান অনুষ্ঠিত হবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শামসুল আলম চৌধুরী এবং সদস্য সচিব মোহা. সেলিম (হারুন) সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মাহফিল ও ঐতিহ্যবাহী মেজবান সফল করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
PREFERRED HOME SERVICES INC.
FULL CARE
HOME CARE
Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)
F C
PCA / HHA
PCA (Personal Care Assistance)
HHA (Home Health Aide)
Nursing
Physical Therapy
Occupational Therapy
Medical Social Work
Nutrition
Speech-Language Pathology
আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা
347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799
Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
Mohammed Hasem, EA, MBA
ENROLLED AGENT
IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.
REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.
IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
INDIVIDUAL
PARTNERSHIP
BUSINESS CONSULTING
BOOKKEEPING
BUSINESS
LLC
ITIN
INCOME TAX
ACCOUNTING
CORPORATION
BUSINESS FORMATION
PAYROLL
NOTARY PUBLIC
KARNAFULLY
TAX SERVICES, INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313 WWW.KARNAFULLYTAX.COM

সেপ্টেম্বরের ৩য় সপ্তাহে নিউইয়র্ক আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি ২১ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর অথবা এর কাছাকাছি সময়ে নিউইয়র্কে অবস্থান করতে পারেন। রোববার (২৩ আগস্ট) বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই তারেক রহমানের প্রথম নিউইয়র্ক সফর। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেবেন তিনি।

এ সফরে জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

এবারের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। কারণ, ৮১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নবনির্বাচিত সভাপতি এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান।

ফলে একই অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সাধারণ পরিষদের সভাপতির উপস্থিতি বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া নিউইয়র্কে অবস্থানকালে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজিত একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তার।

সফরকালে কয়েকটি দেশের সরকারপ্রধানের সঙ্গেও সাইডলাইনে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

ফোবানা কনভেনশনে যোগ দিতে লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছেছেন ৪০তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৬-এর প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। ২৯ আগস্ট শনিবার দুপুরে লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান ৪০ তম ফোবানা হোস্ট কমিটির কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীন, টাইটেল স্পন্সর মুনিরুল ইসলাম, চিফ প্যাট্রন শিপার চৌধুরীসহ হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ। এ সময় লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল কাজী মুহাম্মদ জাবেদ ইকবাল, ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু, সাধারণ সম্পাদক এম. ওয়াহিদ রহমান, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মুনিম, সাধারণ সম্পাদক লায়েক আহমেদ, বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস অ্যাঞ্জেলেস (বাফলা)-এর সাধারণ সম্পাদক নাসির সৈয়দ জেবুলসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং মন্ত্রীর নিকটাত্মীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

তিন দিনব্যাপী ৪০তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৬ লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউডে অনুষ্ঠিত হবে। কনভেনশনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিতে ২৮ আগস্ট শুক্রবার দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করেন মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

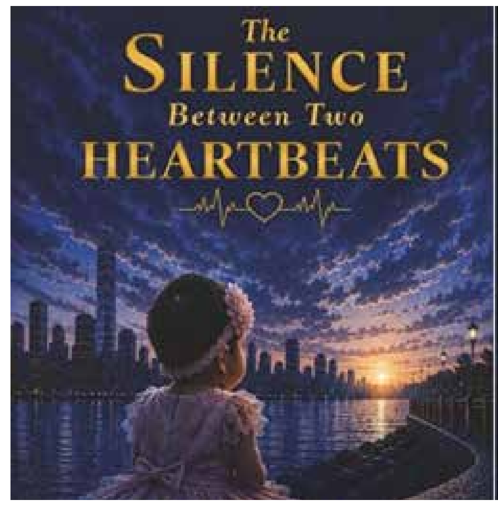

যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হলো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হায়দার খানের প্রথম উপন্যাস ‘দ্য সাইলেন্স বিটউইন টু হার্টবিটস’

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সদস্য বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এ টি এম হায়দার খানের প্রথম উপন্যাস ‘দ্য সাইলেন্স বিটউইন টু হার্টবিটস’ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বই বিক্রয় প্রতিষ্ঠান বার্নস অ্যান্ড নোবল এবং অ্যামাজনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

নোয়াখালী জেলার সন্তান এ টি এম হায়দার খান দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক ফায়ার ডিপার্টমেন্টে কর্মরত। উচ্চশিক্ষা শেষে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হওয়া হায়দার খানের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ তাঁর লেখালেখির পথ তৈরি করে। তাঁর আগের বিভিন্ন লেখা দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

হায়দার খান লন্ডনের গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি এবং কেমব্রিজের অ্যাংলিয়া রাসকিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সনদ অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক এর লং আইল্যান্ডের মালভার্নে বসবাস করছেন।

‘দ্য সাইলেন্স বিটউইন টু হার্টবিটস’ সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা একটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস। বইটির কাহিনির সূত্রপাত ২০২৩ সালের শেষ গ্রীষ্মে, যখন এক বাবার জীবনে আকস্মিক এক ঘটনার পর গভীর পরিবর্তন আসে। হাসপাতালের করিডোর, নির্ঘুম রাত ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেখানে উঠে এসেছে এক বাবার চোখে তাঁর মেয়ের সাহসিকতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও আশার গল্প।

বইটিতে বাস্তব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি রূপকথার একটি জগতও তৈরি করা হয়েছে। প্রাচীন পেঁচাদের রাজ্য, মায়াবী দুর্গ এবং এক নির্ভীক ‘ছোট্ট সিংহিনী’র কাহিনির মাধ্যমে লেখক কঠিন কিছু আবেগ ও অভিজ্ঞতাকে রূপকের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। দুই ভাগে বিভক্ত বইটিতে গদ্য ও রূপকথার মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছে। লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী, এটি মূলত একজন বাবার পক্ষ থেকে তাঁর মেয়ের সাহসিকতা এবং তাঁদের অটুট সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বইটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, গল্পটির সূচনা হয়েছিল ‘দুই হৃৎস্পন্দনের মাঝের নীরবতায়’, যেখানে একটি মুহূর্তের পরিবর্তন একজন বাবার কাছে পুরো জীবনকে নতুন অর্থ দেয়।

এ টি এম হায়দার খান নিজেকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান হিসেবে পরিচয় দেন। প্রবাসে থেকেও নিজের শিকড় ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার এই যাত্রাকে তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। ‘দ্য সাইলেন্স বিটউইন টু হার্টবিটস’ বর্তমানে বার্নস অ্যান্ড নোবল ও অ্যামাজনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে। সংবাদসূত্র প্রজন্ম কথা

অভিবাসনে বদলাচ্ছে আমেরিকার ধর্মীয় মানচিত্র বাড়ছে

৬০ পৃষ্ঠার পর

জনগোষ্ঠীর ৫৯ শতাংশ এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর ৭৭ শতাংশ বিদেশে জন্মগ্রহণকারী। ফলে নতুন অভিবাসী পরিবারগুলোর সঙ্গে দেশটির ধর্মীয় বৈচিত্র্যের সম্পর্কটি জনসংখ্যার পরিসংখ্যানেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মসজিদের ক্ষেত্রেও গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য বিস্তার দেখা গেছে। সর্বশেষ বড় আকারের জাতীয় মসজিদ জরিপের ২০২০ সালের হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রে ২ হাজার ৭৬৯টি মসজিদ শনাক্ত করা হয়েছিল। ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল ২ হাজার ১০৬টি। অর্থাৎ এক দশকে মসজিদের সংখ্যা ৩১ শতাংশ বেড়েছিল।

তবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এর চেয়ে নতুন কোনো সমমানের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় মসজিদ জরিপ প্রকাশিত হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই ২ হাজার ৭৬৯ সংখ্যাটিকে বর্তমানের নিশ্চিত সংখ্যা হিসেবে নয়, সর্বশেষ বড় জাতীয় জরিপের সংখ্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মসজিদ এখন শুধু নামাজের স্থান হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকছে না। অনেক ইসলামিক সেন্টারের সঙ্গে শিশুদের ইসলামিক শিক্ষা, কোরআন শিক্ষা, ইসলামিক স্কুল, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক সহায়তা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যুক্ত হচ্ছে। বিশেষ করে নতুন অভিবাসী পরিবারগুলোর জন্য এসব প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ ও কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

মন্দিরের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু মন্দিরের কোনো একক সরকারি জাতীয় তালিকা নেই। তবে ২০২৬ সালের একটি হিন্দু মন্দিরভিত্তিক তথ্যভান্ডারে দেশটির ৫০টি অঙ্গরাজ্যে ১ হাজার ২৫৬টি মন্দিরের তালিকা রয়েছে। এটি সরকারি গণনা নয়, বরং একটি বেসরকারি তথ্যভান্ডার। ফলে এই সংখ্যাকে বর্তমান মন্দিরের আনুষ্ঠানিক জাতীয় সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

হিন্দু মন্দিরগুলোও অনেক ক্ষেত্রে শুধু পূজার স্থান নয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শিশুদের শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা, সংগীত, নৃত্য এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফলে মন্দিরগুলো অভিবাসী পরিবারগুলোর কাছে ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখার কেন্দ্র হিসেবেও ভূমিকা রাখছে।

পুরোনো ভবনকে নতুন ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করার প্রবণতাও এই পরিবর্তনের একটি দৃশ্যমান দিক। কোনো এলাকায় নতুন অভিবাসী কমিউনিটি গড়ে উঠলে তারা অনেক সময় নতুন করে জমি কিনে ভবন নির্মাণের পরিবর্তে আগে থেকেই থাকা চার্চ, বাড়ি, অফিস বা অন্য কোনো স্থাপনা কিনে সেটিকে মসজিদ, মন্দির কিংবা কমিউনিটি সেন্টারে রূপান্তর করে। এতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি পুরোনো ভবনও নতুন কমিউনিটির সামাজিক জীবনের অংশ হয়ে যায়। পিউ রিসার্চ সেন্টারের আরেকটি বিশ্লেষণ বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অভিবাসীদের মধ্যে ৮৭ শতাংশ কোনো না কোনো ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ খ্রিস্টান। মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও অভিবাসী জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

সামগ্রিক জনসংখ্যার চিত্রেও পরিবর্তনটি ধরা পড়ছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২৩-২৪ সালের জরিপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৭ দশমিক ১ শতাংশ খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। ২০০৭ সালে এই হার ছিল ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। নতুন জরিপে মুসলিম ১ দশমিক ২ শতাংশ এবং হিন্দু ০ দশমিক ৯ শতাংশ। তবে এই পরিবর্তনকে শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করলে পুরো চিত্রটি ধরা পড়বে না।

কাজ ও ভালো বেতনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেরা ২৫ শহরের তালিকার শীর্ষে বোস্টন

পরিচয় ডেস্ক: চাকরি খোঁজা কিংবা ক্যারিয়ার এগিয়ে নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেরা শহর হিসেবে উঠে এসেছে ম্যাসাচুসেটসের বোস্টন। চাকরি খোঁজার ওয়েবসাইট ইনডিডের ২০২৬ সালের নতুন এক তালিকায় ২৩৩টি মার্কিন মহানগর এলাকা বিশ্লেষণ করে বোস্টনকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে।

ইনডিডের এই প্রথমবারের মতো প্রকাশিত 'বেস্ট সিটিজ ফর ওয়ার্ক ২০২৬' তালিকায় শহরগুলোকে শুধু বেতন বা চাকরির সংখ্যা দিয়ে বিচার করা হয়নি। চাকরির সুযোগ, পারিশ্রমিক, চাকরির মান ও নিরাপত্তা, ক্যারিয়ারে অগ্রগতির সুযোগ, কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক সুযোগ, এই ছয়টি দিক বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

ইনডিড ২ লাখ বা তার বেশি জনসংখ্যার মহানগর এলাকাগুলোকে এই বিশ্লেষণের আওতায় নেয়। বিভিন্ন সরকারি ও নিজস্ব তথ্য মিলিয়ে ৪০টির বেশি সূচকের ভিত্তিতে প্রতিটি এলাকার কর্মসংস্থান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। চাকরির সুযোগ ও পারিশ্রমিককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, আর বাকি চারটি বিষয়ও সামগ্রিক ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বোস্টনের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো কোনো একটি সূচকে শুধু এগিয়ে থাকা নয়, বরং সবগুলো ক্ষেত্রেই তুলনামূলক ভালো অবস্থানে থাকা। ইনডিডের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শহরটি ক্যারিয়ারে অগ্রগতির সুযোগে বিশেষভাবে শক্তিশালী। বড় নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাকরি পরিবর্তনের সুযোগের ঘনত্ব কর্মীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে।

বোস্টন মহানগর এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা, পেশাগত ও ব্যবসায়িক সেবা, শিক্ষা ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থ াকায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাভিত্তিক কাজের সুযোগও এখানে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি দূরবর্তী ও আংশিক অফিসভিত্তিক কাজের সুযোগ থাকায় কর্মীদের জন্য নমনীয়তার ক্ষেত্রটিও তুলনামূলক ভালো।

তবে বোস্টনের শীর্ষে থাকার অর্থ এই নয় যে শহরটি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সবার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক। জীবনযাত্রার ব্যয়, বিশেষ করে বাসস্থান ও শিশুসেবার খরচ, তুলনামূলক বেশি। ফলে বেশি বেতনের চাকরি থাকলেও বাসস্থান ও অন্যান্য ব্যয় হিসাব করে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। ইনডিডের বিশ্লেষণেও বোস্টনের সামগ্রিক শক্তির পাশাপাশি এসব ব্যয়ের বিষয়টি উঠে এসেছে।

তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি। ক্যারিয়ারে অগ্রগতির সুযোগের দিক থেকে শহরটি প্রথম অবস্থানে রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বড় নিয়োগদাতা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন পেশাজীবী খাতের ঘনত্বের কারণে কর্মীদের জন্য চাকরি পরিবর্তন ও ক্যারিয়ার এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ এখানে বেশি।

তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারমন্ট অঙ্গরাজ্যের বার্লিংটন। বড় শহরের মতো উচ্চ বেতন না থাকলেও চাকরির সুযোগের দিক থেকে শহরটি পুরো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শীর্ষে। তুলনামূলক ছোট শ্রমবাজারে চাকরিপ্রার্থীর চাহিদা বেশি থাকায় কর্মীদের দর-কষাকষির ক্ষমতাও শক্তিশালী বলে ইনডিড জানিয়েছে।

চতুর্থ স্থানে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসে। পারিশ্রমিকের দিক থেকে এটি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় মহানগর এলাকা। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনভিত্তিক উচ্চ বেতনের চাকরির আধিক্য এর অন্যতম কারণ। পঞ্চম স্থানে রয়েছে সান ফ্রান্সিসকো, যেখানে দূরবর্তী ও আংশিক অফিসভিত্তিক কাজের সুযোগও উল্লেখযোগ্য।

তালিকার পরের দিকে রয়েছে বেশ কয়েকটি মাঝারি আকারের শহর। ষষ্ঠ স্থানে উইসকনসিনের ম্যাডিসন এবং সপ্তম স্থানে মিনেসোটার রচেস্টার। রচেস্টার অর্থনৈতিক সুযোগের সূচকে পুরো যুক্তরাষ্ট্রের মহানগর এলাকাগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর করেছে। শহরটি মায়ো ক্লিনিকের জন্যও পরিচিত, *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

৬৩০ ডলারের জন্য যেভাবে শেষ হলো জাকির হাসানের আমেরিকান স্বপ্ন

নজরুল ইসলাম মিন্টু: ১৯৮৭ সালের ১ নভেম্বর, রোববার সকাল। হিউস্টনের Quick-n-Easy নামের ছোট্ট একটি কনভেনিয়েন্স স্টোরের সামনে এসে থামে একটি ট্যাক্সি। আগের রাতে কাজ শেষে পরিচিত সাজেদুল চৌধুরীর বাসায় যাওয়ার কথা ছিল মোহাম্মদ জাকির হাসানের। দোকানের কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে প্রায়ই রাত কাটাতেন তিনি। কিন্তু সেদিন আর যাননি। তাই সকাল হতেই তাঁকে খুঁজতে বের হন সাজেদুল। দোকানে এসে দেখেন, পার্কিং লটে জাকিরের গাড়ি দাঁড়িয়ে, ভেতরে আলো জ্বলছে, অথচ দরজা তালাবদ্ধ।

দৃশ্যটি দেখে সাজেদুলের মনে অস্বস্তি জাগে। তিনি নিজেও ওই দোকানে কাজ করতেন, তাই তাঁর কাছে চাবি ছিল। সেই চাবি দিয়ে সঙ্গে থাকা ট্যাক্সিচালককে নিয়ে ভেতরে ঢোকেন। কাউন্টারের নিচের সেফ খোলা, ভেতরে পড়ে আছে শুধু কয়েকটি কয়েন। এরপর ট্যাক্সিচালক দোকানের পেছনের দিকে গিয়ে দেখতে পান, বাথরুমের মেঝেতে রক্তের মধ্যে কুঁকড়ে পড়ে আছে জাকির হাসানের নিথর দেহ। তাঁকে খুব কাছ থেকে তিনটি গুলি করা হয়েছিল। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

অভিবাসনে বদলাচ্ছে আমেরিকার ধর্মীয় মানচিত্র বাড়ছে মসজিদ, ইসলামিক স্কুল ও মন্দির

নুরুল্লাহ সাইদ : যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশটির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও আরও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। বিভিন্ন শহর ও শহরতলিতে নতুন মসজিদ, ইসলামিক স্কুল, হিন্দু মন্দির ও ধর্মীয় কমিউনিটি সেন্টার গড়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে নতুন ভবন নির্মাণের পরিবর্তে পুরোনো চার্চ, বাড়ি, অফিস কিংবা বাণিজ্যিক ভবন কিনে সেগুলোকে উপাসনালয় ও কমিউনিটি ব্যবহারের উপযোগী করা হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের পেছনে অভিবাসনের ভূমিকা স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি ব্যুরোর সর্বশেষ বিস্তারিত হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে বিদেশে জন্ম নেওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৬২ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪ কোটি। অর্থাৎ এক দশকে বিদেশে জন্ম নেওয়া জনসংখ্যা ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে।

ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রেও অভিবাসীদের মধ্যে বৈচিত্র্য তুলনামূলক বেশি। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২৩-২৪ সালের ধর্মীয় চিত্রবিষয়ক গবেষণা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম না নেওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের ১৪ শতাংশ খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী। তাদের মধ্যে প্রায় ৪ শতাংশ মুসলিম, ৪ শতাংশ হিন্দু এবং ৩ শতাংশ বৌদ্ধ।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের একই গবেষণা বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচন ২০২৬

কুনু-ফিরোজ পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বচন পরিচালনা কমিটির সঙ্গে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে কুনুফিরোজ পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল অনুষ্ঠিত এ সভায় পরিষদের সম্ভাব্য প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক রুহুল আমিন সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সদস্য সচিব আনোয়ার

হোসেনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র নেতা জনাব আলাউদ্দীন বুলু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এর সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা,নিজাম উদ্দিন,টি মোল্লা ,ফখরুল ইসলাম বেলাল,সভাপতি পদ প্রার্থী আজমল হোসেন কুনু, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ,নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বেলাল মাহমুদ, প্রধান সমন্বয়কারী বাবুল চৌধুরী,

অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহসভাপতি প্রার্থী দুলাল বেহেদু, সহ-সভাপতি প্রার্থী আবুল কালাম,যুগ্ম সম্পাদক প্রার্থী নওশের আহমেদ,কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী মাহফুজুল ইসলাম রুমি,সম্ভাব্য প্রার্থী জামিল আনসারি, সৈয়দ গৌছুল হোসেন,সিদ্দিক পাটওয়ারী,কয়েস আহমেদ,বাশার ভূঁইয়া,কাওসার আহমেদ,কাজী হাসান।

সভায় বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনকল্যাণমুখী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। একই সঙ্গে নির্বাচনী

কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা, ভোটারদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মতবিনিময় সভায় সম্ভাব্য প্রার্থীরা নিজ নিজ মতামত, পরামর্শ ও প্রত্যাশা তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ সকল প্রার্থীর বক্তব্য মনোযোগসহকারে শোনেন এবং একটি সুন্দর, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভায় বক্তারা বলেন, কুনুফিরোজ পরিষদের মূল লক্ষ্য কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়; বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্যদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং সংগঠনকে আরও গতিশীল ও আধুনিকভাবে এগিয়ে নেওয়া।

সভায় উপস্থিত সম্ভাব্য প্রার্থীরা পরিষদের প্রতি তাদের আস্থা ও সমর্থন ব্যক্ত করে আসন্ন নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

“ঐক্য, সততা ও সেবার অঙ্গীকারড়কুনুফিরোজ পরিষদের অগ্রযাত্রা”ড়এই প্রত্যয় নিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘটে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব

৬২ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২০ সাল থেকে মতামত ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সুরক্ষা ও প্রসারবিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল র্যাপোর্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আইরিন জুবাইদা খান। এর আগে ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থাটির ইতিহাসে প্রথম নারী মহাসচিব ছিলেন তিনি। ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আইরিন খান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ল অর্গানাইজেশনের (আইডিএলও) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার আগে তিনি জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ে (ইউএনএইচসিআর) ২১ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে ভারতে চিফ অব মিশন এবং ডিভিশন অব ইন্টারন্যাশনাল প্রটেকশনের উপপরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৬ সালে মর্যাদাপূর্ণ সিডনি পিস প্রাইজে ভূষিত হন আইরিন খান। তিনি বিখ্যাত ‘দ্য আনহার্ড ট্রুথ: পভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস’ গ্রন্থের লেখক। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার ও হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের লড়াইয়ে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী কারিশমা মানজুর

পরিচয় ডেস্ক: গবেষণাগারের দীর্ঘ ক্যারিয়ার পেরিয়ে এবার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনীতিতে পা রাখছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ড. কারিশমা মানজুর। মুক্তিযুদ্ধের বীর উত্তম ও সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল মুহম্মদ আবুল মঞ্জুরের মেয়ে কারিশমা নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন চাইছেন।

দুই দশকের বেশি সময় চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণার পাশাপাশি নাগরিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে নির্বাচনী মাঠে নেমেছেন তিনি। জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, সাশ্রয়ী আবাসন ও শিশুযত্ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং নির্বাচনী অর্থব্যবস্থার সংস্কারকে প্রচারের প্রধান বিষয় করেছেন কারিশমা।

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাথমিক নির্বাচনে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রার প্রথম বড় পরীক্ষা হবে। এক্সেটারে বসবাসকারী কারিশমা পররাষ্ট্রনীতিতেও যুদ্ধের পরিবর্তে কূটনীতি ও শান্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর প্রচারাভিযানের দাবি, কারিশমা করপোরেট রাজনৈতিক তহবিল থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করেন না। ফেডারেল নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত ৩০ জুন পর্যন্ত তাঁর নির্বাচনী প্রচারে দুই লাখ ছয় হাজার ডলারের বেশি অর্থ জমা হয়েছে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত অনুদান এক লাখ ৮১ হাজার ডলারের বেশি এবং নিজের দেওয়া ঋণের পরিমাণ ২৫ হাজার ডলার।

কারিশমা বায়োকেমিস্ট্রি ও আণবিক জীববিজ্ঞানে পিএইচডিধারী। চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর রয়েছে দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা। মৃগীরোগ, বিষণ্নতা এবং বিভিন্ন স্নায়বিক ও মানসিক রোগ নিয়ে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর প্রচারাভিযানের দাবি, নির্বাচিত হলে বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে পিএইচডিধারী প্রথম নারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন কারিশমা।

গবেষণার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক সংস্কার, শ্রমিক অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা ও শান্তির পক্ষে বিভিন্ন নাগরিক আন্দোলনেও দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত তিনি। নিউ হ্যাম্পশায়ারে পছন্দক্রমভিত্তিক ভোটব্যবস্থা এবং উন্মুক্ত গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করা দুটি সংগঠনের নেতৃত্ব পর্যায়েও দায়িত্ব পালন করেছেন কারিশমা। গাজায় যুদ্ধবিরতি, জিম্মিদের মুক্তি এবং মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার দাবিতেও তিনি কাজ করেছেন। এখন নিজ অঙ্গরাজ্য নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে সিনেটের আসনে লড়াইয়ের মাধ্যমে গবেষণাক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাকে জাতীয় রাজনীতিতে কাজে লাগানোর লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন এই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী।

সংবাদ সুত্র প্রজন্ম কথা

৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক সিটিতে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ৪০তম ফোবানা সবঅনুষ্ঠিত হবে। নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়ায় ইভানজেল ক্রিশ্চিয়ান সেন্টারে এ আয়োজনের সঙ্গে রয়েছে এনআরবি অ্যাসোসিয়েশন। আয়োজকদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এবারের ৪০তম সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছেন ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে জাকারিয়া চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি দেওয়ান মনিরুজ্জামান এবং ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের হোস্ট কমিটির আহবায়ক নুরুল আমিন বাবু ও সদস্যসচিব মনজুর কাদের।

নিউইয়র্কে ফোবানা আয়োজনের মূল স্লোগানে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, তিন দিনের সম্মেলনে থাকবে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক আলোচনা, বিশেষ সেমিনার, সাহিত্য ও কবিতা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ব্যবসা ও নেটওয়ার্কিং, নারীর ক্ষমতায়ন, অভিবাসনবিষয়ক সেমিনার এবং নতুন প্রজন্মের জন্য বিভিন্ন ইন্টারঅ্যাকটিভ আয়োজন। উত্তর আমেরিকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা প্রবাসীদের সম্মাননাও দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

নিউইয়র্কের আয়োজকেরা বিশেষভাবে বলছেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশিদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করাই তাদের অন্যতম লক্ষ্য।

নিউইয়র্কেই উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীগুলোর একটি বসবাস করে। ফলে লেবার ডে উইকেন্ডে কুইন্সে ফোবানা মানে শুধু একটি কনভেনশন নয়, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাট, পেনসিলভানিয়াসহ আশপাশের স্টেট থেকে পরিবার ও পরিচিতজনদের মিলনমেলারও সুযোগ।

পরিচয় | PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK

শেষের পাতা

Issue 1695
Saturday, August 29, 2026

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশিসহ দুটি প্রাণঘাতী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত ঘাতক জেসুস অ্যাকোস্টা গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটিতে কয়েক দিনের ব্যবধানে দুটি প্রাণঘাতী গোলাগুলির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ২৯ আগস্ট শনিবার নিউ ইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে।

এনওয়াইপিডি (NYPD) জানিয়েছে, কয়েক দিন ধরে তল্লাশি চালানোর পর ২৯ আগস্ট শনিবার সকালে ৩১ বছর বয়সী জেসুস অ্যাকোস্টাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

ব্রুকলিন এর একটি বাংলাদেশি মালিকানাধীন পিজা ও গ্রীল রেস্তোরাঁ এবং ব্রঙ্কসের একটি জেলা ও গ্রোসারী দোকানে গোলাগুলির ঘটনায়ড়্যাতে দুজন নিহত ও আরেকজন আহত হয়েছিলেনড়্পুলিশ অ্যাকোস্টাকে খুঁজছিল।

গত শনিবার ২২ আগস্ট রাতে ব্রুকলিন এর ব্রাউনসভিলের 'আমেরিকান বেস্ট উইংস অ্যান্ড পিৎজা'য় গোলাগুলির প্রথম ঘটনাটি ঘটে।

৮৪২ রকওয়ে অ্যাভিনিউয়ের 'আমেরিকান বেস্ট উইংস অ্যান্ড পিৎজা' রেস্টুরেন্টে তখন কাজ করছিলেন মোহাম্মদ ইউসুফ ও তাঁর বন্ধু-সহকর্মী মোহাম্মদ রাসেল। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, অ্যাকোস্টা রেস্টুরেন্টে ঢুকে প্রথমে রাসেলের পায়ে গুলি করে। এরপর ইউসুফের মাথায় গুলি চালায়। পরে রেস্টুরেন্ট থেকে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় সে। ইউসুফকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি।

গুলিবিদ্ধ রাসেল পরে ABC7 New York-কে সেই রাতের ভয়ংকর মুহূর্তের কথা জানান। তাঁর উরুতে গুলি লেগেছিল এবং প্রতিবেদন প্রকাশের সময়ও গুলিটি তাঁর শরীরে ছিল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তিনি মেঝেতে পড়ে মৃতের ভান *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ২ দশকের ব্যবধানে প্রায় ৬ গুণ বেড়েছে বাংলাদেশি জনসংখ্যা: শীর্ষে নিউইয়র্ক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় কমিউনিটি গড়ে উঠেছে নিউইয়র্ক স্টেটে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের আমেরিকান কমিউনিটি সার্ভের তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার মানুষ নিজেদের এককভাবে বাংলাদেশি পরিচয়ে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজারের বসবাস নিউইয়র্কে, যা এই হিসাবের মোট *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন আইরিন খান

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশের মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব আইরিন জুবাইদা খান। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের কাছে নিজের পরিচয়পত্র পেশ করেন তিনি। এর মধ্যদিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আইরিন খান।

মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, শরণার্থী সুরক্ষা, আইনের শাসন ও টেকসই উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইরিন খানের কয়েক দশকের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন

বাকি অংশ ৬১ পৃষ্ঠায়

৯ সেপ্টেম্বর আসছে নতুন আইফোন এর ঘোষণা

চমক হতে পারে ফোল্ডেবল ফোন

পরিচয় ডেস্ক: অ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানি তাদের নতুন পণ্য উন্মোচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করেছে। আগামী *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি স্মারক জারি করেছে। এতে

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু ইন্টার্নশিপ বা কাজের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই নিয়ম মেনে চলবে না, তারা বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমোদন হারাতে পারে বলে সতর্ক করেছে ফেডারেল সরকার। গত ২৪ আগস্টের ওই ফেডারেল স্মারকে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ব্রিটেনে সমকামী পরিচয়ের ভিত্তিতে আশ্রয় আবেদনে পাকিস্তান প্রথম, বাংলাদেশ দ্বিতীয়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে যৌন অভিমুখিতার কারণে নিপীড়নের আশঙ্কা দেখিয়ে করা আশ্রয় আবেদনে পাকিস্তানি নাগরিকদের অংশ অন্য দেশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। দেশটির হোম অফিসের ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই বছর যৌন অভিমুখিতা বা এলজিবি পরিচয়কে আবেদনের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা ১ হাজার ৩৭৭টি আশ্রয় আবেদনের মধ্যে ৫৭৮টি করেছিলেন পাকিস্তানি নাগরিকরা, যা মোটের ৪২ শতাংশ।

হোম অফিসের তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় বছর ধরেই যৌন অভিমুখিতার বিষয়টি উল্লেখ করে করা আশ্রয় আবেদনে পাকিস্তানি নাগরিকদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ছিল। ২০২৩ সালে এই ধরনের আবেদনে পাকিস্তানিদের অংশ ৪২ শতাংশ হলেও সব ধরনের আশ্রয় আবেদনের হিসাবে পাকিস্তান ছিল চতুর্থ সর্বোচ্চ আবেদনকারী দেশ। ওই বছর যুক্তরাজ্যে করা মোট আশ্রয় আবেদনের ৬ শতাংশ এসেছিল পাকিস্তানি নাগরিকদের কাছ থেকে। *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

এআই-এর সহায়তায় বিশ্বে প্রথম মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার: সফল টিউমার অপসারণ

পরিচয় ডেস্ক: সরাসরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করানো বিশ্বের প্রথম রোগীর টিউমার সফলভাবে অপসারণ করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন হাসপাতালের শল্যচিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এই অস্ত্রোপচার না হলে বেডফোর্ডশায়ারের দুই সন্তানের জনক রিস হিববার্ট তার দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারতেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত প্রযুক্তিটি অস্ত্রোপচারের সরাসরি ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করেছিল এবং মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আড়ালে থাকা রক্তনালী ও স্নায়ুগুলো কীভাবে এড়িয়ে চলা যায় সে বিষয়ে শল্যচিকিৎসকদের পরামর্শ দিয়েছিল।এটি তাদের নিরাপদ উপায়ে টিউমারের যতটা সম্ভব বেশি অংশ অপসারণ করার সুযোগ করে দিয়েছিল। হিববার্ট বলেন, রোগীর নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি এর সুবিধা পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মাথার ভেতরে তো আর কোনো রাস্তার দিকনির্দেশক চিহ্ন নেই।

১৮ মাস আগে পর্যন্ত, ৪৮ বছর বয়সী গ্রাহক *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*